



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২



সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

Email: info@ssd.gov.bd

Website: www.ssd.gov.bd



বার্ষিক প্রতিবেদন

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২

প্রকাশকাল :

১৩ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নির্দেশনায় :

জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)

সম্পাদনা উপকমিটি :

১	জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২	জনাব মোঃ আলী রেজা সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	জনাব মোঃ জিয়াউল হক, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	জনাব নাসরিন জাহান, যুগ্মসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জনাব জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন, প্রোগ্রামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
৯	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১০	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১১	অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর	প্রতিনিধি
১২	জনাব জনাব মোঃ আবদুল কাদির, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

স্বত্ব :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



“সমস্ত সরকারী কর্মচারীকেই আমি অনুরোধ করি, যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে তাদের সেবা করুন।”

-জাতির পিতা **বঙ্গবন্ধু** শেখ মুজিবুর রহমান



“শান্তি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ন্যায়বিচার হচ্ছে এর ভিত্তি।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আসাদুজ্জামান খান, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Asaduzzaman Khan, MP
Minister
Ministry of Home Affairs
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

বাণী

প্রতি অর্থবছরের মত সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

রূপকল্প “সুরক্ষিত নাগরিক” অর্জনে সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন চারটি সংস্থা নিরলসভাবে কাজ কের যাচ্ছে। বাংলাদেশি নাগরিকদের বিদেশ গমনাগমন আরো সহজ, টেকসই ও সময়োপযোগী করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর। ২০২০ খ্রি: হতে চালু করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ই-পাসপোর্ট। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসাবে কাজ করছে। মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে একটি অ্যাকশন প্ল্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা- ২০২২। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে উদ্ধারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োজিত আছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। কারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কারা অধিদপ্তরে এসেছে উন্নয়নের জোয়ার। বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নতুন কারাগার নির্মাণের পাশাপাশি পুরাতন কারাগারগুলো পুনর্গঠনের কাজ চলছে। কারাগারকে বন্দিশালার পরিবর্তে সংশোধনাগার হিসাবে রূপান্তরের জন্য নেয়া হয়েছে বহুবিধ পদক্ষেপ।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন এ চারটি সংস্থার ২০২১-২০২২ অর্থবছরের যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং যেসকল সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা বর্ণিত হয়েছে এ বার্ষিক প্রতিবেদনে।

আমি এ বার্ষিক প্রতিবেদনের সাফল্য কামনা করি এবং এর প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে অভিবাদন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আসাদুজ্জামান খান, এমপি)



বাণী

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবকে অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের এই বছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির তথ্যাদি এ বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে নাগরিক সেবাসমূহকে অধিকতর সহজ ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান, বিদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের নাগরিকত্ব যাচাই এবং সরকারি চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে প্রাক চাকরি বৃত্তান্ত যাচাই কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের জন্য Online Security Clearance System চালু করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকার ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিদপ্তরটির জনবল ১,৭০৬ জন হতে বৃদ্ধি করে ৩,০৫৯ জনে উন্নীত করা হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচারণার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিভাগের আওতাধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট যে কোন দুর্ঘটনা-দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং মানুষের জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন উদ্বোধনের মাধ্যমে সারাদেশে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৯০টি। সরকারি অর্থায়নে দেশের অভ্যন্তরে ৭১টি কার্যালয় এবং বিদেশস্থ মিশনের ১৭টি পাসপোর্ট ও ভিসা উইংয়ে উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ই-পাসপোর্ট সেবা প্রবর্তন করা হয়েছে। কারা বন্দিদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবাসন সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও জামালপুর কারাগারের সম্প্রসারণ এবং খুলনা ও নরসিংদী দ্বিতীয় জেলা কারাগারের নির্মাণকাজ চলমান আছে। কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২ (বত্রিশ)টি কারাগারের জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অন্যান্য অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংযোজন করা হয়েছে। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কার্যক্রম এ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন এবং জনবল সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের উপর অর্পিত এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে মৌলিক এ সেবাটি জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে সুরক্ষা সেবা বিভাগ সর্বদা বদ্ধপরিকর। বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে এ বিভাগ ও অধীনস্থ অধিদপ্তরসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রতিবেদনে ‘সুরক্ষিত নাগরিক’-এই ভিশনকে সামনে রেখে এ বিভাগের অর্জনসমূহের সঠিক প্রতিফলন হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	
পটভূমি	১৫
রূপকল্প	১৬
অভিলক্ষ্য	১৬
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৬
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	১৭
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	১৭
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	১৭
সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	১৭
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১৮
তথ্য প্রাপ্তির অধিকার	১৯
নাগরিক সেবাসমূহ	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:	৩৩
আইন-বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত	৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	
মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন	৪০
চতুর্থ অধ্যায়	
কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা	৪৪
পঞ্চম অধ্যায়	
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৫১
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৬৯
সপ্তম অধ্যায়	
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১০৪
অষ্টম অধ্যায়	
কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম	১৩৪

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রথম অধ্যায়

১.০ পটভূমি : বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি কর্মচারীগণের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১(২) এবং ১৩৩ থেকে ১৩৬ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। অনুচ্ছেদ ২১(২)-এ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, “সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য”। সরকারি কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতার উপর সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সংবেদনশীল। এ বিভাগ নাগরিক চাহিদা পূরণে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করে দেশি এবং বিদেশি নাগরিকগণকে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করে। সেবা প্রদান বিলম্বিত হলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ এবং নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরকে নিয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ গঠিত হয়।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ জনসাধারণের অধিকতর সেবা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে টেকসই উন্নয়ন অীষ্ট (এসডিজি) অর্জন, ভিশন ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে বহুমুখী কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস), ইস্তাম্বুল প্ল্যান অব অ্যাকশন (আইপিওএ), উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা, সেবাপদ্ধতি সহজিকরণ (এসপিএস), স্মল ইমপুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআইপি) ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে।

বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি আরও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি)-এর আরও অধিকতর নিরাপত্তা সংবলিত ই-পাসপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত ‘বাংলাদেশের ই-পাসপোর্ট এবং অটোমেটেড বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বাস্তবায়ন’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। বিশ্বের ১১৮টি দেশ অত্যাধুনিক ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বে ১১৯তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে ই-পাসপোর্ট প্রবর্তন করে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২০৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন।

মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে মাদকঅপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ‘এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত’ কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.০ রূপকল্প (Vision) : সুরক্ষিত নাগরিক।

৩.০ অভিলক্ষ্য (Mission) : প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবেলা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা এবং বিদেশ গমনাগমন আরো সহজ, টেকসই ও সময়োপযোগী করার মাধ্যমে নাগরিক সেবা ও নাগরিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

৪.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) : প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুরক্ষা সেবা বিভাগ প্রত্যেক অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের মধ্যে ০৩ জুলাই ২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে ৪৬টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম যেমন-জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনাসমূহকে সমন্বিতভাবে এপিএ'র অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাতে সংশ্লিষ্ট অফিসের Allocation of Business বা কার্যতালিকাভুক্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে ৭০ নম্বর এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন এবং তথ্য অধিকার কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৩০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ফলাফলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এপিএ এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১০০ নম্বরের মধ্যে সর্বমোট ৯৩.২৮ নম্বর পেয়েছে। ৫২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ২১তম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরের চূড়ান্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং দাখিলকৃত সকল প্রমাণক পর্যালোচনায় এপিএ টিমের সুপারিশের আলোকে আওতাধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৯৩.৮৩ নম্বর অর্জন করে ১ম হয়েছে।



২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান খান, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৫.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (NIS) : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে সুরক্ষা সেবা বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করে আসছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব-এর নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক মোট ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। গৃহিত কার্যক্রমের বিপরীতে চূড়ান্ত মূল্যায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ১০ নম্বরের মধ্যে ৯.৩৪ নম্বর অর্জন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ৩টি অধিক্ষেত্র/বিষয়ে মোট ১৫টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থা উন্নয়নে ১১টি সূচক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মূল্যায়নে এ বিভাগের আওতাধীন চারটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১০ নম্বরের মধ্যে ৯.৩৩ নম্বর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ৮.৬০, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ৮.২১ এবং কারা অধিদপ্তর ৬.৩৫ নম্বর পেয়েছে।

৬.০ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন : সুরক্ষা সেবা বিভাগ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) ইন্ডিকেটর নং ৩.৫.১, ৩.৫.২ এবং ১৬.৩.২ এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এসডিজি ট্র্যাকারে ৩.৫.১ এবং ৩.৫.২ নং ইন্ডিকেটরের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ১৬.৩.২ নং ইন্ডিকেটরের জন্য কারা অধিদপ্তর তথ্য প্রদান করে থাকে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত টার্গেটসমূহের ডিসেম্বর ২০২১ নাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৬-১৮ মে ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত Second National Conference on SDGs Implementation Review তে উপস্থাপন করা হয়।

৭.০ সুরক্ষা সেবা বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) : সুরক্ষা সেবা বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার জন্য ১জন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) এবং ১জন আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। অনিক কর্মকর্তা অনলাইনে ও অফলাইন হতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের সত্যতা যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। এতে করে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার {Grievance Redress System (GRS)} এর মাধ্যমে নাগরিক/কর্মচারী/দাপ্তরিক অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। অর্থাৎ সরকারি দপ্তরের প্রতিশ্রুত সেবা, সেবা প্রদান পদ্ধতি এবং সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে নাগরিকের অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রশমনের একটি কার্যকর ক্ষেত্র বা প্ল্যাটফর্ম হল অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা। অসন্তুষ্টি বা সংস্কৃদ্ধতা যুক্তিসঙ্গত বা বাস্তবানুগ হোক বা না হোক, প্রতিকার চাওয়া বা বক্তব্য প্রদানের একটি কার্যকর ক্ষেত্র বা প্ল্যাটফর্ম থাকলে তাদের অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রশমনের সুযোগ হয়।

৮.০ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮'তে জঞ্জিবাদ ও মাদকনির্মূল বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেপ নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, তরুণদেরকে মাদকের ভয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করতে প্রতিটি জেলায় ১টি করে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর সরকারি অনুদান বৃদ্ধি করা, ই-পাসপোর্ট ও ই-ভিসা চালু করা, সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে ইশতেহারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৮ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে সভা করে ইশতেহারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিভাগের মাসিক সভায় উক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

৯.০ উদ্ভাবনী কার্যক্রম (২০২১-২০২২ অর্থবছর) : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের আওতায় আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় (২০২১-২২) সর্বমোট ১০ নম্বর বরাদ্দ ছিল। কোভিড-১৯-এর উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম চলমান রাখা হয়। সুরক্ষা সেবা বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ এর সকল কার্যক্রম সম্পন্নক্রমে ত্রৈমাসিক, ষন্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের অর্জন ৯ নম্বর (১০ এর মধ্যে)। ২০২১-২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা/আইডিয়াটির তথ্যাদি নিম্নরূপ:

উদ্ভাবনী আইডিয়া/ধারণা : অনলাইন সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে “অনলাইন সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম” শীর্ষক উদ্ভাবনী আইডিয়া/ধারণা ৩টি মডুউলের সমন্বয়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

মডুউল-১ : বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিদেশি নাগরিক/কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স/নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন সরাসরি সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনলাইনে প্রেরণ করতে পারবে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনের জন্য অনলাইনে পুলিশের বিশেষ শাখা(এসবি)/ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এর নিকট তথ্যাদি প্রেরণ করতে পারবে। অনলাইনে এসবি/এনএসআই হতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সুরক্ষা সেবা বিভাগ অনলাইনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী নাগরিক/ কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট প্রদানের জন্য সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স/নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবে।

মডুউল-২ : সরকারি চাকরি প্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রাক-প্রার্থীতার তথ্য যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন নিয়োগ প্রাপ্ত বাংলাদেশি নাগরিক অথবা নিয়োগ প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান অনলাইন সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনের জন্য অনলাইনে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি)/ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এর নিকট তথ্যাদি প্রেরণ করতে পারবে। অনলাইনে এসবি/এনএসআই হতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সুরক্ষা সেবা বিভাগ অনলাইনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স/নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবে।

মডুউল-৩ : বিদেশে অবস্থানরত পাসপোর্ট বিহীন (অবৈধ) বাংলাদেশিরা দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য (ট্র্যাভেল পারমিট - TP) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ছাড়পত্রের/ জাতীয়তার তথ্য যাচাইয়ের জন্য আবেদন সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন অফিস হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনলাইন সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স সিস্টেমের মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগে দাখিল করতে পারবেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিবেদনের জন্য অনলাইনে পুলিশের বিশেষ শাখা(এসবি)/ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) এর নিকট তথ্যাদি প্রেরণ করতে পারবে। অনলাইনে এসবি/এনএসআই হতে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সুরক্ষা সেবা বিভাগ অনলাইনে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সিকুরিটি ক্লিয়ারেন্স/নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করতে পারবে।

১০.০ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতাকে নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: “জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক।” কাজেই জনগণের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাৱশ্যক। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সংবিধানের বর্ণিত এ নির্দেশ অনুসরণ করে জনসেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা এবং আপিলকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত আছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করেছে। এছাড়া এ বিভাগের আওতাধীন ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ৮৪টি, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে ৬টি, কারা অধিদপ্তরে ১৩টি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে ৪টিসহ মোট ১১৬টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরকারি আদেশ, নীতিমালা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে।

১১.০ সুরক্ষা সেবা বিভাগ প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহ:

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
১	নাগরিকত্ব যাচাই	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র পাওয়ার পর গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর পত্র জারি এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র (খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	বিনামূল্যে	সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ০৫ কার্যদিবস	মোঃ কামরুজজামান সিনিয়র সহকারী সচিব বহিরামগন-১ শাখা ফোন: +৮৮০২-৫৫১০১১৫৩ ই-মেইল: immi1@ssd.gov.bd
২	বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত পুলিশ ক্লয়ারেন্স/ জন্মসনদসহ অন্যান্য সনদ/ভ্রমণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সত্যায়ন	কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আবেদন প্রাপ্তির পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত সনদ/কাগজপত্র (আঞ্জুলের ছাপের ডকুমেন্ট, নিকাহনামা, পাসপোর্ট হারানের জিডি, জন্ম নিবন্ধন সনদ, পারিবারিক সম্পর্কের সার্টিফাইড কপি, আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাসপোর্টের অনুবাদলিপি)	(ক) কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আবেদনপত্র সত্যায়নের জন্য (খ) সনদ/কাগজপত্র (আঞ্জুলের ছাপের ডকুমেন্ট, নিকাহনামা, পাসপোর্ট হারানের জিডি, জন্ম নিবন্ধন সনদ, পারিবারিক সম্পর্কের সার্টিফাইড কপি, আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাসপোর্টের অনুবাদলিপি) নির্ধারিত (গ) ফি জমার চালানের	প্রতি পৃষ্ঠার জন্য ২০০/- (দুইশত) টাকা সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ নম্বর কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান।	০৩ কার্যদিবস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
		সত্যায়ন করা হয়।	মূলকপি			
৩	পাসপোর্ট সেবা, পাসপোর্টের ভিসা স্ট্যাম্পিং ও অন্যান্য কারণে পাসপোর্ট দেশের বাইরে প্রেরণ ও কার্যশেষে গ্রহণ	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পাসপোর্ট দেশের বাইরে প্রেরণ ও কার্যশেষে গ্রহণ করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) সংশ্লিষ্ট দেশপ্রতিষ্ঠানের/আমন্ত্রণপত্র ও অন্যান্য ডকুমেন্টস	বিনামূল্যে	৩ কার্যদিবস	
৪	নিষিদ্ধ/নিয়ন্ত্রিত (Restricted) দেশসমূহ ভ্রমণের ছাড়পত্র প্রদান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র পাওয়ার পর গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর পত্র জারি এবং সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির অনুরোধপত্র (খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূর্ণ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, ই-মেইল, মোবাইল নম্বর	বিনামূল্যে	গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে	
৫	ভিসা নীতিমালা- ২০০৬ এ বর্ণিত ক্রমিক হতে ০১ ১১ পর্যন্ত (A হতে DA) শ্রেণিতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি, শ্রেণি পরিবর্তনকরণ	ভিসা সংক্রান্ত সর্বশেষ জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে আবেদন পাওয়ার পরে “এস বি/এন এস আই প্রতিবেদন গ্রহণক্রমে” কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে ভিসার শ্রেণি পরিবর্তন ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। ভিসা মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রাদির হার্ড কপি আবেদনকারীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং সফট কপি ওয়েবসাইটে ভিসা সংক্রান্ত সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়।	(ক) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সুপারিশসহ আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবিসম্বলিত পৃষ্ঠার ফটোকপি এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত ভিসা ও আগমনী সিলের পৃষ্ঠার ফটোকপি (গ) ভিসা পরিপত্রের সংশ্লিষ্ট ভিসা ক্যাটাগরি অনুযায়ী Bangladesh Investment Development Authority (BIDA)/ Bangladesh Export Processing Zone Authority (BEPZA)/ Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA)/ Bangladesh Hi-tech Park Authority/অন্যান্য	ভিসা ফি, অতিবাস জরিমানা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ফি/সারচার্জ ভিসা স্ট্যাম্পিং করার প্রাক্কালে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক আদায় করা হয়।	সকল প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর ৭ কার্যদিবস	তরফদার মাহমুদুর রহমান উপসচিব বহিরাগমন-২ শাখা ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৫৫৭৫ ই-মেইল: immi2@ssd.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			প্রত্যাশী সংস্থা Non-Government Organization Affairs Bureau এর সুপারিশ/কার্যানুমতি, মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সঙ্গে কার্যচুক্তি, বৈদেশিক ঋণ/কারিগরি সহায়তা চুক্তি ইত্যাদি			
৬	No Visa Required for Travel to Bangladesh (NVR) (বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিদেশী নাগরিক, বাংলাদেশি নাগরিকের বিদেশী Spouse ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য) প্রদান	No Visa Required for Travel to Bangladesh (NVR) সংক্রান্ত পরিপত্র -৮৫০, ২৭/০৮/২০১২ অনুযায়ী সম্পূর্ণ আবেদনপত্র দাখিল সাপেক্ষে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পুলিশ ক্লিয়ারেন্স গ্রহণপূর্বক আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। ভিসা মঞ্জুর সংক্রান্ত পত্রাদির হার্ড কপি আবেদনকারীর ঠিকানায় প্রেরণ করা হয় এবং সফট কপি ওয়েবসাইটে ভিসা সংক্রান্ত সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) আবেদনকারী পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) আবেদনকারীর Spouse/ সন্তান/পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠার) (ঘ) দ্বৈত নাগরিকত্বের সনদ (যদি থাকে) (ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন/নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত ফটোকপি (চ) পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী কর্তৃক সম্পর্ক নির্ণায়ক হলফনামা (ছ) বিবাহের প্রমাণপত্র	ভিসা ফি, অতিবাস জরিমানা এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য ফী ভিসা স্ট্যাম্পিং করার প্রাক্কালে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক আদায় করা হয়।	প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস/ পুলিশ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১৫ কার্যদিবস	তরফদার মাহমুদুর রহমান উপসচিব বহিরাগমন-৫ শাখা ফোন:+৮৮০২-২২৩৩৮৫৫৭৫ ই-মেইল: immi5@ssd.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
৭	ভিসা পরিপত্র পরিপন্থী বা অন্যান্য বেআইনী কার্যকলাপের জন্য বিদেশি নাগরিকদের তালিকাভুক্ত করে দেশ থেকে বহিষ্কারকরণ এবং পুনরায় প্রবেশ বারিতকরণ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফরেনার্স অর্ডার, ১৯৫১ অনুসারে দেশে অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিকদের তালিকাভুক্ত করে দেশ থেকে বহিষ্কারকরণ এবং পুনরায় প্রবেশ বারিত করে বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারি সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আবেদনসহ প্রয়োজনীয় সহায়ক ডকুমেন্ট (বিবেচ্য ব্যক্তির পাসপোর্ট/ভিসা এবং নিয়োগপত্র/ভ্রমণ সংক্রান্ত)	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ কার্যদিবস	আলীমুন রাজীব উপসচিব বহিরাগমন-৬ শাখা ফোন: +৮৮০২৪৭১২৪৩৩৭ ই-মেইল: immi6@ssd.gov.bd
৮	দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদান	বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস হতে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং প্রবাসী ব্যক্তির বাংলাদেশে অবস্থানকালে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সনদপত্র ইস্যু এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	(ক) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (খ) উভয় দেশের পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৬ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন -জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড (এফিডেভিড নমুনা) (ঙ) নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি (চ) বাংলাদেশ থেকে সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করা হলে আবেদনপত্রের সাথে পাসপোর্টের “Arrival stamp” সম্বলিত পৃষ্ঠার ফটোকপি সংযোজন করতে হবে। (ছ) ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা	(ক) ৫,০০০ -/(পাঁচ হাজার) টাকা /বাংলাদেশ ব্যাংক) কের সোনালী ব্যাং যে কোন শাখায় নম্বর-৭৩০১-১-২৬৮১-০০০১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা (খ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ কার্যদিবস	কানিজ ফাতেমা সিনিয়র সহকারী সচিব বহিরাগমন-৩ শাখা ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৫৪৩১৩ ই-মেইল: immi3@ssd.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) (জ) বিদেশে জন্ম গ্রহনকারীর জন্ম সনদের ফটোকপি (ঝ) বিদেশে নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত কাগজপত্র (ঞ) আবেদনপত্রে ছেলেমেয়ের নাম উল্লেখ থাকলে তাদের জন্মসনদের ফটোকপি			
৯	বৈবাহিক সূত্রে বিদেশীদের বাংলাদেশি নাগরিকত্ব সনদ প্রদান	বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আবেদন ডাকযোগে, সরাসরি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর নাগরিকত্ব সনদ ইস্যু এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৬ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প এফিডেভিট (ঙ) ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) (চ) বিবাহের কাবিননামার ফটোকপি	৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/ সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ কার্যদিবস	
১০	বাংলাদেশি স্থায়ী আবাসিক অধিকার সনদ প্রদান	বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আবেদন ডাকযোগে এবং সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র (সময় সময় জারিকৃত সংশোধনীসহ) অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র	৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ কার্যদিবস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
		আইন/বিধি/পরিপত্র (সময় সময় জারিকৃত সংশোধনীসহ) অনুসরণে গোয়েন্দা সংস্থা ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সনদপত্র ইস্যু এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	(খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি, ৮ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড (ঙ) ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১)	শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা		
১১	বিনিয়োগকারী হিসেবে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ নাগরিকত্ব সনদ	বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আবেদন ডাকযোগে, সরাসরি মন্ত্রণালয়ে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে গোয়েন্দা সংস্থা ও বিনিয়োগ বোর্ডের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর নাগরিকত্ব সনদপত্র ইস্যু এবং আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়।	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৮ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে এফিডেভিড (চ) ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) (ছ) বাংলাদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র [কমপক্ষে ৭৫,০০০ (পঁচাত্তর হাজার) মার্কিন ডলার বিনিয়োগ]	৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ৬০ কার্যদিবস	
১২	স্পেনে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদপত্র	অনলাইনে/ডাকযোগে/সরাসরি আবেদন পাওয়ার পর গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সনদপত্র প্রস্তুতপূর্বক পৃষ্ঠাঙ্কনের জন্য পররাষ্ট্র	(ক) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন	৫০০/- টাকা (বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
		মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।	ছবি- ৬ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৫০০/- টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১)	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা		
১৩	বিদেশীদের বাংলাদেশে অবস্থানকালীন সময়ের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স	বাংলাদেশে থাকাকালীন আবেদনকারী কর্তৃক সরাসরি তাঁর কোম্পানির মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিদেশে থাকাকালীন মিশন কর্তৃক আবেদন করতে হবে। পুলিশ সদর দপ্তর থেকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর আবেদনকারীকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।	(ক) নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যক্তির আবেদনপত্র (খ) পাসপোর্টের ফটোকপি (ছবি ও ব্যক্তিগত তথ্য সম্বলিত পৃষ্ঠা) (গ) পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি- ৬ কপি (১ কপি সত্যায়িত) (ঘ) ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ট্রেজারি চালানে জমার মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১) (ঙ) কোম্পানীতে চাকুরীর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র (ওয়ার্ক পারমিট, নিরাপত্তা ছাড়পত্র, যোগদানপত্র, টিআইএন) সংযুক্ত করতে হবে।	৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৪	বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পরিচয়পত্র	বিভিন্ন বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশন হতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে আবেদন দাখিলের পর নাগরিকত্ব আইন/বিধি/পরিপত্র অনুসরণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপত্র ইস্যু করা হয়।	(ক) সংশ্লিষ্ট হাইকমিশন/দূতাবাসের সুপারিশপত্র (খ) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (গ) আবেদনকারীর বাংলাদেশি পাসপোর্টের মূল কপি (ঘ) ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ট্রেজারি চালানের মূলকপি (কোড নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১)	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় নম্বর-১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা	সংশ্লিষ্ট হাইকমিশন/দূতাবাস হতে আবেদন প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৫	ভিসা নীতিমালা- ২০০৬ এ বর্ণিত ক্রমিক ১২ হতে	ভিসা প্রার্থী বা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী/প্রত্যাশী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন এর উপর স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) / জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা	(ক) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (খ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/মতামত	তরফদার মাহমুদুর রহমান উপসচিব

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
	৩৩ পর্যন্ত (E হতে W) শ্রেণিতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি ও শ্রেণি পরিবর্তনকরণ	(এন এস আই) এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি বা শ্রেণি পরিবর্তন করা হয়।	(গ) প্রত্যাশী সংস্থার সুপারিশ (ঘ) পাসপোর্ট, Arrival Seal ও ভিসা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা।		প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	বহিরাগমন-৫ শাখা ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৮৫৫৭৫ ই-মেইল: immi5@ssd.gov.bd
১৬	বিনা ভিসায় আগতদের আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) প্রদান	ভিসা প্রার্থী বা তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী/প্রত্যাশী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন এর উপর স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) / জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এন এস আই) এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর বিনা ভিসায় আগতদের আগমনী ভিসা (Visa on Arrival) প্রদান করা হয়।	(ক) ব্যক্তিগত আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) (খ) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন (গ) প্রত্যাশী সংস্থার সুপারিশ	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/ মতামত প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৭	আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশি শিশুদের বিদেশগমনের অনুমতি প্রদান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির থেকে প্রাপ্ত পত্র/আবেদন এর উপর স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) / জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা (এন এস আই) এর মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর আইনানুগ অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে অনুমতিপত্র ইস্যু করা হয়।	(ক) নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র (খ) আইনানুগ অভিভাবকত্ব লাভের জন্য পারিবারিক আদালতে দাখিলকৃত আরজির সার্টিফাইড কপি (গ) পারিবারিক আদালত কর্তৃক আইনানুগ অভিভাবক নিযুক্ত সংক্রান্ত আদেশের সার্টিফাইড কপি (ঘ) আবেদনকারী কর্তৃক আইনানুগ অভিভাবক হিসেবে ঘোষণামূলক Affidavit এর ফটোকপি (ঙ) আবেদনকারী ও মূল মাতা-পিতার সাথে Deed of Agreement এর ফটোকপি (চ) আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি	প্রতি আবেদনের জন্য ১০০০/- (এক হাজার) টাকা। সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ১-৭৩০১-০০০১-২৬৮১ নম্বর কোডে চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান।	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/ মতামত প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	আলীমুন রাজীব উপসচিব বহিরাগমন-৬ শাখা ফোন: +৮৮০২৪৭১২৪৩৩৭ ই-মেইল: immi6@ssd.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			(ছ) প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদ (জ) আবেদনকারী ও নাবালক/নাবালিকার পাসপোর্ট সাইজের ছবি			
১৮	বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের আবেদন মোতাবেক ভিসার মতামত প্রদান	বাংলাদেশ মিশন থেকে পত্র প্রাপ্তির পর এর উপর গোয়েন্দা সংস্থার মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট মিশনের মাধ্যমে ভিসার জন্য পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রদান করা হয়।	(ক) আবেদনকারীর পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠা) (খ) আবেদনকারীর Spouse/সন্তান/পরিবারের সংশ্লিষ্ট সদস্যের পাসপোর্টের ফটোকপি (ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি সম্বলিত পৃষ্ঠার) (গ) জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধন/নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি (ঘ) পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রী কর্তৃক সম্পর্ক নির্ণায়ক হলফনামা (ঙ) দূতাবাস প্রেরিত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সহ ভিসার আবেদনপত্র	বিনামূল্যে	প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন/মতামত প্রাপ্তির পর ১০ কার্যদিবস	
১৯	এসিড আমদানির লাইসেন্স প্রদান	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দু: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরণপূর্বক এসিড আমদানির লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	(ক) অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনপত্র (খ) উল্লিখিত বিধিমালার তফসিল-১ এর '৪' ফরমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত এসিড আমদানির হালনাগাদ ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (গ) লাইসেন্স ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ১,০০,০০০/- (এক	এসিড আমদানির নতুন লাইসেন্স ফি বাবদ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার। উল্লেখ্য, আদায়কৃত ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে (নং-১-৭৩০১-০০০১-১৮৫৪) ড্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৩(১) বিধি অনুসারে]	শরীফা আহমেদ উপসচিব আইন-২ শাখা ফোন: +৮৮০২-২২৩৩৫৭২৬৯ ই-মেইল: law2@ssd.gov.bd

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর প্রদত্ত 'এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪' এর অধীন লাইসেন্সধারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট এসিড বিক্রয় করা হবে না মর্মে ঘোষণা সম্বলিত সিকিউরিটি বন্ড (ঙ) হালনাগাদ ভ্যাট নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (চ) সর্বশেষ ২ (দুই) করবর্ষের আয়কর প্রত্যয়ন/প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (ছ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (জ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও সালফিউরিক এসিড আমদানির ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (ঝ) ড্রাগ লাইসেন্সের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সত্যায়িত ফটোকপি (ঞ) হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত কাগজপত্রসহ দাখিলকৃত আবেদনের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত করার লক্ষ্যে সাধারণত নিম্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে			

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			প্রতিবেদন চাওয়া হয়: (১) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের জেলা প্রশাসক (২) সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা (৩) স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।			
২০	এসিড আমদানির লাইসেন্স নবায়ন	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ২৬ এর বিধানমতে এসিড আমদানির লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।	লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ নবায়নের আবেদনপত্র (অনলাইনে আবেদন) করতে হয়: (ক) লাইসেন্সের মূল কপির সত্যায়িত ফটোকপি; (খ) মূল লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয় সেসব কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (গ) নবায়ন ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার। উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ২৬(৪) অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে দ্বিগুন নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।	নবায়ন ফি বাবদ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার। উল্লেখ্য, আদায়কৃত ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে (নং-১-৭৩০১-০০০১-১৮৫৪) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।	৩০ (ত্রিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৬(৫) বিধি অনুসারে]	
২১	এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও	(ক) এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর তফসিল-১ এর 'গ' ফরমে আবেদনপত্র (অনলাইনে	এসিড উৎপাদনের নতুন লাইসেন্স ফি বাবদ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-	৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৩(১) বিধি	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
		ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরণপূর্বক এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	আবেদন) (খ) উল্লিখিত বিধিমালায় বিধি ৯ এর আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (গ) লাইসেন্স ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (ঘ) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ‘সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বরাবর প্রদত্ত ‘এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪’ এর অধীন লাইসেন্সধারী ব্যতীত অন্য কারো নিকট এসিড বিক্রয় করা হবে না মর্মে ঘোষণা সম্বলিত সিকিউরিটি বন্ড (ঙ) ভ্যাট নিবন্ধনপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (চ) সর্বশেষ ২ (দুই) করবর্ষের আয়কর রিটার্নের সত্যায়িত ফটোকপি (ছ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি (জ) হালনাগাদ ফায়ার লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি আবেদনকারী কর্তৃক উল্লিখিত কাগজপত্রসহ দাখিলকৃত	অর্ডার। উল্লেখ্য, আদায়কৃত ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে (নং-১-৭৩০১-০০০১-১৮৫৪) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করা হয়।	অনুসারে]	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
			আবেদনের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত করার লক্ষ্যে সাধারণত নিম্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট হতে প্রতিবেদন চাওয়া হয়: (১) সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের জেলা প্রশাসক (২) সুরক্ষা সেবা বিভাগের একজন কর্মকর্তা (৩) স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ।			
২২	এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স নবায়ন	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ২৬ এর বিধানমতে এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।	লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ নবায়নের আবেদন করতে হয় (অনলাইনে আবেদন): (ক) লাইসেন্সের মূল কপির সত্যায়িত ফটোকপি; (খ) মূল লাইসেন্সের জন্য আবেদনের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয় সেসব কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি (গ) নবায়ন ফি হিসেবে যুগ্মসচিব, আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর অনুকূলে যে কোন তফসিলী ব্যাংক হতে ৭,৫০০/- (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা এর ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার উল্লিখিত বিধিমালার বিধি ২৬(৪) অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে দ্বিগুন নবায়ন ফি প্রদান করতে হবে।	নবায়ন ফি বাবদ ৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার। উল্লেখ্য, আদায়কৃত ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে (নং-১-৭৩০১-০০০১-১৮৫৪) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।	৩০ (ত্রিশ) দিন [উল্লিখিত বিধিমালার ২৬(৫) বিধি অনুসারে]	
২৩	এসিড	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ,	লাইসেন্সধারী ডুপ্লিকেট	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স	০৫ (পাঁচ)	

ক্রম	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ইমেইল)
	আমদানি/উৎপাদনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৩০ এর বিধানমতে এসিড আমদানি/উৎপাদনের ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	লাইসেন্সের জন্য আবেদন করলে বা কোনো লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা কোনভাবে বিনষ্ট হলে আবেদনের সাথে নিম্নে উল্লিখিত কাগজপত্র জমা দিতে হয়: (ক) ডুপ্লিকেট লাইসেন্স বাবদ মূল লাইসেন্স ফি এর ২% অর্থ (খ) মূল লাইসেন্সের আবেদনের সময় যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হয় সেসব কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।	ফি বাবদ এসিড আমদানির ক্ষেত্রে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং এসিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার। উল্লেখ্য, আদায়কৃত ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে (নং-১-৭৩০১-০০০১-১৮৫৪) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা করতে হবে।	কার্যদিবস	
২৪	এসিড আমদানি/উৎপাদনের লাইসেন্সের মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংশোধন	সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (দৃ: আ: আইন-২ শাখা) বরাবরে আবেদন দাখিলের পর এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ (সংশোধিত) এর বিধি ৩১ক এবং ৩১খ এর বিধানমতে এসিড আমদানি/উৎপাদনের লাইসেন্সের মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংশোধন করা হয়।	কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মালিকানা বা এতদসংক্রান্ত অন্য কোন তথ্য উপযুক্ত প্রমাণক যাচাই/তদন্ত সাপেক্ষে সংশোধন করা যাবে। কোন লাইসেন্সধারীর মৃত্যুজনিত কারণে আইনানুগ ওয়ারিশের অনুকূলে এসিড লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে। সেক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতীত লাইসেন্স প্রাপ্তির অন্যান্য যোগ্যতা ওয়ারিশের থাকতে হবে। ওয়ারিশের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য এসবি প্রতিবেদন আবশ্যিক হবে। এছাড়াও, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অন্য সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত করতে পারবে।	সংশোধিত তথ্য সম্বলিত লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করা প্রয়োজন বিধায় ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি বাবদ এসিড আমদানির ক্ষেত্রে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা এবং এসিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে অর্ডার। উল্লেখ্য, আদায়কৃত ফি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত কোডে (নং-১-৭৩০১-০০০১-১৮৫৪) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।	৩০ (ত্রিশ) দিন	

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- দেশের অভ্যন্তরে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৭০টি ই-পাসপোর্ট বিতরণসহ ১২ লক্ষ ২১ হাজার ৯৩৪টি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও ২ লক্ষ ৬১ হাজার ২১৯টি মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইস্যু করা হয়েছে।
- বিদেশস্থ ১১টি বাংলাদেশ মিশনে (বুখারেস্ট, সিউল, দুবাই, আবুধাবী, আম্মান, মাসকা, বাগদাদ, ব্যাংকক, মালে, কাঠমান্ডু, সিঙ্গাপুর). টি ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।



মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ মিশন, দুবাইতে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রম পরিদর্শন

- “১৬টি পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প” এর অধীনে ৮টি ভবন (ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, মেহেরপুর, নাটোর, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও বান্দরবান) এর নির্মাণকাজ শুরু করে প্রায় ৯০% সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজ ও আধুনিকীকরণ করার নিমিত্ত ০৭ জুন ২০২২ তারিখে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় ই-গেইটের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১ ও অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।



বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি আর্থিক অনুদান প্রদান

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯৪ হাজার ৩৫৮টি অভিযান পরিচালনা করে ১৭ হাজার ৫২৭টি মামলায় ১৯ হাজার ২৯ জন আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ২৯ হাজার ৫০৮টি অভিযান পরিচালনা করে ১২ হাজার ৯৭৯ জন আসামির বিরুদ্ধে ১২ হাজার ৯৩৩টি মামলা দায়ের করে তাৎক্ষণিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়েছে।
- দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা

- সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৭৬৯টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতিত ৫,২৪২টি এবং কারাগারে ১১৬টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার করা হয়েছে।
- বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে ২৫টি মাদকবিরোধী টকশো আয়োজন করা হয়েছে। ২৩৯টি স্থানে মাদকবিরোধী টিভি ফিলার প্রচার করা হয়েছে, সারাদেশে ১,০০,০০০টি মাদকবিরোধী স্লোগান সংবলিত মাস্ক ও ১,০০,০০০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০৬০ জন শিক্ষককে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরী করা হয়েছে। ৭৭টি প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে।
- সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ১৭ হাজার ৬১১ জন এবং বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে ১৭ হাজার ৬৯০ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। বিবেচ্য সময়ে ৭টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এতে মোট বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬২টি।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৪ (চার) জন প্রসিকিউটরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৮ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ১৫,৫৭০টি অ্যাম্বুলেন্স কলে এটেন্ড করে ১৪,৭৪৪ জন রোগী পরিবহন করা হয়েছে এবং ৩৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭৭ টাকা ফি আদায় করা হয়েছে। ২৪,২৩৩টি অগ্নিকাণ্ডে ১৪৪০ কোটি ৩ লক্ষ টাকার সম্পদ উদ্ধার করেছে তন্মধ্যে গার্মেন্টস এ সংঘটিত ১৮০টি অগ্নিকাণ্ডে -২৬,১৬,৪১০ টাকার সম্পদ উদ্ধার বা রক্ষা করেছেন।



স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, গাজীপুর এর অগ্নিনির্বাপন কার্যক্রম, তারিখ: ২৩ মে ২০২২



বিএম কন্টেইনার ডিপো, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রামে সংঘটিত বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের সর্বশেষ অবস্থা গণমাধ্যমকে অবহিতকরণ, তারিখ: ০৪ মে ২০২২

- ২৬৫০টি শপিংমল, হাটবাজার ও বিপণি-বিতানে, ২,০৮৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ৫৭৫টি বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনে, ৩২৫টি বস্তি এলাকায় ও ৩৭৫টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে।
- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে সৈয়দপুর, আল-আমিন নগর, নারায়ণগঞ্জস্থ শীতলক্ষ্যা নদীতে এমএল আবছার উদ্দিন নামক লঞ্চ ডুবির উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।



সৈয়দপুর, আল-আমিন নগর, নারায়ণগঞ্জস্থ শীতলক্ষ্যা নদীতে এমএল আবছার উদ্দিন নামক লঞ্চ ডুবির উদ্ধার কার্যক্রম, তারিখ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

- ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে ডেপুটি জেলার এবং কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন।



৫৯তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী এবং ডেপুটি জেলারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে

- ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে কারা অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন। কারা কনভেনশন সেন্টার কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং জেল জীবন নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কারা অধিদপ্তর সংলগ্ন বাগানবাড়ী জামে মসজিদে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও দেশের সকল কারাগারে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট ২০২১ তারিখ জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়।
- ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে জেল হত্যা দিবসে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি এবং জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এবং কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের মানুষকে শপথ পাঠ করান। উক্ত শপথ অনুষ্ঠানে কারা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।
- ২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ জেল এর কারাপণ্য 3rd best general pavilion পুরস্কার অর্জন করে।
- ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ জাতীয় দিবসে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর কর্তৃক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।
- ১৭ মার্চ ২০২২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

- ২৫ মার্চ ২০২২ গণহত্যা দিবসে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
- ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন।
- ২২ মে ২০২২ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়’ - শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
- ২৩ মে ২০২২ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ’ - শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।



২৩ মে ২০২২ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ’ - শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি

আইন-বিধি/পরিপত্র প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত :

- বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২
- বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-৩৪৮-আইন/২০২১।—মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন) এর ধারা ৬৮, ধারা ৬১ এর উপ-ধারা (৩) এর সহিত পঠিতব্য, তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। শিরোনাম।—এই বিধিমালা বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “আইন” অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩ নং আইন);
- (খ) “আসক্তি পেশাজীবী” অর্থ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে মাদকাসক্তির চিকিৎসা, পরামর্শ কিংবা মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের মৌলিক, প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনকারী কোনো প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ব্যক্তি;
- (গ) “কেন্দ্র” অর্থ বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র বা মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র;
- (ঘ) “চিকিৎসা” অর্থ মাদকাসক্তি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ঔষধ প্রয়োগ, পরামর্শ বা সেবা প্রদান অথবা সরকার অনুমোদিত বিজ্ঞানসম্মত বিকল্প চিকিৎসার মাধ্যমে মাদকাসক্ত ব্যক্তির আসক্তিজনিত কষ্ট ও ক্ষতি লাঘব করা এবং তাহাকে সুস্থ জীবনযাপনে সহায়তা করা;

(১৬৭১৫)

মূল্য : টাকা ১৬.০০

তৃতীয় অধ্যায়

মুজিববর্ষ উদযাপন :

মুজিববর্ষ : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাবিজয়ের মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহ কর্তৃক জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে করোনাভাইরাসের প্রতিকূল প্রভাব সত্ত্বেও স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক মুজিববর্ষের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

ই-পাসপোর্ট সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস প্রদান : ‘ই-পাসপোর্ট সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস’ বাস্তবায়নের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-কে ই-পাসপোর্ট প্রদানের পর দেশের অভ্যন্তরে ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং পাসপোর্ট অফিস, বাংলাদেশ সচিবালয়, পাসপোর্ট অফিস, ঢাকা সেনানিবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সুপার এক্সপ্রেস সার্ভিস হিসেবে দেশের অভ্যন্তরের সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হতে ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে।

অফিস ভবন সজ্জিতকরণ : এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত ব্যানার/ফেস্টুন এবং রঙিন পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

‘শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন’ শীর্ষক কর্মশালা : ‘শান্তি ও উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কোর্স মডিউলে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সংযোজন : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ট্রেনিং সেন্টার-এর অধীনে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স মডিউলে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন সম্পর্কিত অধ্যায় সংযোজন করে প্রণয়নকৃত কোর্স অনুসরণ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক বিতরণ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য তাদের পিতা/মাতা’র মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক পুস্তক, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ও ‘কারাগারের রোজনা’ বিতরণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু গ্যালারি স্থাপন : মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে টাইমলাইনে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গবন্ধু গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা এবং দোয়া অনুষ্ঠান : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা এবং দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, দেশ গঠন ও মাদক নির্মূল বিষয়ক দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার স্থাপন : অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত ‘বঙ্গবন্ধু বুক কর্নার’ স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ : পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র প্রদান ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে “বঙ্গবন্ধু ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার” চালু করা হয়েছে।

রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন : ‘বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাদক নির্মূলের গুরুত্ব’ শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন : মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে মাদকবিরোধী ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও খাগড়াছড়ি জেলায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ সম্পন্ন করা হয়।

বৃক্ষরোপণ : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন : সকল বিভাগীয় দপ্তর ও জেলা দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র ‘স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো’ এবং ‘আমাদের বঙ্গবন্ধু’ প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ওয়েবসাইটেও তা প্রচার করা হয়।

অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন : সকল ফায়ার স্টেশনে আগ্রহী শিশু/কিশোরসহ সকল শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন : মুজিববর্ষ পালনের অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরসহ সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও ফায়ার স্টেশনে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর ‘জীবন ও কর্ম’ শীর্ষক আলোচনা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ‘জীবন ও কর্ম’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা : সকল বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, হামদ ও নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সকল বিভাগীয় দপ্তর, ট্রেনিং কমপ্লেক্স, জেলা দপ্তর ও দেশের সকল ফায়ার স্টেশনে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা: মুজিবশতবর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে সকল বিভাগীয় দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পোষ্যদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সদর দপ্তরে উপস্থিত থেকে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শিশুদের উদ্দেশ্যে জাতির পিতার জীবনী সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা : কারা অধিদপ্তর ৮টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮টি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

কুইজ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনীর উপর শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও কুইজ'র আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনী ডিজিটাল বিলবোর্ড-এ প্রদর্শন : কারা অধিদপ্তরে ২টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষ্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন ও মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কারাবন্দি পোষ্যদের বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে দেশের কারাগারসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতাপাঠ, হামদ, নাথ, নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ : বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

উন্নতমানের খাবার পরিবেশন : দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলের আয়োজনসহ কারা বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।

বৃক্ষ রোপণ : বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কারা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল কারাগারে ফলজ, বনজ এবং ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

জেল হত্যা দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন : পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও শহিদ জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও, সকল কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জীবনী নিয়ে স্মৃতি চারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা

১.০ কোভিড-১৯-কালীন কার্যক্রম:

১.১ করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯)-এ সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ৪২ জন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে ৫০০ জন, কারা অধিদপ্তর হতে ৭৬২ জন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে ১৫১ জন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে ২৩৭ জন সর্বমোট ১৬৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী আক্রান্ত হন। এর মধ্যে ১৬৮০ জন সুস্থ হয়েছেন। সুস্থতার হার ৯৯.২৯%। ৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

২.০ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত কোভিড-১৯ কালীন নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ০৮.০৮.২০২১ তারিখে ইস্যুকৃত নির্দেশাবলির আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক এমআরপি ও ই-পাসপোর্ট এর এনরোলমেন্টসহ অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ বিস্তাররোধে নিম্নেলিখিত কার্যাবলি গ্রহণ করা হয়েছে।

- (১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ এর আওতাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের নির্দিষ্ট গেট দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশের মুখে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং আগত সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার এবং থার্মাল স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।



(সেবা প্রার্থীদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা)



(থার্মাল স্ক্যানারের মাধ্যমে শারীরিক তাপমাত্রা পরিমাপ করার ব্যবস্থা)

- (২) অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- (৩) কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ মাস্ক পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- (৪) কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) সংক্রমণ সংক্রান্ত সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাসে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- (৫) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সহযোগিতা করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জরুরি সহায়তা প্রদানকারী টিম গঠন করা হয়েছে।
- (৬) কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এ আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে খাদ্য, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- (৭) অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনিং/সভায় অংশগ্রহণ করছেন।
- (৮) কোভিডকালীন সেবা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য কর্মকর্তাগণ সবসময় মুঠোফোন চালু রাখাসহ অধিদপ্তরের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সক্রিয় রয়েছেন।

- (৯) অধিদপ্তর হতে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
- (১০) ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অধিদপ্তরের ১৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। সকলে সুস্থ হয়ে কর্মে যোগদান করেছেন।
- (১১) প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধের ১ম ও ২য় ডোজ টিকা গ্রহণ করেছেন। সকলকে বুস্টার ডোজ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

৩.০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

৩.১ টিকা প্রদান: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে করোনাভাইরাসের টিকা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১ম ও ২য় ডোজ ভ্যাকসিন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে।

৩.২ স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন: মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা/বিভাগের প্রতিটি অফিসে প্রবেশ মুখে সকলের জন্য হাত ও জুতা জীবাণুমুক্তকরণের ব্যবস্থাসহ শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশমুখে Disinfection Machine স্থাপন করা হয়। মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য রেসকিউ টিম গঠন করা হয়। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল-এর সাথে অধিদপ্তরের MoU স্বাক্ষরিত হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিক অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়।

৩.৩ সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, গগলস, হেড কভার সংগ্রহপূর্বক বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি অপারেশনাল কাজে নিয়োজিতদেরকে পারসোনাল প্রটেকশন ইকুইপম্যান্ট (পিপিই) সরবরাহ করা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের স্ব-উদ্যোগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরী করেও বিতরণ করা হয়।

৩.৪ রেক্সিফাইড স্পিরিট ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমোদন: করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে বাজারে যাতে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ঘাটতি না থাকে সে জন্য ৩১টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৩০ লিটার রেক্সিফাইড স্পিরিট ক্রয় ও ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়। করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ৯৯,০০০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়।

৩.৫ অ্যাম্বুলেন্স-সেবা প্রদান: অধিদপ্তরের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের বহনের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স-এর ব্যবস্থা রাখা হয়।

৩.৬ ভার্চুয়ালি সভার আয়োজন: করোনাভাইরাসের সময়ে ZOOM প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভার্চুয়ালি সভাসমূহ করা হয়।



করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম।

৪.০ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর: সারাদেশের সকল জেলায় করোনাভাইরাস প্রতিরোধে ফায়ার সার্ভিসের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং স্থানীয় কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। গণমাধ্যমেও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। করোনাভাইরাস-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার পর থেকে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণে ভাইরাসের বিস্তার রোধে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। লকডাউন চলাকালেও এ অধিদপ্তরের অপারেশনাল কাজ চলমান রাখা হয়। মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে বিভাগীয় সদস্য যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কোয়ারেন্টাইনে রাখা নিশ্চিতকরণ, মানসিকভাবে উজ্জীবিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ফুডিংয়ের ব্যবস্থাসহ দেখ-ভাল করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়, আক্রান্তদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং জরুরি প্রয়োজনে কেউ ছুটিতে গেলে ফেরত আসার পর তার কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হয়।



করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জীবাণুনাশক ছিটানো ও ঘরে অবস্থানের চার



করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মূর্মুর্ষু রোগী পরিবহণ

৪.১ অস্থায়ী হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন: বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে অস্থায়ী করোনা হাসপাতাল চালু করা হয় এবং ঢাকার ডেমরায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়। করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়। এ বিষয়ে সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধিদপ্তরের জারিকৃত বিভিন্ন সময়ের আদেশ ও নির্দেশনা আপলোড করা হয়।

৪.২ করোনাভাইরাস সংক্রমণের পরিসংখ্যান: সার্বিক সতর্কতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করার পরও অগ্নিদুর্ঘটনা ও উদ্ধার অভিযানসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কাজে গিয়ে এ অধিদপ্তরের অনেক কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। এ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের ৫০০ জন সদস্য করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। তন্মধ্যে, ৪৯৩ জন সুস্থ হয়ে কাজে ফিরেছেন।

৫.০ কারা অধিদপ্তর :

৫.১ করোনাভাইরাসের টীকা প্রদান : অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে করোনাভাইরাসের টীকা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে। কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ১ম ও ২য় ডোজ ভ্যাকসিন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বুস্টার ডোজ প্রদান করা হয়েছে।

৫.২ আইসোলেশন সেন্টার চালুকরণ : করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে এবং প্রতিটি বিভাগে আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়।

৫.৩ মোবাইল ব্যাংকিং চালুকরণ : কারাগারে আটক বন্দিদের করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বন্দিদের পিসি (প্রিজনার'স ক্যাশ)-তে টাকা জমা দেয়া সহজিকরণে মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম যেমন-সরকারি সার্ভিস 'নগদ' বা বেসরকারি সার্ভিস 'বিকাশ' চালু করা হয়;

৫.৪ ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন : দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে কারাগারে সম্ভাব্য যেকোন নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয়;

৫.৫ সমন্বয় সেল গঠন : সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটিকালীন করোনাভাইরাস প্রতিরোধ সমন্বয় সেল গঠন করা হয়;

৫.৬ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ : কারা এলাকায় দৃশ্যমান উল্লেখযোগ্য স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা বুলিয়ে রেখে জনগণকে সচেতন করা হয়;

৫.৭ হটলাইন নম্বর প্রদর্শন : কারাফটকে দর্শনযোগ্য স্থানে করোনাভাইরাস শনাক্তকরণ সংক্রান্ত জাতীয় হটলাইন নম্বরসমূহ প্রদর্শন করা হয়;

৫.৮ কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিতকরণ : কারাগারে নবাগত বন্দিদের অন্তত ১৪ দিন পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য ১টি আমদানি ওয়ার্ডের ব্যবস্থাসহ কোয়ারেন্টাইন সময় নিশ্চিত করা হয়;

৫.৯ থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষাকরণ : বহিরাগত বন্দি এবং কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের থার্মাল স্ক্যানার/থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে অফিস/কারাগারে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং কারাগারের মূলফটকে সাবান/হ্যান্ড ওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হয়;

৫.১০ মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ : কর্মস্থলে সকলকে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ঘন ঘন সাবান পানি বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার করা হয়;

৫.১১ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়সাধন : করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও সিভিল সার্জন মহোদয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক কারাগারসমূহে নিরবচ্ছিন্ন প্রেষণা প্রদান ও সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়;

৫.১১ ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবারের ব্যবস্থাকরণ : ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার তথা ভিটামিন-সি-এর দৈনিক চাহিদা পূরণ বন্দিদের জন্য ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার তথা ভিটামিন-সি-এর দৈনিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়;

৫.১২ স্থানীয় সিভিল সার্জনকে অবগতকরণ : করোনা আক্রান্ত সন্দেহাধীন কোনো বন্দির জামিননামা আসলে তাকে জামিন ছাড়ার পূর্বে স্থানীয় সিভিল সার্জনকে অবগত করা হয়; কারাভ্যন্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বুট/জুতা জীবাণুমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;

৫.১৩ স্প্রে মেশিন দ্বারা জীবাণুমুক্তকরণ : প্রত্যেক কারাগারের জন্য সরবরাহকৃত স্প্রে মেশিন দ্বারা প্রতিটি কক্ষ দিনে একবার করে জীবাণুমুক্ত করা হয়;

৫.১৪ ছুটি নিরুৎসাহিতকরণ : একান্ত জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল প্রকার ছুটি নিরুৎসাহিত করা হয়;

৫.১৫ বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনকে কারা এলাকায় আগমন নিরুৎসাহিতকরণ : কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনকে কারা এলাকায় আসা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

৫.১৬ কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালুকরণ : করোনাভাইরাস পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহতা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করা হয়;

৫.১৭ পরিবারের সদস্যদের সাথে বন্দিদের কথা বলার ব্যবস্থাকরণ : প্রত্যেক বন্দির পরিবারের সদস্যদের সাথে সাধারণ টেলিফোনের মাধ্যমে সপ্তাহে ১ (এক) দিন ১০ মিনিট কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়;

৫.১৮ কারাবন্দিদের মুক্তি প্রদান : এ সময় কারাগারের বন্দি সংখ্যাধিক্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে অচল, অক্ষম, দীর্ঘদিন জটিল এবং গুরুতর দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করা হয়;

৫.১৯ আইসোলেশন সেন্টার স্থাপন : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ এবং ফেনী জেলা কারাগার-২ এ কোভিড আইসোলেশন সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

“পাসপোর্ট নাগরিক অধিকার সর্বাঙ্গিক সেবাই অঙ্গীকার”



ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আপোষহীন নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতাভোর ভঙ্গুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পূর্ণগঠনের ধারাবাহিকতায় ০১.০৯.১৯৭২ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট পরিদপ্তরটি পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বাংলাদেশিদের অনুকূলে পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ ভ্রমণেচ্ছুক বিদেশিদের অনুকূলে ভিসা ইস্যু, বাংলাদেশি/বিদেশি নাগরিকগণের বাংলাদেশে আগমন ও বাংলাদেশ হতে বহির্গমন, বাংলাদেশে বিদেশিদের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকার প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থার (এক্সিকিউটিভ এজেন্সি) ভূমিকা পালনই ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মূখ্য দায়িত্ব।

রূপকল্প : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদকরণ এবং বিদেশি নাগরিকদের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।

অভিলক্ষ্য : বাংলাদেশি নাগরিকদের বহির্বিশ্বে ভ্রমণ নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রত্যাশী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অত্যাধুনিক পাসপোর্ট প্রদান এবং বিদেশিদের বাংলাদেশে গমনাগমন/অবস্থান সহজিকরণের লক্ষ্যে ভিসা ইস্যু প্রক্রিয়া যুগোপযোগীকরণ এবং সর্বাধুনিক ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্নকরণ।

কার্যক্রম :

- ১) বাংলাদেশি নাগরিকদের অর্ডিনারি/অফিসিয়াল/ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট প্রদান;
- ২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাসপোর্ট বাতিল, আটক ও রহিতকরণ;
- ৩) বিদেশি নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা ইস্যু ও মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ এবং ভিসা এক্সেম্পশন চুক্তির আওতায় আগত বিদেশিদের অন-অ্যারাইভাল ভিসা প্রদান;
- ৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ক ভিসা অব্যাহতি স্টিকার প্রদান;
- ৫) বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কালো তালিকা সংরক্ষণ এবং ভিসার জন্য বিদেশি নাগরিকদের কালো তালিকাভুক্তিকরণ;
- ৬) বিদেশিদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচিতি সনদ (Certificate of Identity) প্রদান;
- ৭) বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশ হতে বহির্গমনের জন্য রুট পরিবর্তন সংক্রান্ত অনুমতি প্রদান;
- ৮) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের কনস্যুলার উইংয়ের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- ৯) মুদ্রিত পাসপোর্ট, ভিসা স্টিকার, ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।
- ১০) পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যাখ্যা প্রদানে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

সময়ের সাথে অগ্রযাত্রা :

১৯৬২	:	পরিদপ্তর হিসেবে যাত্রা শুরু। জোনাল কার্যালয় ঢাকা এর অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা এ ৫টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
১৯৭২	:	পরিদপ্তর হতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।
১৯৭৩	:	পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু হয়।
১৯৮১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বরিশাল সৃজন করা হয়।
১৯৯৮	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নোয়াখালী, ফরিদপুর ও যশোর এবং

		হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অন অ্যারাইভাল ভিসা সেল সৃজন করা হয়।
২০০১	:	আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস হবিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ সৃজন করা হয়।
২০১০	:	১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ৬টি ভিসা সেল, ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার সৃজন করা হয়। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন করা হয়।
২০১১	:	নতুন ৩৩টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস সৃজন করা হয়। ফলে দেশের সকল জেলায় পাসপোর্ট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০১৬	:	ঢাকা পূর্বাঞ্চল, ঢাকা পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা সেনানিবাস ও সচিবালয়, ঢাকা নামে ৪টি পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সৃজন করা হয়।

একনজরে উন্নয়নের তুলনামূলক বিবরণী :

বিবরণ	২০০৯	২০২২
পাসপোর্টের ধরন	হাতে লেখা পাসপোর্ট	২০১০ সালে মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের (এমআরপি) প্রবর্তন, ২০২০ সালে অত্যাধুনিক ই-পাসপোর্ট চালুকরণ
ভিসা সম্পর্কিত	ম্যানুয়াল ভিসা	২০১০ সালে মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রবর্তন, ২০২১ সালে অত্যাধুনিক ই-ভিসার ডিপিপি প্রণয়নে কার্যক্রম গ্রহণ
অধিদপ্তরের জনবল	৩ শত ৯৭ জন	১১৮৪ জন (অতিরিক্ত ৩৪৬ টি পদ সৃজনের এবং ১৪৭ টি পদ বিলুপ্তির অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে)
দেশের অভ্যন্তরে সৃজিত অফিস	১৭ টি	৬৯ টি
অধিদপ্তরের নিজস্ব ভবন	১ টি	৫২ টি (বাকী ১৭টি অফিস নির্মাণাধীন রয়েছে)
সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে বিদেশে পাসপোর্ট ও ভিসা উইং স্থাপন	০টি	১৯ টি

২০২১-২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১। ই-পাসপোর্ট কার্যাবলি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম উদ্বোধনের পর হতে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে ই-পাসপোর্ট সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ৪৬,৪৩,৬০৬টি ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৮০টি মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় ধাপে ধাপে বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নিম্নোক্ত ১৬টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে। বার্লিন (জার্মানী), এথেন্স (গ্রিস), ওয়াশিংটন ডিসি (যুক্তরাষ্ট্র), নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), লস এনজেলস (যুক্তরাষ্ট্র), বুখারেস্ট (রোমানীয়া), সিউল (দক্ষিণ কোরিয়া), দুবাই (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আবুধাবী (সংযুক্ত আরব আমিরাত), আম্মান (জর্ডান), মাসকট (ওমান), বাগদাদ (ইরাক), ব্যাংকক (থাইল্যান্ড), মালে (মালদ্বীপ), কাঠমান্ডু (নেপাল), সিঙ্গাপুর (সিংগাপুর) নিয়ে কয়েকটি মিশনে ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন করেন।



মিশনে ই-পাসপোর্ট উদ্বোধন

২। ই-গেইট স্থাপন: ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ২টি স্থল বন্দরে মোট ৫০টি ই-গেইট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫টি ই-গেইট (১২টি Departure-এ এবং ৩টি Arrival-এ) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ই-গেইট কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। ই-গেইট ব্যবহার করে এই পর্যন্ত মোট ৪,৮৮,৮০২ জন লোক গমনাগমন করেছেন।



হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ই-গেইট স্থাপন

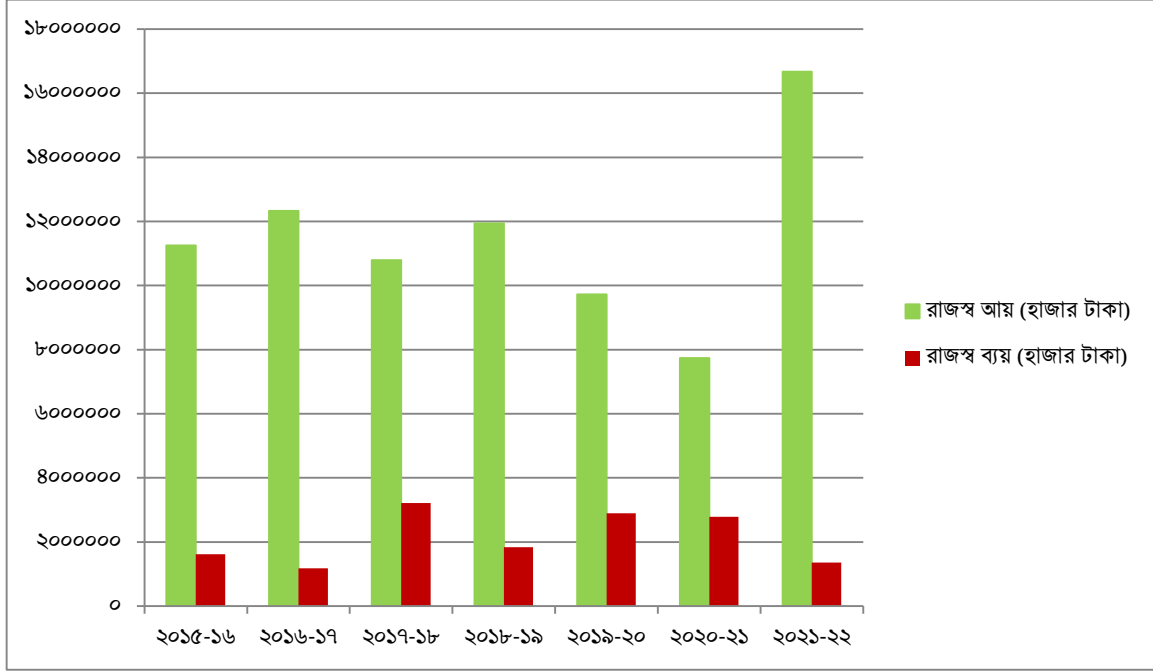


হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্থাপিত ই-গেইট ব্যবহারের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম

শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে ৬টি এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট-এ ৬টি ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে ২টি ই-গেইট স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরীকরণ : ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির জন্য উত্তরা পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্সে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কুগলার মেশিন (Kugler Machine) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দৈনিক গড়ে ১৬,০০০/১৮,০০০টি ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরি হয়। এ পর্যন্ত কুগলার মেশিনের সাহায্যে ৩৯,২৮,০০০টি পাসপোর্ট বই উৎপাদন করা হয়েছে।

৪। রাজস্ব বিষয়ক : পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যুর মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ হাজার ১ শত ৪১ কোটি টাকা।



২০১৫-২০১৬ হতে ২০২১-২০২২ পর্যন্ত অধিদপ্তরের রাজস্ব আয়ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

১। ই-ভিসা ও ই-টিপি প্রণয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ: ‘সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ’ শীর্ষক শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ই-ভিসা ও ই-ট্রাভেল পারমিট প্রণয়নের বিষয়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অধিদপ্তরকে ধারণা পত্র ও প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে হতে ১৯.০২.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) চালুকরণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। ২৮.০২.২০২১ তারিখে ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) এবং ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সুপারিশ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কারিগরি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে একটি সারসংক্ষেপ সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ইউএই সরকারের সাথে এমওইউ স্বাক্ষরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এমওইউ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুমোদনক্রমে ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ইটিপি) অধিদপ্তরের রেভিনিউ বাজেট থেকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টেন্ডারের মাধ্যমে ডিজি ইনফোটেক নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২। প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য DPP পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। জায়গা নির্বাচিত না হওয়ায় তা ফেরত প্রদান করা হয়। তবে, সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক ‘ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট’ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্যকেরানীগঞ্জ ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পাশে নোয়াদা বাগের মৌজার ব্যক্তি মালিকাদীন ৫৮৬ (পাঁচশত ছিয়াশী) শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় চলমান আছে।

৩। দ্বিতীয় পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ বিষয়ক: পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণের জন্য রাজউকের সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প এলাকায় ১৬/আই নং সেক্টরের ০১(এক) বিঘা আয়তনের ০৩ নং প্রাতিষ্ঠানিক প্লটটি

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ পেয়ে উহার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা সম্বলিত একটি আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা ও ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান আছে।

৪। প্রধান কার্যালয় ভবন স্থানান্তরের নিমিত্ত জমির সংস্থান: প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ করার জন্য রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে গণপূর্ত বিভাগের মালিকানাধীন এফ-১৪/বি নং প্লটে ১০ কাঠা জমি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। তবে উক্ত বরাদ্দকৃত জমি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় এফ-১৪/বি প্লটের সাথে পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ/১ নম্বর (১০ কাঠার) প্লটটি বরাদ্দ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫। জনবল বৃদ্ধিকরণ: অধিদপ্তরের বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে জনবল ১১৮৪ জন। নতুন আরও ৩৪৬ টি পদের সৃজন এবং ১৪৭টি পদ বিলুপ্তির অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গেছে। পরবর্তী কার্যক্রম সুরক্ষা সেবা বিভাগে চলমান আছে।

৬। ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন: ‘ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’ গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

১। রোহিঙ্গা বিষয়ক: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে ৯টি ক্যাম্পে ৯৬টি ওয়ার্কশেপের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমারের নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) বায়োমেট্রিক্স সহ নিবন্ধন করা হয়।

২। মালয়েশিয়ায় পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন : মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিকে দ্রুততম সময়ে পাসপোর্ট সেবা প্রদান এবং কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ মিশনকে এ সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য কুয়ালালামপুরে একটি পৃথক পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।

বাস্তবায়নাদীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ:

১। ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রকল্প : ২০১৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে জার্মানী এবং বাংলাদেশের মধ্যে ই-পাসপোর্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় সরকারি অর্থায়নে ৪ হাজার ৬৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৮ মেয়াদে ‘ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন’ শীর্ষক প্রকল্প ২১ জুন ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)-এর গাইডলাইন অনুযায়ী ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে বাংলাদেশে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) প্রদান শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ই-পাসপোর্ট প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়। ই-পাসপোর্টে একটি পলি কার্বোনেটেড ডাটা-পেইজ থাকে। ডাটা-পেইজে রক্ষিত মাইক্রোপ্রসেসর চিপে পাসপোর্ট আবেদনকারীর সকল তথ্য, স্বাক্ষর, ছবি, চোখের কনিয়া এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট সিল্ড অবস্থায় সুরক্ষিত থাকে বিধায় তা কোন ভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এছাড়া, ডাটা-পেইজে ছবি, এম এল আই (মাল্টিপল লেজার ইমেজ), রয়েল বেঞ্জল টাইগারের জল ছবি এবং লেজার এলগ্রেড টেকনোলজিতে রঞ্জিন ছবি রয়েছে। পিকেডি (পাবলিক কি ডিরেক্টরি) পদ্ধতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশ ই-পাসপোর্টের এনক্রিপশনের জন্য (প্রয়োজনীয় ফি পরিশোধ করে) International Civil Aviation Organization Public Key Director (ICAO PKD) এর সদস্যপদ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪৮ পাতা/৬৪ পাতা বিশিষ্ট ই-পাসপোর্টের মেয়াদ ৫ বছর/১০ বছর।

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০ লক্ষ ই-পাসপোর্ট বুকলেট সরবরাহ, ই-পাসপোর্ট বুকলেট তৈরির নিমিত্ত একটি অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন, দেশের অভ্যন্তরে তিনটি বিমাবন্দর ও দুটি স্থলবন্দরে ৫০টি ই-গেইট স্থাপন, সকল সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণসহ ১০ বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, একটি নতুন

স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটা সেন্টার ও একটি ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন, পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে ই-পাসপোর্ট প্রিন্টের জন্য ৮টি প্রিন্টিং মেশিন স্থাপন, বাংলাদেশে ৭২টি পাসপোর্ট অফিস, ৭২টি এসবি/ডিএসবি অফিস, ২৭টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এবং বিদেশে ৮০টি মিশনে সকল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার সরবরাহ ও নেটওয়ার্ক স্থাপন, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বর্ণিত প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে ১০০ জনকে জার্মানিতে দুই সপ্তাহব্যাপী হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন/চলমান আছে।

২। ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প : এই প্রকল্পের আওতায় নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নড়াইল, শেরপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, কুড়িগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নীলফামারী ও পিরোজপুর জেলায় ৮৭ কোটি ৩৫ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের সাথে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুর যুক্ত করায় উক্ত প্রকল্পের শিরোনাম হয়েছে “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প”।

সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ:

১। ৪টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০১১ সালে যশোর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম এই চারটি নিজস্ব ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ছিল ৩৫.৯৬ কোটি টাকা।

২। ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০১৪ সালে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। যার প্রাক্কলনব্যয় ৬৩.২০ কোটি টাকা। ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।

৩। ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প : ২০১৭ সালে ১৯টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়। যার প্রকল্প ব্যয় ছিল ১৩১.৪২ কোটি টাকা। উত্তরা, যাত্রাবাড়ি, পটুয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মৌলভীবাজার, দিনাজপুর, চট্টগ্রামের চাঁদগাও, ফেনী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৪। পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প : ২০১৯ সালে ৪১০১.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন সেন্টার, ডাটা সেন্টার, কুগলার মেশিনসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ উক্ত ভবনে স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সেখান থেকে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৫। ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প: ২০২০ সালে ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬টি ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তার প্রকল্প ব্যয় ১০৪.১৮ কোটি টাকা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭.১২.২০২০ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নারায়ণগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, বাগেরহাট, শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর এর নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

৬। “ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি)” শীষক

প্রকল্প : ০১ এপ্রিল ২০১০ তারিখে শুরু হওয়া প্রকল্পটি ২৩ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়। বাংলাদেশে এমআরপি ও এমআরভি প্রবর্তন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের অভ্যন্তরে ৬৪ জেলায় ৬৭টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৬৫টি বাংলাদেশ মিশন ও ৭০টি এসবি/ডিএসবি অফিসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার, পার্সোনালাইজেশন সেন্টার ও যশোরে একটি আপদকালীন ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) : প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে কৌশলগত উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো প্রধান কার্যালয়ে আগত পাসপোর্ট ও ভিসা সেবা প্রার্থীদের জন্য পৃথক অপেক্ষাগার নির্মাণ, প্রধান কার্যালয়ে ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট সেন্টার স্থাপন ও বিদেশস্থ মিশনসমূহে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালুকরণ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ২৩টি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।



বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে ৮ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিমগঠন করা হয়েছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২৩ জুন ২০২২ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তির অনুলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভাগীয় অফিসসমূহের সাথে ২৩ জুন ২০২২ তারিখ অপরাহ্নে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন ও পুরস্কার প্রদান : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ তারিখ থেকে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত কমিটির মাধ্যমে ৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ইনোভেশন :

২০২১-২০২২ অর্থবছরে গৃহিত ৩টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়েছে;

ক) পাসপোর্ট তথ্য সহায়িকা অ্যাপস (এন্ড্রয়েড) তৈরী করা হয়েছে;

খ) তথ্য সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে প্রধান কার্যালয়ে কিয়স্ক মেশিন স্থাপন করা হয়েছে;



অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কিয়স্ক মেশিন স্থাপনের উদ্বোধন করছেন

গ) পার্সোনালাইজেশন রিপোর্টিং সফটওয়্যার ডিজিটাইজ করা হয়েছে;

উত্তমচর্চা:

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
১.	প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিকট কম সময়ে পাসপোর্ট প্রেরণ :	কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতো। এ সমস্যা সমাধানকল্পে ০২ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বিদেশে পাসপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। এতে সময় লাগছে ২ থেকে ৫ দিন। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১১ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ২টি এমআরপি এ ব্যবস্থায় বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	অনলাইনে পাসপোর্ট ফি গ্রহণ	ই-পাসপোর্ট সার্ভারের সাথে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের সংযোগের ফলে পাসপোর্টের আবেদনকারীগণ সকল ব্যাংকে এ-চালানের মাধ্যমে এবং অনলাইনে যেমন: বিকাশ, সহজ, রকেট, নগদ, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি জমা দিতে পারছে।
৩.	মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন এবং প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা :	বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসসমূহে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সিনিয়র সিটিজেন, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী সেবা প্রার্থীদের জন্য অফিসের নীচতলায় পৃথক কাউন্টারের ব্যবস্থাসহ হইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে উক্ত ক্যাটাগরির সেবাপ্রার্থীগণ সহজে পাসপোর্টের এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে পারছেন।

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
৪.	অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমাকরণ :	পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণ এখন অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন দাখিল করতে পারেন। এতে ভুল হওয়ার সুযোগ কম থাকে এবং সময়ক্ষেপণও কম হয়।
৫.	গণশুনানি আয়োজন :	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সপ্তাহে অন্তত : ১ দিন গণশুনানি আয়োজন করা হচ্ছে। গণশুনানির মাধ্যমে সেবাপ্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
		
৬.	হেল্প ডেস্ক স্থাপন :	প্রতিটি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পাসপোর্ট সেবাপ্রার্থীগণকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭.	মোবাইল এসএমএস সার্ভিস :	পাসপোর্টে আবেদনকারীগণ ২৬৯৬৯ নম্বরে এসএমএস করে আবেদনপত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট ইস্যুর কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেবাপ্রার্থীর মোবাইলে এসএমএস করা হয়।
৮.	ওয়েবসাইটে এমআরপি/এমআরডি অনুসন্ধান :	পাসপোর্ট ও ভিসা সেবাপ্রার্থীগণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ভিজিট করে আবেদন পত্রের অবস্থান এবং পাসপোর্ট/ভিসা ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারেন। এর ফলে এতদসংক্রান্ত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৯.	ফেইসবুক পেইজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান :	প্রতিটি বিভাগীয় এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের ফেইসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত সমস্যাবলি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ সহজে অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।
১০.	মোবাইল টিমের মাধ্যমে ভিডিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিবর্গের এনরোলমেন্ট সম্পন্নকরণ :	বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আগারগাঁও, ঢাকা হতে মোবাইল টিম প্রেরণের মাধ্যমে ভিডিআইপি ও গুরুতর অসুস্থ সেবা প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণসহ পি ও বায়ো এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ফলে ভিডিআইপিগণ ও অসুস্থ ব্যক্তিগণ অফিসে না এসে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন।
১১.	ই-কিউ ব্যবস্থা চালুকরণ :	ভিসা সেবাপ্রার্থীগণকে মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের

ক্রম	উত্তমচর্চা	বিবরণ
		ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-টোকেনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে ভিসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এতে সেবা প্রার্থীগণের ভোগান্তি ও হয়রানি লাঘব হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিভাগীয় অফিসে ই-কিউ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
১২.	ওয়েটিং রুম স্থাপন :	সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে আগত সেবা প্রার্থীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ পৃথক ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওয়েটিং রুমে স্থাপিত টিভির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণে নির্মিত বিশেষ নাটিকা নিয়মিত প্রচার করা হয়ে থাকে। এতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৩.	সাপোর্ট সেল স্থাপন :	প্রধান কার্যালয়ে সাপোর্ট সেল স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল টিম ও সাপোর্ট সেলের মাধ্যমে অনলাইনে দেশে ৬৯টি অফিসে ও বিদেশস্থ ৭২টি বাংলাদেশ মিশনে এমআরপি ও এমআরভি কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্কাইপি ও ভাইবারও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।
১৪.	আইপি ফোনের মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগের ব্যবস্থা :	আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) ফোনের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক অফিসের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রম তদারকি করা সহজতর হয়েছে এবং অফিসে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে হাজিরা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
১৫.	হজ্জাতীদের জরুরি পাসপোর্ট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ বুথ স্থাপন :	২০১৯ সালে পবিত্র হজ্জে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় যা এখনও অব্যাহত আছে। এ কেন্দ্র হতে জরুরিভিত্তিতে পাসপোর্ট বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।
১৬.	পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন :	বিভিন্ন বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সেবা গ্রহীতাদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা, শিশুদের ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার ও নামাজের কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ জনিত বিধিনিষেধ চলাকালীন সম্পাদিত কাজ: কোভিড-১৯ (করোনাভাইরাস) এর বিস্তার রোধে ২৬.০৩.২০২০ তারিখ হতে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৫৮.০১.০০০০.১০১.৪১.০০১.১৩.১৮-৭৫৮, তারিখঃ ২৪.০৩.২০২০- এর মাধ্যমে উক্ত সাধারণ ছুটিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পাসপোর্ট আবেদন প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ই-পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স এবং প্রকল্প কার্যালয়ের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকগণের কল্যাণার্থে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে আবেদিত পাসপোর্টসমূহ প্রিন্ট করার লক্ষ্যে সাধারণ ছুটির মধ্যেও অত্র অধিদপ্তরের পার্সোনালাইজেশন সেন্টার নিরবিচ্ছিন্নভাবে খোলা রাখা হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে সাধারণ ছুটিকালীন ২৬.০৩.২০২০ তারিখ হতে ৩১.০৭.২০২০ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪,৪৮,৩৯৪ টি মেশিন রিডেবল (এমআরপি) প্রিন্ট করা হয়, তন্মধ্যে ২,৫৫,২০৫ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত পাঁচ) টি এমআরপি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বর্ণিত সময়ে বিদেশস্থ মিশনসমূহে প্রেরণ করা হয়। ০১.০৭.২০২১ তারিখ হতে ৩০.০৬.২০২২ তারিখ পর্যন্ত-

- ইস্যুকৃত এমআরপি সংখ্যা (দেশে): ৮৪,৪৬৯টি
- ইস্যুকৃত এমআরপি সংখ্যা (বিদেশে): ১১,৫২,৮০২টি

- ইস্যুইট ই-পাসপোর্টের সংখ্যা (দেশে): ২৬,৩০,০০০ টি

অত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্বশরীরে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিচ্ছেন। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের সাথে প্রধান কার্যালয়ের সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নির্বাচনী ইশতেহার:

ক্রম	নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখিত পরিকল্পনা	মন্তব্য
১	ই-পাসপোর্ট চালুকরণ	২২ শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ই-পাসপোর্ট উন্মোচনের পর দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিস ধাপে ধাপে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং ১৬ টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
২	ই-ভিসা চালুকরণ	ইউ.এ.ই সরকারের সাথে এমওইউ স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৩	একটি আধুনিক, প্রযুক্তি নির্ভর, দক্ষ, দুর্নীতি মুক্ত, দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখা।	ক) আধুনিক ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: এজন্য কেরানীগঞ্জে ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ক এর পাশে নোয়াদ্দা বাগের মৌজার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৫৮৬ (পাঁচশত ছিয়াশী) শতক জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে তৎপ্রেক্ষিতে, জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় চলমান আছে। খ) জনবল বৃদ্ধি: প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম (৩৪৬ টি নতুন পদ সৃজন এবং ১৪৭ টি পদ বিলুপ্তি) বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে, পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এর স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অফিস ভবন নির্মাণের জন্য শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকার প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর ০.১৬৫ একর জমি গত ১১.১০.২০২১ তারিখে অত্র অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। প্লট নম্বর এফ-১৪/বি এর পার্শ্ববর্তী এফ-১৪/এ/১ নম্বর প্লটের ১০ কাঠা জমি বরাদ্দের বিষয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। বর্ণিত বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ চলমান আছে।
৪	নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবা পরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন।	ক) ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সব ধরনের ক্রয়কার্য সম্পাদন করা হচ্ছে। খ) অনলাইন Client satisfaction Register কার্যক্রম চলমান আছে। গ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নাব্যাহীন রয়েছে।

৫	নিয়মানুবর্তীতা এবং জনগনের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেয়া হবে।	ক) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-হাজিরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। খ) মোটিভেশন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বছরে ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানাস্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।	ক) ই-ফাইলিং কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। প্রায় ৮০% নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। খ) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, নতুন অর্গানোগ্রাম এর সাথে বাস্তবায়িত হবে। গ) হট লাইন স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।
৭	সরকারি প্রতিষ্ঠান গুলোর জন্য ডে-কয়ার সেন্টার গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে।	ক) সকল বিভাগী পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসে ডে-কয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে প্রধান কার্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকায় ডে-কয়ার সেন্টার গড়ে স্থাপন করা হয়েছে। খ) কয়েকটি পাসপোর্ট অফিসে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অফিসগুলোতে মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা:

Eight Five Year Plan (FY2021-2025)

Targets, Activities and Indicative Costs

Ministry/Division: Security Services Division

Sl. No.	Name of the Activities (Policy/program/project/action)	Policy/program/project/action wise indicative cost (Lakh BDT at FY2019-2020 Prices)	Linked to	
			SDGs Target	BDT 2100 Measures
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Immigration & Passports				
List of New Project Included in the ADP for 2019-2020				
1.	Introduction of E-Visa & E-TP in Bangladesh			-
List of new project				
2.	Establishment of Immigration & Passport training academy for skill development and enhancement of professional knowledge of DIP employees.			
3.	Construction of a separate building for head office			
4.	Construction of separate building for each divisional office to provide visa service to foreigners and controlling, monitoring & supervising regional Passport offices, Visa cell & Immigration check posts under the division.			

5.	Construction of a separate building for disaster recovery center in Joshore.			
6.	Establishment of additional offices (Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/city corporations) for ensuring better & hassle free service.			
7.	Providing application receiving service to Hospitalized Patients & Senior Citizens in each district by mobile enrollment unit.			
8.	Construction of a separate building for passport booklet assembly line in Dhaka			
9.	Establish new offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts.			
10.	Establishment of a well trained & professionally sound enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa issued to the foreigners during their stay in Bangladesh.			

Eight Five Year Plan (FY2021-2025)
8FYP Implementation Progress Monitoring Indicators
 (To be used in Development Results Framework)

Ministry/Division: Security Services Division

Sl. No.	8FPY target to attain	input indicators (program/project/action/resources, etc)	Output indicators (SMART*)	Impact indicators(if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36.	Construction 17 regional passport offices	Construction 17 regional passport offices.	17 Regional passport offices are constructed.	People will get prompt support
37.	Construction 16 regional passport offices	Construction 16 regional passport offices	16 Regional passport office are constructed.	People will get prompt support
38.	E-Passport and Automated Border Control Management	Introduction of e-passport and Automated Border Control Management System.	e-passport and Automated Border Control Management are introduced	People will get prompt support
39.	E-Visa & E-TP	Introduction of E-Visa & E-TP in Bangladesh.	E-Visa & E-TP are introduced	People will get prompt support

40.	Establishment of Immigration & Passport training academy	Construction of academic building, hostels, administrative building and other facilities.	A modern training academy is established.	DIP employees will develop skill and professional knowledge.
41.	Construction of a separate building for head office	Separate building for Head office to be constructed	Separate building for Head office is constructed	Strengthening functionality of DIP Head office
42.	Construction of separate building for each divisional office to provide visa service to foreigners and controlling, monitoring & supervising regional Passport offices, Visa cell & Immigration check posts under the division.	Separate building for each divisional office to be constructed	Separate building for each divisional office is constructed	People will get smooth & better service.
43.	Construction of a separate building for disaster recovery center in Joshore.	A separate building for disaster recovery center to constructed.	A building for disaster recovery center is constructed.	Data security will be ensured.
44.	Establishment additional offices (Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/city corporations) for ensuring better & hassle free service.	Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/City corporations to be established.	Four in Dhaka and one in each of the rest of the metropolitan areas/City corporations are established.	People will get smooth & better service.
45.	Providing application receiving service to Hospitalized Patients & Senior Citizens in each district by mobile enrollment unit.	Procurement of equipments and vehicles for mobile unit for each district offices.	Procurement of equipments and vehicles for mobile unit for 64 district offices are done.	People will get prompt service
46.	Construction of a separate building for passport assembly line in Dhaka.	A separate building for passport assembly line to be constructed.	A separate building for passport assembly line is constructed	Efficient passport production management.
47.	Establish new offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts.	New offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts to be established.	New offices in rest of the visa cell & Immigration Check posts is established.	People will get smooth & better service.
48.	Establishment of a well trained & professionally sound	A enforcement unit for inspection and verification of the	A enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity	National Security is ensured.

enforcement unit for inspection and verification of the legality and validity of visa issued to the foreigners during their stay in Bangladesh.	legality and validity of visa to be established.	of visa is established.	
---	--	-------------------------	--

অধিদপ্তরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা:

নতুন অর্গানোগ্রাম বাস্তবায়ন, আধুনিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ, সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ নির্মাণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন, ইলেকট্রনিক ভিসা (ই-ভিসা) ও ইলেকট্রনিক ট্রাভেল পারমিট (ই-টি.পি) প্রবর্তনসহ ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইটের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন সেবা-কে বিশ্বমানে উন্নীতকরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

“উন্নত দেশের সোপান ধরি
মাদকমুক্ত দেশ গড়ি”



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১.০ পটভূমি : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর দর্শনের উপর ভিত্তি করে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ হচ্ছে- “জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন”। জাতিসংঘের কনভেনশনের আলোকে ১৯৯০ সনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। অধিদপ্তর প্রথমে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে এবং ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ এ দেশকে একটি উন্নত দেশে রূপান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। উন্নত দেশ বিনির্মাণে মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা একটি অন্যতম নির্ণায়ক। অবৈধ মাদকের ছোবল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটি অ্যাকশন প্লান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণে এদেশে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে।

২.০ ক্রমবিকাশ :

১৮৫৭: আফিম ব্যবসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে প্রথম আফিম আইন প্রবর্তন;

১৮৭৮: আফিম আইন সংশোধন করে আফিম ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯০৯: বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট প্রণয়ন ও বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা;

১৯৩০: The Dangerous Drug Act 1930 প্রণয়ন;

১৯৩২: The Opium Smoking Act 1932 প্রণয়ন;

১৯৩৯: The Dangerous Drug Rules 1939 প্রণয়ন;

ষাটের দশকে বেঙ্গল এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে নামকরণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৭৬: এক্সাইজ অ্যান্ড ট্যাক্সেশন ডিপার্টমেন্টকে পুনর্নির্ন্যাসকরণের মাধ্যমে নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তর নামে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে ন্যস্তকরণ;

১৯৮৯: বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ, মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসচেতনতার বিকাশ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি;

১৯৯০: ০২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করা হয় এবং নারকটিকস অ্যান্ড লিকার পরিদপ্তরের স্থলে একই বছর তৎকালীন রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা;

১৯৯১: ০৯ সেপ্টেম্বর অধিদপ্তরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্তকরণ;

২০১৭: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্তকরণ;

২০১৮: আইনে মাদক ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকদের শাস্তির বিধানসহ ইয়াবা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রণয়ন ও ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর;

- ২০১৯: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিন্ম পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন সামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিন্ম পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯’ প্রণয়ন;
- ২০১৯: বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯’ প্রণয়ন;
- ২০২০: মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী ‘এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত’ কর্তৃক বিচার্য হবার বিধান রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন;
- ২০২১: সিপাই হতে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত সবার জন্য ইউনিফর্মের বিধান রেখে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১’ প্রণয়ন ও ২৩ মে ২০২১ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ।
- ২০২২: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.০ রূপকল্প (Vision): মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

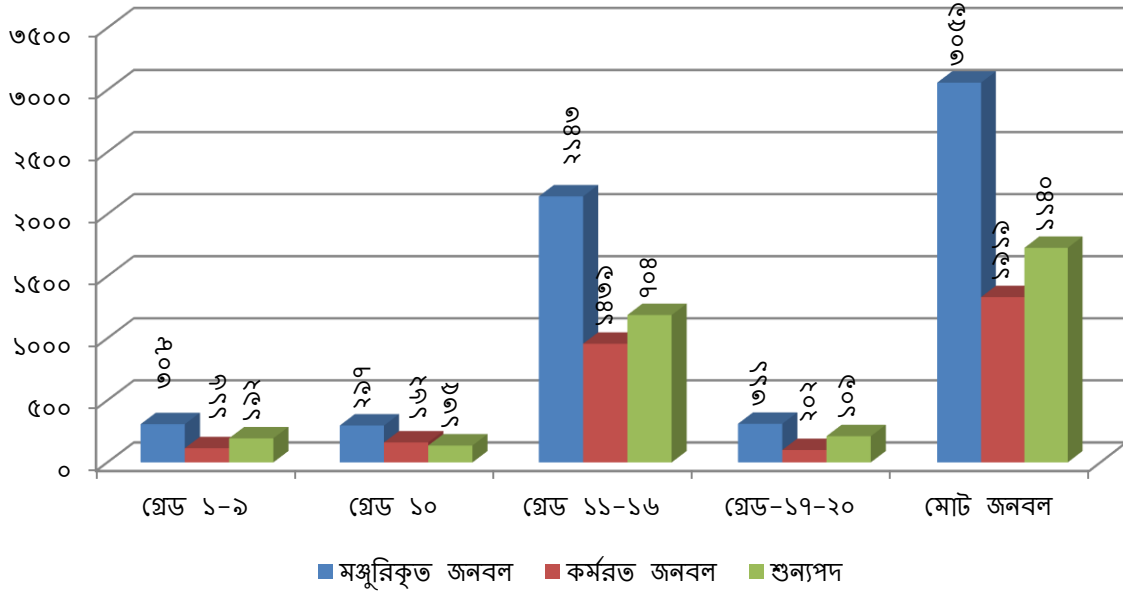
৪.০ অভিলক্ষ্য (Mission): দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

৫.০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যাবলি (Functions):

১. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা ও নিয়মিত মামলা রুজুকরণ;
২. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা হালনাগাদকরণ;
৩. বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;
৪. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. বুলেটিন, স্যুভেনির ও বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট নিয়মিত প্রকাশকরণ;
৬. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ;
৭. মাদকবিরোধী টিভিসি, টকশো, থিম সং, শর্ট ফিল্ম ইত্যাদি তৈরি ও প্রদর্শন;
৮. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার ;
৯. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
১০. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১১. কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
১২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম;
১৩. সকল জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন;

১৪. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
 ১৫. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন; এবং
 ১৬. প্রিকারসর কেমিক্যালসহ অন্যান্য লাইসেন্সিদের সেবা প্রদান।

৬.০ জনবলের পরিসংখ্যান (বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী) :



৭.০ মাঠ পর্যায়ের অফিস :

অফিসের/ নাম	পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো
জেলা কার্যালয়	৬৪টি জেলায় অফিস প্রধান হিসেবে উপপরিচালক পদ অনুমোদন
মেট্রো কার্যালয়	৪টি (ঢাকা-২টি ও চট্টগ্রাম-২টি)
বিভাগীয় কার্যালয়	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়	৮টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ)।
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার	১টি
রাসায়নিক পরীক্ষাগার	৭টি
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ শয্যা বিশিষ্ট ১টি।
বিভাগীয় নিরাময় কেন্দ্র	৭টি
সমুদ্রবন্দর	২টি

স্থলবন্দর	১টি
বিমানবন্দর	২টি

৮.০ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

- (ক) মায়ানমার (১৯৯৪) এবং (খ) ভারত (২০০৬) এর সাথে পারস্পারিক সহযোগিতা চুক্তি
- (ক) ইরান (১৯৯৫) এবং (খ) Drug Enforcement Agency (DEA) (২০১২) এর সাথে সমঝোতা স্মারক(MoU):
- (ক) Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (খ) Convention on Psychotropic Substances, 1971 (গ) UN Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (ঘ) SAARC Convention on Narcotic Drug and Psychotropic Substances, 1990 কনভেনশন।

৯.০ বর্তমান সরকারের আমলে অধিদপ্তরের অর্জন (২০০৯ ও ২০২২ খ্রিঃ-এর তুলনামূলক চিত্র) :

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২১-২০২২ অর্থবছর
১.	জনবল বৃদ্ধি;	১২৭৭ জন	৩০৫৯ জন
২.	অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি;	যানবাহন-৫১টি ও কম্পিউটার সামগ্রী অপ্রতুল।	• যানবাহন-১০২টি • কম্পিউটার-৩৬৮টি • ল্যাপটপ-১৭টি • ড্রাগ ডিটেকটিং মেশিন-১৩টি • ওয়াকিটকি সেট-৩৮৮টি • কার মোবাইল সেট-৪৫টি • রিপিটার-৭৪টি • টাওয়ার-৪টি • ফটোকপি মেশিন-১০৪টি
৩.	সামগ্রিক তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি	ছিল না	• সেবাসমূহকে অনলাইনকরণসহ মাদক অপরাধীদের ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। (৩৭টি সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে)
৪.	অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন	৩৯টি	১০৬টি (টেকনাফে ১টি বিশেষ জোনসহ)
৫.	ড্রাগ এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধি	ছিল না	এডিকশন প্রফেশনালদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৯৬০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
৬.	মাদকবিরোধী প্রচারণা		
	লিফলেট বিতরণ	১৫,২০০টি	১৮০০০০টি
	স্টিকার বিতরণ	১৩,৯৫০টি	৯৫১৫১টি
	সভা/সেমিনার	৬,৪৮৬টি	৫৩৩৪টি

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২১-২০২২ অর্থবছর
	সুভেনির প্রকাশ ও বিতরণ	১৫০০	২০০০টি
	মাদকবিরোধী অ্যাম্বুশ PVC পোস্টার	---	৩২৭৭৫টি
	ডিসপ্লে স্ট্যান্ড	---	৩,৭৭৩টি
	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	---	১০০৩টি
	মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত জীবানুনাশক হ্যান্ড সেনিটাইজার	---	১,০০,০০০টি
	কারাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণা	---	১১৮টি
	ভলান্টিয়ার টিম গঠন	---	২২৫টি
	মাদকবিরোধী টকশো	---	২৫টি
	প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন	---	৯৭টি
	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	----	২৯টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	---	০৪টি ডিজিটাল ভ্যানে ০৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।
৭.	ফেসবুক পেস ও ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচারণা	ছিল না	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব এবং কিয়স্ক, এলইডি বিলবোর্ড, টিভি, ওয়েবিনার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ১৫ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২৩১টি।
৮.	হটলাইন সেবা	ছিল না	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সেবাসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ/অভিযোগ/মতামত প্রদানে একটি হটলাইন নম্বর (০১৯০৮-৮৮৮৮৮৮) স্থাপন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত এ নম্বরে ১২৮৬টি কল এসেছে।
৯.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	প্রধান কার্যালয় ভাড়া কৃত ভবনে (রমনা, বোরাক টাওয়ার) পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়সমূহও ভাড়া কৃত বাড়িতে পরিচালিত হয়ে	প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন এবং ৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২১-২০২২ অর্থবছর
		আসছিল।	
১০.	মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন	---	কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান আছে।
১১.	বাজেট বরাদ্দ	১৮,১৯,১৪,০০০/-	২,৮৪,৯৩,০০,০০০/-
১২.	আদায়কৃত রাজস্ব	৫৬,১৮,০১,০৬০/-	লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব ১,০০,৮৯,৮৬,২৬৬/-
১৩.	আইন বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন	পূর্বে এক্সাইজ ম্যানুয়াল প্রভিশন রুলস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ কার্যকর ছিল।	আইন : ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত বিধিমালা ও নীতিমালা : ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল) বিধিমালা, ২০২১ গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। ● ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। ● ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারীদের পোশাক ও সামগ্রীর প্রাধিকার) বিধিমালা-২০২১’। ● ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে কর্মরত ১০ম গ্রেড ও তদনিন্ম পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশন নীতিমালা-২০১৯’। ‘মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০’ এর ৬৮(২) ধারার বিধান মোতাবেক নিম্নবর্ণিত খসড়া বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করে চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন রয়েছে’ : ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা-২০২২। ● আটক ও জব্দকৃত বস্তু সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি বিধিমালা-২০২২। ● এছাড়া, (ক) ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২২ এবং (খ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (অ্যালকোহল ব্যতিত) বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।
১৪.	ডোপটেস্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন	ছিল না	উচ্চ শিক্ষাজাগ/ক্রেড়া জাগে ভর্তি এবং সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন (সংশোধন), ২০১৮ এর ধারা-২৪/৪ মোতাবেক

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২১-২০২২ অর্থবছর
			বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেন্ট চালু করা হয়েছে।
১৫.	প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ	ছিল না	অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় ২০ (বিশ) একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণের জন্য ০৮ মার্চ ২০২১ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া'র অনুকূলে ২৩,৫৭,০০,০০০/-টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। মান্টার প্লান ও স্থাপত্য নকশা তৈরির নিমিত্ত স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬.	সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	৪টি (৫৫ বেড)	৪টি (১৯৯ বেড)
১৭.	সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩ হাজার ৭৯৩ জন	১৭,৭৫২ জন
১৮.	মাসকাসক্ত পথশিশুদের চিকিৎসা সেবা	ছিল না;	২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮৯ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
১৯.	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের বেড সংখ্যা।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৭টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৫৮০টি।	বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, যেগুলোর মোট বেড সংখ্যা ৪ হাজার ৮১৬টি।
২০.	মাদক মামলায় দ্রুত বিচার নিশ্চিতকল্পে আলাদা আদালত গঠন।	ছিল না;	মাদক অপরাধের মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি এবং পূর্বের আইনে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ ট্রাইব্যুনালের পরিবর্তে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 'এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত' কর্তৃক বিচার্য হবার প্রভিশন রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সংশোধন করে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।
২১.	মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে কমিটি।	মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ছিল।	মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ, সরবরাহ ও চাহিদাহাস, অপব্যবহার ও চোরাচালান প্রতিরোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর ৬৩ (১) ধারা মোতাবেক, (ক) মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটি; (খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

ক্রম	বিবরণ	২০০৯-২০১০ অর্থবছর	২০২১-২০২২ অর্থবছর
			সভাপতিত্বে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটি; (গ)জেলা প্রশাসক-এর সভাপতিত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি; এবং (ঘ)উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর সভাপতিত্বে উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোর সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২২.	মাদকের অপব্যবহার রোধে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কমিটি গঠন	ছিল না;	বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কমিটি গঠন করা হয়েছে : ক) মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়-কে আহ্বায়ক করে স্ট্র্যাটেজিক কমিটি; খ) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে এনফোর্সমেন্ট কমিটি; গ) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ-কে আহ্বায়ক করে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন কমিটি। এনফোর্সমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে কোর কমিটি; খ) কক্সবাজার ও টেকনাফে ইয়াবা পাচারবিরোধী টাস্কফোর্স।
২৩.	উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ :		
	মামলা	৭৭৬৪টি	১৫,৫২৭ টি
	আসামি	৭৯৬৬ জন	১৯,০২৯ জন
	ইয়াবা	৪০৫১ পিস	৪৬,২০,২৮১ পিস
	হেরোইন	২১.১৮৯ কেজি	৯.৭০৪ কেজি
	কোকেন	০.১৫ কেজি	--
	গাঁজা	২১০১.০১৯ কেজি	৫,৪৮৩.৭৯৯ কেজি
	গাঁজা (গাছ)	৫০৬টি	১,৩৩২ টি
	ফেন্সিডিল	৫৮৬৭৫ বোতল	৪,১৯৩ বোতল
	ফেন্সিডিল	১৭৩.৭ লিটার	০৩ লিটার
	ইনজেকটিং ড্রাগ	১৮৬৯২ অ্যাম্পুল	৪৪,৪৮২ অ্যাম্পুল
	বিদেশী মদ	৪৭৪৬ বোতল	৩৭৪ বোতল

১০.০ বাজেট বরাদ্দ, বাৎসরিক ব্যয় ও রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান :

অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ	বাৎসরিক ব্যয় (টাকা)	রাজস্ব আদায় (টাকা)

২০০৯-২০১০	১৮১৯১৪০০০/-	১৮৭০৮৮০০০/-	১৮৪৫৪৭০০০/-	৫৬১৮০১০৬০/-
২০১০-২০১১	২০৩৭৩৬০০০/-	২২৬১৫০০০/-	২৩০৪৩৫০০০/-	৬২৭১৩৬৪০৯/-
২০১১-২০১২	২৩৬২০০০০০/-	২৪১৭৫০০০০/-	২৩৬৯৮৬০০০/-	৬৬০৪৮৬৫০৯/-
২০১২-২০১৩	৩০০৩০০০০০/-	২৯৯৮৬০০০০/-	২৯১২৮৮০০০/-	৭১২৩২৯৯৮৭/-
২০১৩-২০১৪	৩৩৭৮৮৫০০০/-	৩৫৩৮৮৫০০০/-	৩৪৫৪৬৩০০০/-	৬৮৫৬৯৯৯২১/-
২০১৪-২০১৫	৪৫০০০০০০০/-	৪৫০০০০০০০/-	৪১৫৬৮৬০০০/-	৭০২২২৫২১০/-
২০১৫-২০১৬	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৮৭৯৮১০০০/-	৬৭২০৭৬০০০/-	৬৮৫৭৯৩৭৬৬/-
২০১৬-২০১৭	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৫০২৯৮০০০/-	৮৪৩২৬৯০০০/-	৬৭৪৩৯৫৯২৫/-
২০১৭-২০১৮	১০৫৪০৭০০০০/-	১০৫৪০৭০০০০/-	৯৩৪৪৪৬০০০/-	৭৯৬৫৫৭০০০/-
২০১৮-২০১৯	১৩৪১৪৪৯০০০/-	১৩৩১৪৩৯০০০/-	৫৯৫১৫০৩৭৮/-	৭৬৭৭৮২১৪২/-
২০১৯-২০২০	১৭২৫০০০০০০/-	১৭২৫০০০০০০/-	১৫৬৯১৮৫৬০০/-	৭৪৮৯৩২৮৩৯/-
২০২০-২০২১	২৭৪৪০০০০০০/-	১৯৫১৪৯১০০০/-	১৪৩৬৪১২৩৪০/-	৭৮৭৪৬৬৬৩৯/-
২০২১-২০২২	২৮৪৯৩০০০০০/-	২১০৬১১৯০০০/-	১৫৮৫৯৩৭৪০০/-	১০০৮৯৮৬২৬৬/-

১১ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে ০১ জুলাই ২০১৬ থেকে অধিদপ্তর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো: নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন, প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তর, অভিযোগ প্রাপ্তির জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে স্বচ্ছ অভিযোগ বক্স স্থাপন, ফিল্ড ফোর্স লোকেটরের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং, গণশুনানি আয়োজন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে প্রদানকৃত অনুদান কার্যক্রম মূল্যায়ন ইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

১১.২ উত্তম চর্চা (Best Practices): মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত উত্তমচর্চাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং উত্তম চর্চা অনুসরণসহ বহুল প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৩ কারাগারে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন: দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদকাসক্ত কিংবা মাদকসেবী। এ অবস্থায় মাদকাসক্ত কারা বন্দিদেরকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতেও এ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন কারাগারে মোট ১১৮টি সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৪ ডোপটেস্ট: গাড়ীচালকদের এবং সকল চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত ২০২০) মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডোপটেস্ট চালু করা হয়েছে।

১১.৫ অস্থায়ী চেকপোস্ট: দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে মাদকের অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে অস্থায়ী চেক পোস্ট স্থাপন করে তল্লাশী করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ২৭৮৩টি অস্থায়ী চেকপোস্টের মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১১.৬ প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টিতে ২০৬০ জন প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি করা হয়েছে।

১১.৭ ফেস্টুন/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ : মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত ৩৯৭৪০২ টি ফেস্টুন/লিফলেট/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

১১.৮ মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা : কারাগারসমূহে ১১৬টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ৫২৪২টি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

১১.৯ কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন : মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদারকরণে উপজেলাভিত্তিক ১২৬৫টি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন করা হয়েছে।

১১.১০ প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় মাদকবিরোধী প্রচারণা : সোশ্যাল মিডিয়ায় ১০০টি মাদকবিরোধী কার্যক্রম এবং প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ১৭৩টি মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন/টকশো প্রচারিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায়/ইউটিউবের মাধ্যমে মাদকবিরোধী ২৪টি ওয়েবিনার প্রচারিত হয়েছে। মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম, মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদক সরবরাহ হ্রাস সংক্রান্তে ১২০০ টি বার্ষিক ড্রাগ রিপোর্ট প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

১১.১১ মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ : মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত ১০৪৫০৯টি মাস্ক এবং ৯৪৮৫০টি জীবানুনাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

১১.১২ মাদকবিরোধী অভিযান ও মামলা রুজু : মাদকবিরোধী ৯২৬২৭টি অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ মাদক সংশ্লিষ্ট ২২১৬৯টি মামলা রুজু করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ৩৯৬৮টি মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া সীমান্তবর্তী ৩২টি জেলাসহ অন্যান্য স্থানে অস্থায়ী চেকপোস্ট স্থাপনের মাধ্যমে ২৭৮৩টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

১১.১৩ চিকিৎসা সেবা প্রদান : ১৬৬২৯ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ১৩৪৭৭ জন মাদকাসক্ত রোগীকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মুজিববর্ষ উপলক্ষে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০৭৮৭ জন মাদকাসক্ত রোগীকে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৪ ইকো ট্রেনিং : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি ও নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য ২৩৭ জন স্টেক হোল্ডারকে Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ইকো) ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে।

১১.১৫ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের স্মৃতিশিখ্রে উজ্জীবিত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্ণ করেছে। এটি সমগ্র বাঙালি জাতির জন্য এক আনন্দঘন গৌরবের অনুভূতি। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে বয়সভিত্তিক ক্যাটাগরীতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।



মাদকবিরোধী রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

১১.১৬ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন : সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশতবার্ষিকী ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ হতে ৩১ শে মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে দেশব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে। বাঙালি জাতি এ বছরকে সগৌরবে মুজিববর্ষ হিসেবে উদযাপন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকেও এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। দেশের সকল সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বিনামূল্যে কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে “বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ” শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল (২০২২-০৩-১৭)

১১.১৭ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন : প্রতিবছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

১১.১৮ দিবস উদযাপন: ২৬ জুন, ২০২২ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়।



দিবস উদযাপন

সংযোগ কর্তৃক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে ৩০ জুন, ২০২২, প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।



আলোচনা সভা

১২.০ প্রশিক্ষণ :

গ্রেড	প্রশিক্ষণার্থী	মোট
১ম-৯ম	১১৬ জন	১১৬ জন
১০ম	১৬২ জন	১৬২ জন
১১তম-১৬তম	১৪৩৯ জন	১৪৩৯ জন
১৭তম-২০তম	২০২ জন	২০২ জন
মোট	১৯১৯ জন	১৯১৯ জন



US Embassy কতৃক ১৫-০৬-২২ তারিখে Combating Transnational Narcotics Trafficking এর প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ

১৩.০ রাজস্ব আদায় : লাইসেন্স, পারমিট, মাদকশুল্ক ও বিবিধ খাত থেকে আদায়কৃত রাজস্ব :

	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
রাজস্ব আদায় (টাকা)	৭৬,৭৭,৮২,১৪২/-	৭৪,৮৯,৩২,৮৩৯/-	৭৮,৬৫,৩০,০০০/-	১,০০,৮৯,৮৬,২৬৬/-

১৪.০ মাদকনির্মূলে অধিদপ্তরের কার্যক্রম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের মতো জটিল সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞানসম্মত বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তর মূলতঃ নিম্নবর্ণিত ৩(তিন)টি পদ্ধতিতে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ঃ-

(ক) চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction)

(খ) সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction)

(গ) ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction)

১৫.০ চাহিদা হ্রাসে (Demand Reduction) : চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা কমাতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

১৫.১ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ : মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সারাদেশে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য, সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রচারাভিযানে নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৫.২ মাদকবিরোধী ভলিবল টুর্নামেন্ট: মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৩০.০৯.২০২১ তারিখে মাদকবিরোধী ভলিবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।



মাদকবিরোধী ভলিবল টুর্নামেন্ট এর খন্ড চিত্র

১৫.৩ মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম : মাদকবিরোধী প্রচারণা কাজের অংশ হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে এবং সভা, সেমিনার, শ্রেণিবক্তৃতা ইত্যাদিও আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনমানুষের সচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ০১ জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পরিচালিত এ সব কার্যক্রমের তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
১.	মাদকবিরোধী ফেস্টুন তৈরি ও বিতরণ	----	----	---	৪০,০০০টি	২০,৩৮০টি	১২,৮৭৬টি	৩৫৮৬১টি (পিভিসি)	৮৪৭টি
২	মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ	১,০৪,০০০টি	৯৪৭৫৭০ টি	৮,৭০,৫৪৯টি	১৪,২০,০০০টি	২,৬৫,০০০ টি	---	৮০,০০০ টি	১৬৭৩১৪টি
৩	মাদকবিরোধী স্টিকার বিতরণ	১৫৫০০০টি	৭৫,১৩১টি	৮,০০০টি	----	৯৫০০টি	১০,০০০টি	১,০০,০০০ টি	৮১৩৭২টি
৪	মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/সেমিনার	৬,০১২ টি	৬,৬০৭টি	৭,২৬১টি	৮,৮৯৮ টি	৪,৪৭৫টি	২,৪৮৩টি	৫,১৪৬টি	৫৩৩৩টি
৫	কলেজ ও স্কুলে মাদকবিরোধী শ্রেণি বক্তৃতা	----	১,৪৬৯টি	২,৪৬০টি	৫,৪৪৭ টি	১৫,৭৩৫টি	১৬৭০টি	৪,৩৫৩ টি	১০০৩ টি
৬	স্যাভেনির প্রকাশনা ও বিতরণ	১৫০০ টি	১৮০০টি	২৬০০টি	২২০০টি	৩০০০টি	---	৩০০০ টি	২০০০টি
৭	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন	৮০৯টি	৮৩৩৫ টি	১,৮৭২টি	১,৯৪১টি	২২০০টি	৫৬০টি	১৭০টি	---
৮	বুলেটিন প্রকাশ ও বিতরণ	----	১৮০০০টি	১৮০০০টি	৯,০০০টি	৩০০০টি	১২০০টি	---	০৬টি

ক্রম	বিবরণ	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
৯	কিয়স্ক বিতরণ	---	---	---	---	২৭০টি	২০০টি	৪৫৬টি	----
১০	এলইডি বিল বোর্ড বিতরণ	----	----	----	---	৫টি	---	---	----
১১	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত জ্যামিতি বক্স	----	----	----	---	----	২৩৯০০০টি	২৫৯০০০টি	১৫৯০৮টি
১২	মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত স্কেল	----	----	----	---	২,৩০,০০০ টি	২৩৯০০০টি	৬১৯৫০০টি	১৫১৭০টি
১৩	টকশো নির্মাণ ও প্রচার	---	----	----	---	২০টি	২০টি	৩০টি	২৫টি
১৪.	উপজেলাভিত্তিক মাদকবিরোধী ভলান্টিয়ার টিম গঠন	----	----	---	---	---	৬৪টি	২৩২টি	২২৫টি
১৫.	হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ	---	----	----	----	----	----	১,০০,০০০টি	১০০০০০টি
১৬.	সোশাল মিডিয়ায় মাদকবিরোধী ফিলার ও ডিজিটাল কন্টেন্ট	--	----	----	১,৪৮২টি	৮৪৬টি	১৬১টি	১০০টি	২৫টি
১৭.	কারাগারে মাদকবিরোধী সেমিনার/সভা/বক্তব্য প্রদান	-----	----	----	----	২৭২টি	৭৪টি	২০০টি	১১৮টি
১৮.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী প্রশিক্ষক/মেন্টর তৈরি	-----	----	----	----	----	----	২০৬০জন	১৭৪৭ জন
১৯.	বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে মাদকবিরোধী স্ক্রল প্রচার	--	---	--	--	--	--	--	২৯টি টিভি চ্যানেলে মাদকবিরোধী শ্লোগান সম্বলিত স্ক্রল প্রচার করা হয়েছে।
২০.	ডিজিটাল ভ্যানে মাদকবিরোধী প্রচার	--	--	--	--	--	--	--	০৪টি ডিজিটাল ভ্যানে ০৭দিন ব্যাপী মাদকবিরোধী প্রচার।

১৫.৪ মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ফেস্টুন বিতরণ : ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ‘মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব’ সংবলিত ৩,৭৭৩টি ডিসপ্লে স্ট্যান্ড বিভিন্ন জনবহুল দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির কর্মপরিশি এবং সুনির্দিষ্ট বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক এসব কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

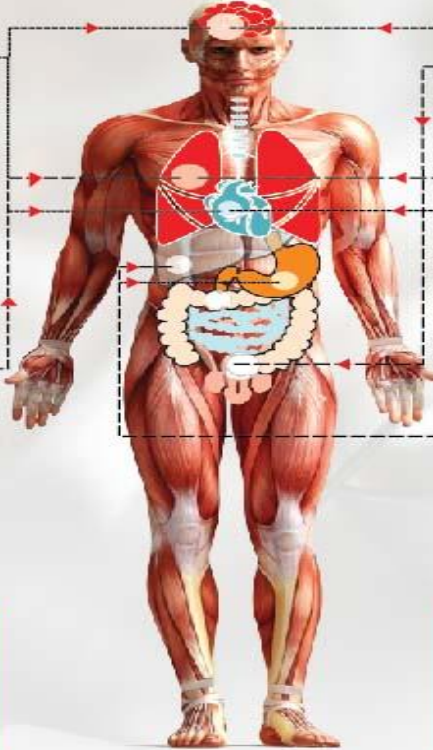
মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব

ইয়াবা সেবনে :

- স্মরণশক্তি ও মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়।
- আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়।
- যৌনশক্তি নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।
- লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়।
- রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ও হার্ট এ্যাটাক হয়।
- কলহ প্রবণতা, আত্মহীনতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

গাঁজা সেবনে :

- ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।
- মতিভ্রম হয়।



ফেলিডিন/হেরোইন সেবনে :

- পুরুষত্বহীনতা ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়।
- ফুসফুস ও হার্টে প্রদাহ হয়।

মদ্য পানে :

- গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয়।
- লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়।

ধূমপানে :

- মুখে ঘা ও ক্যান্সার হয়।
- ফুসফুসে ক্যান্সার হয়।
- হার্ট এ্যাটাক ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়।

ইনজেকশনের মাধ্যমে :

- মাদক গ্রহণ করলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি হয়।



**মাদকাসক্তির
পরিণতি অকাল মৃত্যু**

**সকল মাদক গ্রহণেই
স্বাস্থ্যের দ্রুত ক্ষতি হয়।**

“ জীবনকে ভালবাসুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন ”

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।




১৫.৫ সেমিনার, সভা-সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি: মাদকবিরোধী সেমিনার, সভা-সমাবেশ আয়োজন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয় কর্তৃক জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ মাস পর্যন্ত সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ হাজার ৭৪৭টি, বিভিন্ন কারাগারে ৯৩টি ও অন্যান্য স্থানে ৫ হাজার ০২৭টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মাদকবিরোধী প্রচার-প্রচারণার জন্য অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা/মেট্রো কার্যালয়সমূহে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ

করে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৬৬টি মাদকবিরোধী লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও গণগ্রন্থাগারে ২ হাজার স্যুভেনির বিতরণ করা হয়েছে।



মাদকের কুফল রোধে যুব সমাজের ভূমিকা-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক “সেমিনার”

১৫.৬ মাদকবিরোধী আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জুন, ২০২২ আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ে ৩১ হাজার ৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনের পরিসংখ্যান [জুন ২০২২ পর্যন্ত] :

বিভাগের নাম	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট গঠিত কমিটির সংখ্যা	অবশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার (%)
ঢাকা	৪,৯২১ টি	৪,৯২১টি	----	১০০%
চট্টগ্রাম	৪,৮৪৯টি	৪৮৪৮টি	০১টি	৯৯.৯৭%
রাজশাহী	৫,১১৯টি	৫১১৯টি	---	১০০%
খুলনা	৪,৪৯৭টি	৪৪৯৭টি	----	১০০%
বরিশাল	৩,০১৮টি	৩০১৮টি	----	১০০%
সিলেট	১,৪৯১টি	১৪৯১টি	-----	১০০%
রংপুর	৪,৮০০টি	৪৭০২টি	৯৮টি	৯৭.৯৫%

ময়মনসিংহ	২,৪৮৪টি	২৪৮৪টি	----	১০০%
মোট	৩১,১৭৯টি	৩১,০৮০টি	৯৯টি	৯৯.৬৮%

১৫.৭ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা

সারা দেশে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহবিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী ,সমাজের সর্বস্তরের জনগণ , সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। সমন্বিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮.০২.২০২২ তারিখ ঢাকা বিভাগগত ; ১৩ মার্চ ২০২২ তারিখ সিলেট বিভাগগত ,.০৩.২০২২ তারিখ চট্টগ্রাম বিভাগ গত ,২৯ মার্চ ২০২২ তারিখ রাজশাহী বিভাগগত , মে ২০২২ বরিশাল বিভাগগত , মে ২০২২ খুলনা বিভাগ এবং ০১ জুন ২০২২ রংপুর বিভাগে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পর্যায়েও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মশালা আয়োজিত হচ্ছে। এছাড়াও ৬০টি জেলায় এবং ৩৫৫টি উপজেলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট বিভাগ ,জেলা এবং উপজেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন করে সকলের মতামতের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে শীঘ্রই বাস্তবায়ন করা হবে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় সকল স্তরের মানুষকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষায় ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে বছরব্যাপী মাদকবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলা			উপজেলা		
		মোট জেলা	CAP সম্পন্ন হয়েছে	CAP সম্পন্ন হয়নি	মোট উপজেলা	CAP সম্পন্ন হয়েছে	CAP সম্পন্ন হয়নি
০১	ঢাকা	১৩টি	১৩টি	--	১২৩টি	৪৮টি	৭৫টি
০২	চট্টগ্রাম	১১টি	১০টি	০১টি	১০৩টি	৬১টি	৪২টি
০৩	সিলেট	০৪টি	০৩টি	০১টি	৪১টি	৪১টি	---
০৪	রাজশাহী	০৮টি	০৮টি	--	৬৬টি	৬৬টি	---
০৫	রংপুর	০৮টি	০৮টি	--	৫৮টি	৩০টি	২৮টি
০৬	ময়মনসিংহ	০৪টি	০১টি	০৩টি	১৩টি	০৫টি	০৮টি
০৭	খুলনা	১০টি	১০টি	--	৫৯টি	৪৬টি	১৩টি
০৮	বরিশাল	০৬টি	০৩টি	০৩টি	৪১টি	---	৪১টি
	সর্বমোটঃ	৬৪টি	৫৬টি	০৮টি	৪৯৫টি		

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্মশালার স্থির চিত্র



ঢাকা বিভাগ



রংপুর বিভাগ



রাজশাহী বিভাগ

১৫.৮ ডকুমেন্টারি, শর্টফিল্ম নির্মাণ ও টিভি-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচারণামূলক কাজের ক্ষেত্রে মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম, টিভি স্পট ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করে থাকে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ২৫টি টিভিসি, ০২টি প্রামাণ্য চিত্র এবং ১টি শর্ট ফিল্ম নির্মাণ এবং ২৫টি টকশো বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নির্মিত আধুনিক ও আকর্ষণীয় ফিলার, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, ডকুড্রামা, থিমসং বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ইউটিউব এবং ফেসবুক পেজ-এর মাধ্যমে প্রচার হওয়ায় জনসচেতনতা বাড়ছে।

১৫.৯ সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রম : সোশ্যাল মিডিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বিশেষ করে তরুণরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত। তাই জনসম্পৃক্ততা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫ সালের আগস্ট থেকে Facebook page (Department of Narcotics Control)-এর মাধ্যমে

অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি প্রচার করা হচ্ছে। যে কোনো ব্যক্তি তার মতামত, অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অধিদপ্তরের ফেসবুক পেইজ-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে, যা সহজে কর্তৃপক্ষের নজরে আসছে এবং ফেসবুকে সংযুক্ত অন্য ব্যক্তিবর্গ তা জানতে পারছেন। ফলে যে কোনো তথ্য দ্রুততম সময়ে ফেসবুকে সংযুক্ত সবার মধ্যে প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটভিত্তিক কার্যক্রমের ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ মাদক সচেতনতার আওতাভুক্ত হয়েছেন। বর্তমানে এই পেজের ফলোয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২১৩ এবং লাইক এর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪১।



ফেসবুক পেজে প্রচারিত মাদকবিরোধী ডিজিটাল কনটেন্ট

১৫.১০ ধর্মীয় মূল্যবোধ-এর আলোকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম : মাদকের আগ্রাসন কমাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমে জুমার নামাজের খুতবার পূর্বে মাদকবিরোধী বয়ানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনার সম্মেলনেও এ বিষয়টি নিয়মিত আলোচনা ও ফলোআপ করা হচ্ছে। ইমামদের প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকবিরোধী কী ধরনের বক্তব্য বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং মসজিদে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয় এবং কৌশল নির্ধারণের বিষয়ে ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ মডিউলে মাদকের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তা হালনাগাদ করা হয়েছে।

১৬.০ সরবরাহ হ্রাসে (Supply Reduction) : মাদকের সরবরাহ বন্ধ করা বা কমিয়ে আনার বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। মাদক কারবারীরা নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। দেশে মাদকের সরবরাহ হ্রাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন।

১. দেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও অপব্যবহার সংক্রান্ত গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন;
২. মাদকের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও তল্লাশী করা;
৩. মাদক কারবারীদের গ্রেপ্তার, অবৈধ মালামাল আটক, মামলা রুজুকরণ, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, সাক্ষ্য দান ও বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান;
৪. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
৫. মাদকের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন;
৬. মাদক ও মাদকজাতীয় উদ্ভিদ বিনষ্টকরণ (Crop eradication and destruction of drugs);
৭. INCB, UNODC, SAARC, BIMSTEC, DEA, COLOMBO PLAN-সহ সকল আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বৈদেশিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং কাজের সমন্বয় সাধন;
৮. দেশের অভ্যন্তরে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
৯. মাদক অপরাধ সংক্রান্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ;
১০. ঢাকায় ১টি এবং টেকনাফের জন্য ১টি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে;
১১. মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা প্রতিহত করার জন্য স্থায়ীভাবে ২৯ জনবলের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। টেকনাফের নাফ নদীতে অভিযান পরিচালনার জন্য ২টি স্পিড বোট সংগ্রহ করা হয়েছে।
১২. সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক পাক্ষিকভাবে ৭২টি ইউনিটের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটর করা হচ্ছে;
১৩. মাদক পাচারের রুট চিহ্নিত করে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;
১৪. মাদক পাচারকারী ও অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে এবং তালিকাভুক্তদের গ্রেফতারপূর্বক বিচারে সোপর্দ করার জন্য অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
১৫. এসব কাজ সম্পাদনের জন্য দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪টি মেট্রো কার্যালয় ও ৮টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে যাতে মাদকদ্রব্য আসতে না পারে সেজন্য বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনে, বাসে, স্টিমারে, লঞ্জে, ট্রাকে বা অন্য কোনো যানবাহনে যাতে মাদক পরিবহণ হতে না পারে সেজন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
১৬. সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর ও স্থলবন্দর যাতে মাদক পাচারের রুট হিসাবে ব্যবহৃত হতে না পারে মংলা সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, বেনাপোল স্থলবন্দর, হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, ঢাকা এবং হযরত আমানত শাহ্ বিমানবন্দর, চট্টগ্রামে জনবল পদায়নের মাধ্যমে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৭. নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও আলামত উদ্ধার

১৭.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক সংশ্লিষ্ট অপরাধে দায়েরকৃত মামলা, আসামি এবং উদ্ধারকৃত মাদকের বিবরণ:

ক্র:	অর্থ বছর	মামলা	আসামি	আলামত
১.	২০১৫-২০১৬	৫৭৩২	৬১০৫	(১) ইয়াবা-১০৮৮৯১১ পিস, (২) গাঁজা-২১৬৮.৬০৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.৬৬৩ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৭২টি, (৫) ফেন্সিডিল-১৬৮১০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৯.৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৭৬১৬ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৪২৮ বোতল।
২.	২০১৬-২০১৭	৯৬৯৮	১০৫০৬	(১) ইয়াবা-৮১৬৭ পিস, (২) গাঁজা-৩৬০০.০৪৩ কেজি, (৩) হেরোইন-১৪.২৭১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৮৮ টি, (৫) ফেন্সিডিল-২৫৮৯০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৮৯.৮৭ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৭২১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-২৯৫৩ বোতল।
৩.	২০১৭-২০১৮	১১৭৮৫	১২৯০	(১) ইয়াবা-২১০৫৭৮৫ পিস, (২) গাঁজা-৩৪১৪.৫৮৬ কেজি, (৩) হেরোইন-১৭.৫২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-২০৩ টি, (৫) ফেন্সিডিল-২৬৪৭৫ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-২৬.৫৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫৬৪৩ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৩৭৮০ বোতল।
৪.	২০১৮-২০১৯	১৩৬৪৮	১৪৬৭৯	(১) ইয়াবা-১৮৮০৪৩৫ পিস, (২) গাঁজা-১৬১৮.৩৪৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৬২৬ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৬ টি, (৫) ফেন্সিডিল-২০৪০৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১১.৪ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৬২৯১৫ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১০৮৫ বোতল।
৫.	২০১৯-২০২০	১০৮৬০	১১৪১১	(১) ইয়াবা-৬০৬৬০৫ পিস, (২) গাঁজা-১০৮১.০৯৬ কেজি, (৩) হেরোইন-৬.১২১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৪৩ টি, (৫) ফেন্সিডিল-১৭৫৪০ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১৯৬৫ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৫৬৪ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-১৫৮৮ বোতল।
৬.	২০২০-২০২১	৭৫৬৩	৮০৫৮	(১) ইয়াবা-১২০৩২০৭ পিস, (২) গাঁজা-১৬৩৪.৭২৩ কেজি, (৩) হেরোইন-৫.২৮১ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৫৫১টি, (৫) ফেন্সিডিল-৭৯৯৩ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-১.১০৮ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৫১৩০ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৫০ বোতল।
৮.	২০২১-২০২২	১৫৫২৭	১৯০২৯	(১) ইয়াবা-৪৬২০২৮১ পিস, (২) গাঁজা-৫৪৮৩.৭৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৯.৭০৪ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-১৩৩২ টি, (৫) ফেন্সিডিল-২০৩২৭ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৩ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪৪৭৮২ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৮৯৬ বোতল।
৯..	২০২২-২০২৩	৩৩০২	৩৬২০	(১) ইয়াবা-৮৩৭৮২৯ পিস, (২) গাঁজা-১৩৮৮.১৪৬ কেজি, (৩) হেরোইন-১.৬২৯ কেজি, (৪) গাঁজা গাছ-৩৪ টি, (৫) ফেন্সিডিল-৪১৯৩ বোতল, (৬) ফেন্সিডিল-৪ লিটার, (৭) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৯৯ এ্যাম্পুল, (৮) বিদেশীমদ-৩৭৪ বোতল।

১৭.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও কোস্টগার্ড কর্তৃক আটককৃত উল্লেখযোগ্য মাদকদ্রব্য:

ক্রম	বছর	আলামত
১.	২০১৫	(১) ইয়াবা-২০১৭৮৫৮১ পিস, (২) গাঁজা-৩৯৯৬৭.৫৯৪ কেজি, (৩) হেরোইন-১০৭.৫৩৯ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৮৬৯৮২৮ বোতল, (৫) ফেনিডিল-৫১০৪.৭৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৮৫৯৪৬ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ- ৩২২৫৮৯ বোতল (৮) কোকেন-৫.৭৭৮ কেজি।
২.	২০১৬	(১) ইয়াবা-২৯৪৫১৭৮ পিস, (২) গাঁজা-৪৭১০৪.৬৫৫ কেজি, (৩) হেরোইন-২৬৬.৭৮৫ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৫৬৬৫২৫ বোতল, (৫) ফেনিডিল-২৭৫.৬৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১৫২৭৪০ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২৮৪২০৪ বোতল (৮) কোকেন-০.৬২ কেজি।
৩.	২০১৭	(১) ইয়াবা-৪০০৭৯৪৪৩ পিস, (২) গাঁজা-৬৯৯৮৯.৫০৮ কেজি, (৩) হেরোইন-৪০১.৬৩৩ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৭২০৮৪৩ বোতল, (৫) ফেনিডিল-৩৩৮.৭২লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১০৯০৬৩ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৫৫৮০৬ বোতল (৮) কোকেন-৩.৬ কেজি।
৪.	২০১৮	(১) ইয়াবা-৫৩০৪৮৫৪৮ পিস, (২) গাঁজা-৬০২৯৫.১২৪ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৫১.৫০৬ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৭১৫৫২৯ বোতল, (৫) ফেনিডিল-৫৩৯.৯৫ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৮৭০৮ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১০৫৭১৯ বোতল (৮) কোকেন-০.৭৫কেজি।
৫.	২০১৯	(১) ইয়াবা-৩০৪৪৬৩২৮ পিস, (২) গাঁজা-৩২৬৫৭.৬৯৯ কেজি, (৩) হেরোইন-৩২৩.২৭৯৮ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৯৭৬৬৬৩ বোতল, (৫) ফেনিডিল-১৮৩১.০৫লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-৪১২৩৬ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১১৩২৭৯ বোতল (৮) কোকেন-১কেজি।
৬.	২০২০	(১) ইয়াবা-৩৬৩৮১০১৭ পিস, (২) গাঁজা-৫০০০৭৮.৫৪৯ কেজি, (৩) হেরোইন-২১০.৪৩৮ কেজি, (৪) ফেনিডিল-১০০৭৯৭৭ বোতল, (৫) ফেনিডিল-১২৯.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১২৪৬০৮ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৩২৫৩৯ বোতল (৮) কোকেন-৩.৮৯৩কেজি।
৭.	২০২১	(১) ইয়াবা-৫৩০৭৩৬৬৫ পিস, (২) গাঁজা-৮৬৬৯৬.২৮১ কেজি, (৩) হেরোইন-৪৪১.২২১ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৫৭৪৩০১ বোতল, (৫) ফেনিডিল-১০৬.৬০৮ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১৩০৭০ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-২২৫৩২৮ বোতল (৮) কোকেন-১.৫৫ কেজি।
৮.	২০২২	(১) ইয়াবা-৩১০৫২৩০৫ পিস, (২) গাঁজা-৬৫৯৭০.৯৬৯ কেজি, (৩) হেরোইন-১৯২.৫১১ কেজি, (৪) ফেনিডিল-৪৭৫৫২১ বোতল, (৫) ফেনিডিল-৪৭.৪ লিটার, (৬) ইনজেক্টিং ড্রাগ-১১০৬৫৯ গ্র্যাম্পুল, (৭) বিদেশীমদ-১৬৯০১৩ বোতল (৮) কোকেন-৪.১কেজি।

১৭.৩ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মোবাইল কোর্টের পরিসংখ্যান:

সালের নাম	অভিযান	মামলা	শ্রেফতার
২০১৫	১৪৯৩৭	৭৪৮৭	৭৮২৩
২০১৬	১৩৫৪১	৬৪৩০	৬৫৯২
২০১৭	১২২১২	৫৯৯১	৬০৪৪
২০১৮	১৩৮২১	৬৭৭৬	৬৮৬৬
২০১৯	১৮৪২৪	৯৪৪৪	৯৪৮৪
২০২০	২৩১৯৩	১০৪৭১	১০৪৯৮
২০২১	২৮৫০৬	১২১৪৭	১২১৭২
২০২২	২০৪২৯	৯১৩১	৯১৬২

১৭.৪ মাদক অপরাধ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির বিবরণ:

বছর	বিচার নিষ্পন্ন মামলা			সাজা/খালাসপ্রাপ্ত আসামি		মোট
	সাজা	খালাস	মোট	সাজাপ্রাপ্ত	খালাসপ্রাপ্ত	
২০১৫	৮৯২ (৪৮%)	৯৮১	১৮৭৩	৯৭১ (৪৮%)	১০৪২	২০১৩
২০১৬	২৩৫৬ (৪৪%)	২৯৯২	৫৩৪৮	২৯২৭ (৪১%)	৪২০৬	৭১৩৩
২০১৭	১০১৬ (৪০%)	১৫২৮	২৫৪৪	১০৬৫ (৪০%)	১৬১৫	২৬৮০
২০১৮	৫৯২ (৪১%)	৮৪৩	১৪৩৫	৬৩১ (৪১%)	৯১১	১৫৪২
২০১৯	৬৪২ (৩৯%)	১০১২	১৬৫৪	৬৭৮ (৩৮%)	১০৭৮	১৭৬৫
২০২০	৩১০ (৪৩%)	৪১২	৭২২	৩৩৩ (৪৩%)	৪৩৩	৭৬৬

২০২১	৬৬১ (৪০%)	১০০৩	১৬৬৪	৮৫১ (৫০%)	৮৪২	১৬৯৩
২০২২	৫৩৪ (৪৭%)	৬০১	১১৩৫	৫০২ (৪৩%)	৬৬২	১১৬৪



কক্সবাজারে ১ লক্ষ ৭০ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার



ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার



টেকনাফে ১ লাখ পিস ইয়াবা ও ১ কেজি আইস উদ্ধার



ঢাকাতে তিন কেজি আফিমসহ ২ জন গ্রেফতার



চাঁদপুরে ২০ কেজি গাঁজাসহ তিনজন আটক



চাঁদপুরে ৩৪০ বোতল ফেনিডিল উদ্ধার

নিয়মিত অভিযান পরিচালনায় আলামত উদ্ধার

১৮.০ মাদকের উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর দিক :

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব	মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
ক্রিস্টাল মেথ (Crystal Meth) /আইস (Ice), Methyl Amphetamine (রাসায়নিক উপাদান) ক-শ্রেণির মাদক	- শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক - ক্ষুধামন্দা - প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস - অতিরিক্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করে উচ্চ রক্তচাপ - সহিংস আচরণ ইত্যাদি।	সিসা (Shisha) Nicotine $\geq 0.2\%$ খ-শ্রেণির মাদক	- যক্ষ্মাসহ বক্ষব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ - স্ট্রোক - মুখ ও ফুসফুসের ক্যান্সার - মুখে ঘাঁ - শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি।
এলএসডি (LSD) Lysergic acid Diethylamide খ-শ্রেণির মাদক	- শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক - অলীক ভাবনা - বিষণ্ণতা - আত্মহত্যার প্রবণতা - দৃষ্টিভ্রম - ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি।	হেরোইন (Heroin) Diacetyl Morphine ক-শ্রেণির মাদক	- শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক - লিভার ক্যান্সার - ফুসফুস ক্যান্সার - তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য - কিডনি ও হার্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ - দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া - প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা
ক্যানাবিস ব্রাউনিস কেক (Cannabis Brownies)	স্মৃতিশক্তি হ্রাস	কোকেন (Cocaine)	তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক

মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব	মাদকের নাম, উপাদান এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুযায়ী শ্রেণি	ক্ষতিকর প্রভাব
গাঁজার নির্যাস (extract) হতে তৈরি Cake) খ-শ্রেণির মাদক	- অলীক ভাবনা - মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি হওয়া - জননাঞ্জে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি থাকে ইত্যাদি	Erythroxylum novogranatense ক-শ্রেণির মাদক	- মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে - শ্বেদক হয় - হার্ট অ্যাটাক - আত্মহত্যার প্রবণতা - সহিংস আচরণ ইত্যাদি।
খাত (Khat) Cathine & Cathinone খ-শ্রেণির মাদক	- ক্ষুধামন্দা - অনিদ্রা সৃষ্টিকারী - ওজন হ্রাস - স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক - মুখে ও গলায় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ইত্যাদি	ইয়াবা (Yaba) Methyl Amphetamine ক-শ্রেণির মাদক	- তীব্র শক্তিশালী স্নায়ু উত্তেজনা সৃষ্টিকারী মাদক - সহিংস আচরণ - ক্ষুধামন্দা - ফুসফুস ক্যান্সার - হার্ট অ্যাটাক ও উচ্চ রক্তচাপ - প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি
ফেনইথাইলএমিন (Phenethylamine) Methamphetamine এর raw materials খ-শ্রেণির মাদক	- মস্তিষ্ক বিকৃতি - নিদ্রাহীনতা - খিঁচুনি - রক্তচাপ বৃদ্ধি ও হার্ট অ্যাটাক - অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন - ফুসফুসের প্রদাহসহ ফুসফুসে টিউমার ও ক্যান্সার হতে পারে।	গাঁজা (Cannabis) Tetrahydrocannabinol খ-শ্রেণির মাদক	- শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক - সৃতিশক্তি হ্রাস - অলীক ভাবনা - মুখে ও ফুসফুসে ক্যান্সার ইত্যাদি।
ফেনসিডিল (Phensidyl)/ এসকাফ (Eskuf) Codeine Phosphate ক-শ্রেণির মাদক	- শক্তিশালী আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক - প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা - কিডনি বিকল - লিভার ক্যান্সার - তীব্র কোষ্ঠকাঠিন্য	ম্যাজিক মশরুম (Psilocybin) Psilocybin mushroom খ-শ্রেণির মাদক	- শক্তিশালী মতিভ্রম সৃষ্টিকারী মাদক - দৃষ্টিভ্রম ও অলীক ভাবনা - ক্ষুধামন্দা - অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন ও উচ্চ রক্তচাপ - প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস

১৯.০ ক্ষতি হ্রাসে (Harm Reduction) কার্যক্রম :

- মাদকনির্ভরশীলতা শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার নামান্তর মাত্র। মাদকদ্রব্য বারবার গ্রহণের মধ্য দিয়ে ওই মাদকের প্রতি রোগীর শারীরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি না চাইলেও তাকে পুনরায় মাদক গ্রহণ করতে হয়। ক্রমাগত মাদক গ্রহণের ফলে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে ওজন হ্রাসসহ জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগতে হয়।
- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি

পর্যায় ৩৬৫টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৭০১টি বেড রয়েছে।

- ক্ষতি হ্রাসের অংশ হিসেবে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দেশে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে ৪টি নিরাময় কেন্দ্র আছে, যা মোট মাদকাসক্ত রোগীর তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। এছাড়া জুন, ২০২২ সাল পর্যন্ত বেসরকারি পর্যায় ৩৬২টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, এগুলোতে সর্বমোট ৪ হাজার ৮১৬ টি বেড রয়েছে।
- জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকায় দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনা যায় সে সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ০৬.০১.২০২২ তারিখে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।



কর্মশালার খন্ডচিত্র

- সাম্প্রতিক সময়ে জানা যায়, কুরিয়ার সার্ভিস/এক্সপ্রেস কার্গো-কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং বিদেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাদক পাচার করছে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হওয়ার পাশাপাশি জনশক্তি রপ্তানিতেও সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স বাস্তবায়ন করতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, কুরিয়ার সার্ভিসগুলোর প্রতিনিধি, র‍্যাভ, পুলিশ, বিজিবিসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে এ বিষয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ ও সচেতনতা তৈরি করতে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৯.১ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদান : বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ প্রতিটি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন এবং কেন্দ্রসমূহকে অনুদান প্রদানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। সে মোতাবেক ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৬ মার্চ ২০২০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়নে আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে ৯১টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৩৭টি নিরাময় কেন্দ্রকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৯ সংশোধনপূর্বক ‘বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আলোকে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪০ টি প্রতিষ্ঠানকে ১,৫০,০০,০০০/- (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।



২৪ মে ২০২২ তারিখে বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নে সরকারি অনুদান প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন এবং জনাব মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ

১৯.২ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের বিবরণ :

ক্রম	নিরাময় কেন্দ্রের নাম	বেড সংখ্যা	অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি ও ফোন নং	মন্তব্য
১.	কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	১২৪ (মহিলা: ২৪, পুরুষ: ৯০ শিশু: ১০)	৪৪১ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	চিফ কনসালটেন্ট ফোন : ০২-৮৮৭০৬২০	
২.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৫	৭/এ-১(নতুন-১৪), রোড নং-৩, নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটি, চট্টগ্রাম।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৩৩৪৪৫৫৩৮০	
৩.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	২৫	৪৩৯ উপ-শহর, তেরখাদিয়া, রাজশাহী।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৫৮৮৮৬৩২১৮	
৪.	বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	২৫	আইডিয়াল নার্সিং হোম বিল্ডিং (৩য় ও ৫ম তলা), ১২৬ এম এ বারী সড়ক, সোনাডাঙ্গা বাইপাস, গল্লামারী, খুলনা।	তত্ত্বাবধায়ক ফোন : ০২-৪৭৭৭২১১৪৯	

১৯.৩ সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীদের পরিসংখ্যান :

বছর	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ		মোট রোগী	নতুন রোগী	পুরাতন রোগী
	পুরুষ	শিশু/মহিলা	পুরুষ	শিশু/মহিলা			
২০২০	৪৩৩৫	৪৯৬	৯৩৭৫	৭৪৬	১৪৯৫২	৯১৭৯	৫৭৭৩
২০২১	৪১৮৯	২৩৮	৫৪১২	১৭৫	১০০১৪	৫৭৬৯	৪২৪৫
২০২২/জুন	৩২৮৬	১৪১	৬২৫২	২২৫	৯৯০৪	৪৫২০	৫৩৮৪

১৯.৪ বেসরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা :

সাল	রোগীর সংখ্যা
২০২০	১৫১৮১
২০২১	৯৮৭৬
২০২২/জুন	৮৮৩০

১৯.৫ মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সেবা: মাদকাসক্ত রোগী ও পরিবারগুলোকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০১৫ হতে পুনরায় পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা চালু করা হয়েছে। সপ্তাহের প্রতি বুধবার কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে বেলা ১১.০০টা হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ৩০-৩৫ জন পারিবারিক কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ করে থাকে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৮ হাজার ৭৬ জনকে এ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারিভাবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩ হাজার ২৪৫ জনকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.৬ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসাইন্স ও হাসপাতালে কর্মশালা : দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনয়নের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন বিষয়ে গত ১৭-১১-২০২১ তারিখ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে :



কর্মশালার খন্ড চিত্র

১৯.৭ ইকো প্রশিক্ষণ : Colombo Plan Gi Aaxb International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals (ICCE) এর ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত চিকিৎসক, মনোচিকিৎসক ও কাউন্সিলরগণকে ৯টি কারিকুলামের উপর ২০১৩ সালে Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ২৩টি কারিকুলামের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান শেষ হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৪ জন জাতীয় প্রশিক্ষক (National Trainers) দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। ২০১৩ সালে ৩টি ব্যাচে ৬০ জন, ২০১৪ সালে ৩টি ব্যাচে ৬৭ জন, ২০১৫ সালে ১টি ব্যাচে ২৫ জনকে এবং ২০১৬ সালে ৫টি ব্যাচে ১৪৩ জন এবং ২০১৭ সালে ১১টি ব্যাচে ৩৩৬ জন এডিকশনাল প্রফেশনালদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৬ জন ৮টি কারিকুলাম সম্পন্ন করেছেন, যাদের মধ্যে ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২৪ জন কৃতকার্য হন। আসক্তি পেশাজীবীদের জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার, রোগ ও চিকিৎসা বিষয়ের উপর জানুয়ারি, ২০১৩ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৯৬০ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ২৩৭ জনকে ইকো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ ৫৫তম ব্যাচে ২৫ জনকে ১০ দিনব্যাপী ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরাধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মালিক বা পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।



55th Echo Training on Universal Treatment Curriculum for Addiction Professionals in Bangladesh (Date : 29 May to 07 June, 2022)

১৯.৮ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসা প্রদান : বিগত ২০১৩ সালে ঢাকার তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশু/পথশিশুদের জন্য ১০ শয্যার চিকিৎসা সুবিধা চালু করা হয়। শিশু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধ্যে ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত স্মারক অনুযায়ী আহছানিয়া মিশন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্ত শিশুদের প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এক মাস চিকিৎসা শেষে পুনর্বাসনের জন্য তাদেরকে আবার আহছানিয়া মিশনের কাছে ফেরত দেয়া হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭০ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ৮৯ জন পথশিশুকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

১৯.৯ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণ : অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার মাদক মামলায় জন্মকৃত আলামতের নমুনা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য দেশের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ছাড়াও দেশে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জন্মকৃত মাদক আলামতের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট বিনা মূল্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫ হাজার ৮৭২টি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

১. মাদকদ্রব্যের পরীক্ষণ রিপোর্টসমূহ দ্রুত প্রদান এবং সরকারের ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। চট্টগ্রামে নবনির্মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ভবনের চতুর্থ তলায় রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনে চলমান। উক্ত পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালুকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২১টি পদ সৃজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে রাসায়নিক পরীক্ষাগারে কার্যক্রম চালু হয়েছে।
২. মাদকদ্রব্যের নমুনা পরীক্ষণের যন্ত্রপাতি GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrophotometer), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), UV-VIS (Ultra-Violet Spectrophotometer), FTIR (Fourier Transform Infra-Red) Spectrophotometer, Drug Detecting Device ক্রয়ের পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার ব্যতীত অপর ৭টি বিভাগের প্রতিটিতে ১১ জনবলের পদ সৃজন করা হয়েছে।

৩. ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টি এবং চট্টগ্রামস্থ রাসায়নিক পরীক্ষাগারের ১টিসহ মোট ২টি ল্যাবরেটরি কক্ষকে KOICA'র সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের উন্নীতকরণের কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।
৪. চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে রাসায়নিক পরীক্ষাগার নির্মাণ করা রয়েছে।
৫. মাদকদ্রব্যের তাৎক্ষণিক পরীক্ষণের জন্য দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত আন্তর্জাতিক মানের 'ড্রাগ টেস্টিং কিট বক্স' আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৬. পরীক্ষাগার তথা প্রযুক্তিতে আধুনিকায়ন হওয়ায় এ সরকারের সময় রাসায়নিক পরীক্ষণ রিপোর্ট ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে দ্রুত সময়ে প্রদান করার ফলে মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলাসমূহের বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে।

১৯.১০ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আলামতের পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের পরিসংখ্যান:

বছর	নমুনা পরীক্ষণ ও রিপোর্ট প্রণয়নের সংখ্যা		
	পজেটিভ	নেগেটিভ	মোট
২০১৮	৫১,৪৪৫	০০	৫১,৪৪৫
২০১৯	৩৭,৩২২	০০	৩৭,৩২২
২০২০	১৫,৯৩০	০০	১৫,৯৩০
২০২১	১৭,৫৭১	০০	১৭,৫৭১
২০২২	১৫,৮৪৭	০০	১৫,৮৪৭

২০.০ বহির্বিষয়ের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে অধিদপ্তরের কার্যক্রম : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত মহাপরিচালক পর্যায়ে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি ইয়াবা পাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভাতেই মিয়ানমারকে ইয়াবার উৎপাদন ও প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত ইয়াবা তৈরির কারখানা সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এ লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় এ পর্যন্ত ৩টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উভয় দেশের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রথম সভা ১৫-১৭ নভেম্বর ২০১১ ইয়াংগুনে, দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক সভা ২০১৫ খ্রিঃ ৫-৬ মে ঢাকায় এবং তৃতীয় সভা ২০১৭ খ্রিঃ ২০-২২ আগস্ট তারিখে ইয়াংগুনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এবং সিসিডিএসি, মিয়ানমারের মধ্যে ৪র্থ সভা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-জুম) ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭.১০.২০২১ তারিখে ভারতের সাথে মহাপরিচালক পর্যায়ে ৭ম সভা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম-জুম) অনুষ্ঠিত হয়েছে।



The 7th Director General Level Talks between DNC, Bangladesh and NCB, India held on 27.10.2021

২১.০ (ক) প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	জড়িত টাকা	মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	ভৌত	
০১	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন	৩৬০৭.৬২	জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২২	৩৪৭৪.৬০	১০০%	প্রকল্পটির কার্যক্রম ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে
০২	ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ	১৬২.৩৪১৪	জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫	০০	০০	প্রকল্পটি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

“দুর্ঘটনা-দুর্যোগে, সবার পাশে সবার আগে”



ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১. ভূমিকা: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন সরকারের একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ়প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূল মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ সর্বদা মানব সেবায় নিয়োজিত। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বর্তমানে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাণসহ অন্যান্য বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার গুণগতমান উন্নীত হয়েছে, অপরদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবামূলক কার্যক্রমও সম্প্রসারিত হয়েছে।

২. ক্রমবিকাশ

১৯৩৯-৪০ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কলকাতা ব্যতীত) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস নামে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন ঢাকার সদরঘাট ফায়ার স্টেশন পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং মিঃ এম আর ভূঁইয়া পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার সার্ভিস-এর নাম পরিবর্তন করে করা হয় বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর।

১৯৭৮ সালে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তর ঢাকার সদরঘাট থেকে ঢাকার কাজী আলাউদ্দীন রোডে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৮১ সালের ৯ এপ্রিল ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর এবং সিভিল ডিফেন্স পরিদপ্তরের সমন্বয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে সড়ক ও জনপথ বিভাগের রেসকিউ ইউনিটকে এর সাথে সংযুক্ত করা হয়।

২০১৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ‘ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নারী কল্যাণ সমিতি’ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিবন্ধন লাভ করে।

২০১৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের ৪ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর স্টেশন অফিসার, সমমান পদ এবং ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর পদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

২০২০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লিডার এবং ফায়ারম্যান ও সমমান পদের বেতন ১৮তম থেকে ১৭তম গ্রেডে উন্নীত হয়।

২০২০ সালের ২৬ জুলাই সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ৮ লাখ এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে ৪ লাখ টাকা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আর্থিক অনুদান নীতিমালায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০২০ সালের ২৩ আগস্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবহৃত ৩ রঙের ইউনিফর্মের ডিজাইন, রং ও পেটেন্ট-এর নিবন্ধন স্বত্ব লাভ করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর অপারেশনাল কাজে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে অপারেশনাল কর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় পদক প্রদানের লক্ষ্যে পদক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

৩. বৃদ্ধি : অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্ঘটনা মোকাবিলা ও নাগরিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন।

৩.১ অভিলক্ষ্য : দুর্ঘটনা-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৪. জাতির পিতার প্রতিকৃতি ও সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন : মহাপরিচালক পদে যোগদানের পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ও সমাধিতে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন, বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, জি, এম ফিল মহোদয়। ২ জুন বৃহস্পতিবার সকাল ১০-০০টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে এবং ১৩ জুন সোমবার সকাল ১০-০০টায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতার সমাধিতে তিনি ফুলের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।



৩২ ধানমন্ডিতে ২ জুন ২০২২ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরের সম্মানিত কিউরেটর জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান কর্তৃক মহাপরিচালক মহোদয়কে জাদুঘর পরিদর্শনের আমন্ত্রণ



টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে মহাপরিচালক মহোদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন (বোঁয়ে) এবং সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতির সামনে মহাপরিচালক মহোদয়ের কিছু সময় অবস্থান

৫. বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র :

ক্রম	ফায়ার স্টেশন/সাজ-সরঞ্জামের বিবরণ	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২
১	ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা	২০৪টি	৪৮৯টি
২	অগ্নিনির্বাপন গাড়ি (পানিবাহী গাড়ি)	২২৭টি	৬১৭টি
৩	পাম্প টানা গাড়ি/টোয়িং ভেহিক্যাল	২৫০টি	১৩২২টি
৪	ফায়ার পাম্প	৪৫০টি	১৫৭০টি
৫	অ্যাম্বুলেন্স	৫০টি	১৯২টি

৬	উঁচু মইয়ের গাড়ি (টিটিএল, এপিএল, স্লোরকেল ইত্যাদি)	০৩টি	২৪টি
৭	ফোম, কেমিক্যাল, হাজারমেট ও ব্রিডিং টেন্ডার; ড্রোন, লুফ-৬০	-	৩৫টি
৮	উঁচু ভবনে কাজ করার সক্ষমতা	৪৩ মিটার (১২ তলা)	৬৪ মিটার (২০ তলা)
৯	জনবল বৃদ্ধির চিত্র	৬,১৭৫ জন	১৪,৪৪৩ জন
১০	রাজস্ব বাজেট	১৩৭.৬২ কোটি টাকা	৮২৮.৭৩ কোটি টাকা
১১	উন্নয়ন বাজেট	১১৮.৭৯ কোটি টাকা	৩৫০.০৫ কোটি টাকা

ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র : বর্তমান সরকারের সময়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার সক্ষমতা আগের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন: উঁচু ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজ করার ক্ষেত্রে আগের সক্ষমতা ছিল ৪৩ মিটার (১২/১৩ তলা পর্যন্ত), বর্তমানে হয়েছে ৬৪ মিটার (২০ তলা পর্যন্ত)। এটি আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ৬৮ মিটার (২২ তলা পর্যন্ত) উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম ৫টি টিটিএল গাড়ি ক্রয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এগুলো ফায়ার সার্ভিস বহরে যুক্ত হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র ওপরে দেয়া হকে তুলে ধরা হয়েছে।



লৌজং ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্মার্টমন্ত্রী ও সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়কে স্বাগত জানান অধিদপ্তরের মহাপরিচাল মহোদয়

৬. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন: প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের সাথে বিভাগীয়/ আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে কার্যালয় সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে তার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ এর ব্যাপক বিস্তারের কারণে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তরের চুক্তি বাস্তবায়নের হার ৯২.০৪%। উল্লেখযোগ্য কর্মসম্পাদন সূচক হলো: অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা, দুর্ঘটনারোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শপিংমল, হাটবাজার, বিপণিবিতান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুতল/বাণিজ্যিক ভবন ও বস্তি এলাকায় মহড়ার আয়োজন; টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ পরিচালনা; অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণে পরিদর্শন, ফায়ার লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান; অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে জনসাধারণ, শিক্ষার্থী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান; নতুন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রস্তুতকরণ ও বর্তমান ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ

প্রদান; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ২০২১-২২ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩৫টি ও আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ১৭টি মোট ৫২টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার, সিটিজেন চার্টার ও তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম সূচক এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এপিএ টিম কাজ করেছে এবং ১ জন কর্মকর্তাকে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৭. শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন : স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অন্য দপ্তরসমূহের মতো ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রবর্তন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং এর বিভাগ ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় সমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এপিএসহ এর মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের হার ৯২.০৪%। শুদ্ধাচারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো : নৈতিকতা কমিটির সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (বদলি ও পদায়ন) নীতিমালার খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিগত অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে বিভিন্ন সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, গণশুনানি আয়োজন, দুর্নীতি রোধকল্পে অধিদপ্তরসহ অধীনস্থ সকল দপ্তরে বিভিন্ন দুর্নীতি বিরোধী স্লোগানযুক্ত ব্যানার ফেস্টুন স্থাপন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় স্টোরের কার্যক্রম অনলাইনে রূপান্তরকরণ, অধিদপ্তরে কর্মরতদের সঠিক সময়ে উপস্থিত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থা চালুকরণ, ই-অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রতিটি ট্রেড লাইসেন্সে নিকটস্থ ফায়ার স্টেশন ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর সংযুক্তকরণ, ফায়ার সার্ভিসের হটলাইন নম্বর চালুকরণ, স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধস্তন কার্যালয় অডিট, শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির অধীন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের নৈতিকতা উপকমিটি কাজ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা অনুসরণ করে ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করার জন্য মনোনীত করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৮. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস-এর কার্যক্রম: Sustainable Development Goal (SDG) বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে (২০২১-২০২২ অর্থবছরের) ফায়ার সার্ভিস ও ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) এসডিজির লক্ষ্য ১.৫ অনুযায়ী ২০৩০ সালে মধ্যে যারা ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে রয়েছে দুর্যোগে তাদের ক্ষতি হ্রাসে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এগুলো হলো :

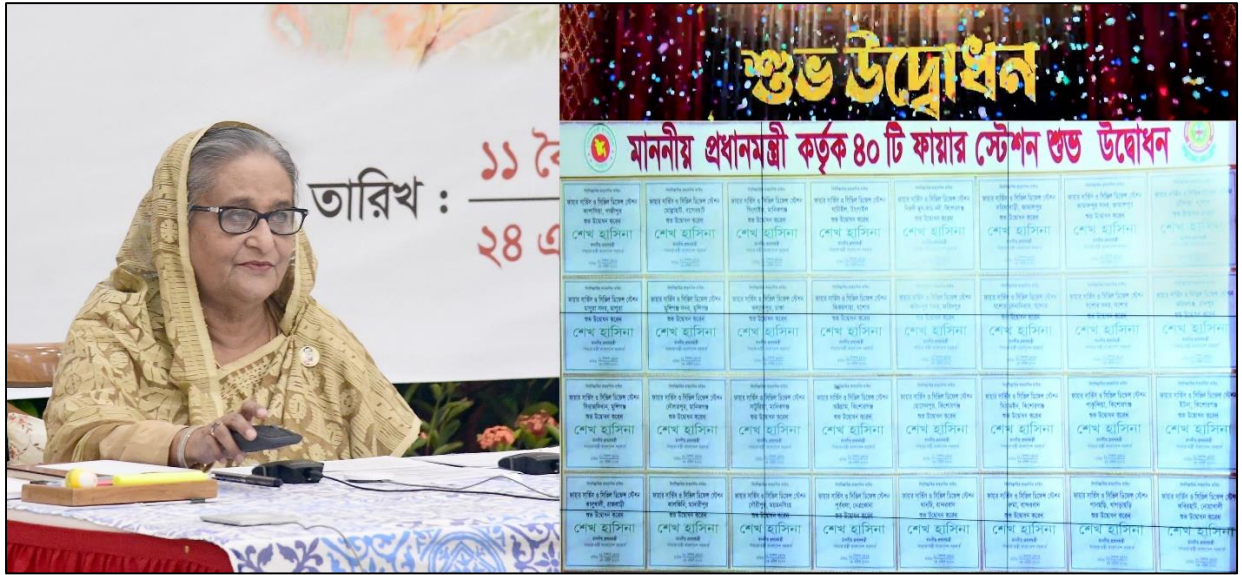
- (১) অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও সরঞ্জামগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫৬ প্রকল্প, ২৫ প্রকল্প, ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, ফায়ার এন্ড রেসকিউ স্পেশাল অপারেশন উইং (FARSOW), স্ট্রেন্গেনিং অ্যাবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (SAFER) প্রকল্প, এক্সপানশান অব অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসেস অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে সারাদেশে ৪৮৯টি ফায়ার স্টেশনের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- (২) গত অর্থবছরের ১২-১৩ জুন তারিখে অধিদপ্তরের ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এসডিজির সাথে সম্পৃক্ত এএমএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- (৩) অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৪৪৪৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে।
- (৪) ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে থাকা জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের নিয়মিত অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।
- (খ) নির্দেশনা অনুযায়ী অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- (গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্সসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এসডিজি বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে। এছাড়া ট্রেনিং কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- (ঘ) ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি বিষয়ক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- (ঙ) নতুন প্রকল্প প্রণয়নকালে সকল বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল ধারণাকে সম্পৃক্তকরণ, প্রকল্প নির্বাচন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অংশীজনের মতামত মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- (জ) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ৩,২৪৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
- (ঝ) এসডিজি বাস্তবায়নে সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম চলমান। সারাদেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য ইতোমধ্যে ৪৯,৪৪৯ জন ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২২১০ জনকে নতুন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২২৭ জনকে সতেজকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- (ঞ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত এসডিজি লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।



৯. শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান: অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। কর্মদক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা, কর্তব্য সম্পাদনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, বিধি বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তথ্য প্রযুক্তিতে উৎসাহ ইত্যাদি গুণাবলি

বিবেচনায় গত অর্থবছরে এ অধিদপ্তরের ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শ্রদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ পুরস্কারের আওতায় পুরস্কারপ্রাপ্তদের সনদপত্র এবং ১ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ৪০টি ফায়ার স্টেশন: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন। এগুলো হলো : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন; মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান ও মুন্সিগঞ্জ সদর; রাজবাড়ী জেলার কালুখালী; কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম, ইটনা, নিকলী, পাকুন্দিয়া, মিঠামইন ও হোসেনপুর; খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি; খুলনা জেলার দাকোপ ও বটিয়াঘাটা; গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া; চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ, জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী ও জামালপুর সদর; টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল; ঢাকা জেলার কল্যাণপুর; নেত্রোকোনা জেলার পূর্বধলা; নোয়াখালী জেলার কবিরহাট; ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর সদর; বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট; বান্দরবান জেলার থানচি ও রুমা; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর; ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর; মাগুরা জেলার মাগুরা সদর; মাদারীপুর জেলার কালকিনি; মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর, দৌলতপুর ও সাটুরিয়া; যশোর জেলার কেশবপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, যশোর ক্যান্টনমেন্ট ও যশোর সদর; সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা; সুনামগঞ্জ জেলার দুয়ারীবাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট ফায়ার স্টেশন।



২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণসম্পন্ন ৪০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন



৪০টি ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফায়ার সার্ভিস প্রান্তে অন্য অতিথিদের সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১১. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২১ উদযাপন: ২০২১ খ্রিঃ-এর ৪ থেকে ৬ নভেম্বর সারাদেশে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত কর্মসূচি নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালিত হয়। ২০২১ সালের ০৪ নভেম্বর ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২১-এর শুভ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি। এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং জনসম্পৃক্ততার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর এই কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে।



মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ-২০২১-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময় সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিবসহ অন্যান্য উপস্থিত ছিলেন

১২. বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান: ২০২১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ নভেম্বর ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহের সমাপনী দিবসে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে রাষ্ট্রীয় পদক প্রদান করা হয়। অপারেশনাল কাজে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য এদের মনোনীত করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ-২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন পদকপ্রাপ্তদের পদক পরিয়ে দেন। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় পদকের সংখ্যা প্রতি বছরের জন্য ৪টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি এবং সম্মানী ১০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকায় নির্ধারণ করেছে। পদকপ্রাপ্তদের মাসিক সম্মানীর পরিমাণও ১৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।



পেশাগত কাজে অসীম সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পদক পরিয়ে দিচ্ছেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের তৎকালীন সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন

১৩. ফায়ার সার্ভিসের কার্যাবলি

- (১) অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা;
- (২) দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;
- (৩) অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক অগ্নিদুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;
- (৪) বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নিদুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;



সীতাকুণ্ডে হতাহতের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথা বলছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়



সিলেটের বন্যার সময় ফায়ার সার্ভিসের খাদ্য সহায়তা প্রদান

- (৫) অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (৬) বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- (৭) আন্তর্জাতিক অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;
- (৮) অগ্নিনির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- (৯) অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- (১০) জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এ পুলিশ বাহিনীর সাথে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা;
- (১১) অগ্নিপ্রতিরোধসহ যে-কোনো দুর্ঘটনা মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- (১২) জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্ঘটনা মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;
- (১৩) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নিপ্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (১৪) ওয়ারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;
- (১৫) যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি ও সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।



সীতাকুন্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোর অগ্নিনির্বাপণের দৃশ্য



বিএম কনটেইনার ডিপোর আগুনে মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রেস ব্রিফিং

১৪. ফায়ার সার্ভিসের নতুন নতুন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ : বর্তমান সরকার এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবাহিনী জঞ্জিবিরোধী যৌথ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯ জনকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার প্রাক্কালে তা প্রতিরোধে এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে ফায়ার সার্ভিস। এছাড়া, দুর্ঘটনা/দুর্ঘটনা কবলিত হতাহতের পাশাপাশি পশু-পাখি-প্রাণী উদ্ধার, অসুস্থ/বৃদ্ধ/প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর চলাচলে সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রমও সম্পাদন করছে। ঈদ ও নানা অনুষ্ঠান-উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় লক্ষ টার্মিনালগুলোতে ইউনিট মোতায়েন, ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তা যান চলাচলের উপযোগীকরণ ইত্যাদি বহুমাত্রিক সেবাকাজে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স। বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।



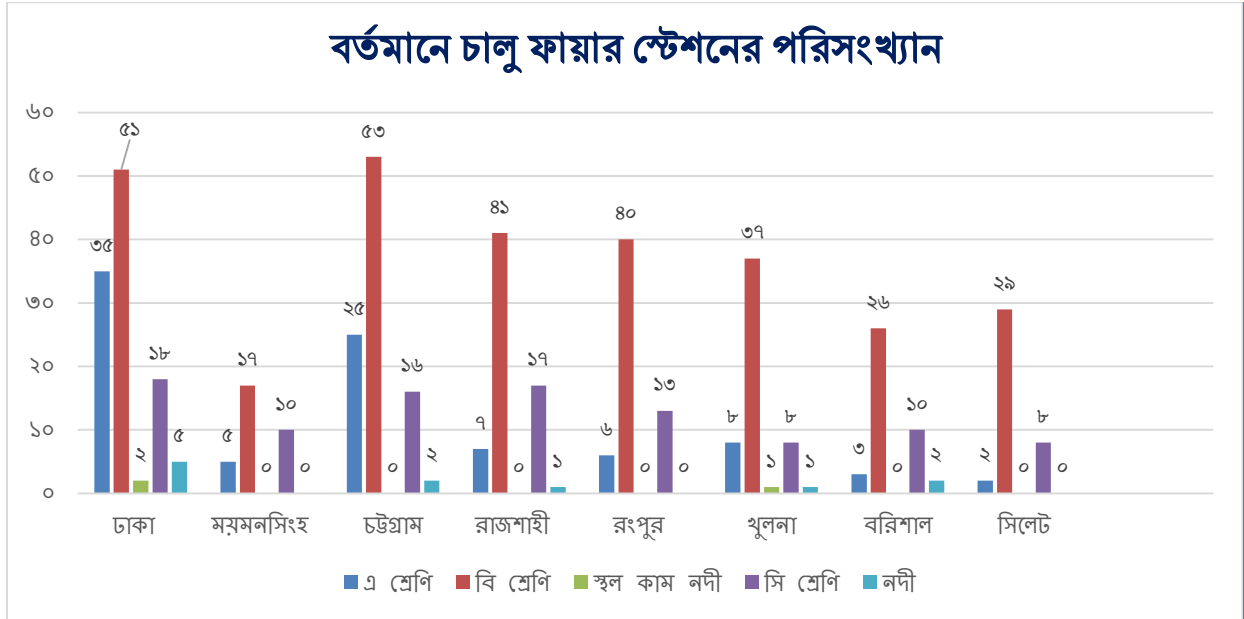
উৎসবে ঘরমুখো মানুষের নিরাপত্তায় ফায়ার সার্ভিসের অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ



ডিউটির নৌ টহল ইউনিটের সদস্যগণ

১৫. ফায়ার স্টেশনের পরিসংখ্যান : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুসরণে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ শেষে চালু করা হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে সারাদেশে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ বিভাগের সেবার মানও সম্প্রসারিত হবে। বর্তমানে সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৪৮৯টি। চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ হলে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৫৪৩টি। এ অর্থবছরে নতুন ৪০টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।

ক্রম	বিভাগের নাম	“এ” শ্রেণি	“বি” শ্রেণি	“বি” স্থল কাম নদী	“সি” শ্রেণি	নদী	মোট	মন্তব্য
১.	ঢাকা বিভাগ	৩৫	৫১	২	১৮	৫	১১১	২০০৮ সালে স্টেশন ছিল ২০৪টি। ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৮৫টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে।
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৫	১৭	০	১০	০	৩২	
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ	২৫	৫৩	০	১৬	২	৯৬	
৪.	রাজশাহী বিভাগ	৭	৪১	০	১৭	১	৬৬	
৫.	রংপুর বিভাগ	৬	৪০	০	১৩	০	৫৯	
৬.	খুলনা বিভাগ	৮	৩৭	১	৮	১	৫৫	
৭.	বরিশাল বিভাগ	৩	২৬	০	১০	২	৪১	
৮.	সিলেট বিভাগ	২	১৯	০	৮	০	২৯	
সর্বমোট =		৯১	২৮৪	৩	১০০	১১	৪৮৯	





দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ

২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া দোয়ারাবাজার ফায়ার স্টেশন



থানচি, বান্দরবান

২৪ এপ্রিল ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন হওয়া বান্দরবানের থানচি ফায়ার স্টেশন

১৬. মহড়া কার্যক্রম: অগ্নিঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্থাপনা নিয়মিত জরিপ করার কার্যক্রম গত অর্থবছরেও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, শপিংমল ও হাটবাজারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং বস্তিসমূহে বছরব্যাপী মহড়া পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব মহড়া ও গণসংযোগে স্টেকহোল্ডারগণও অংশ নেন। এতে দুর্যোগ-ঝুঁকি কমে আসার পাশাপাশি দুর্যোগে সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। নিচে ২০২১-২২ অর্থবছরে মহড়ার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	শপিংমল/ হাটবাজারে	বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবনে	হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে	বস্তিতে মহড়া	সরকারি প্রতিষ্ঠানে	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে
২,০৮৯টি	২,৬৫০টি	৫৭৫টি	৩৭৫টি	১১৫৪টি	৪,৯৫৪টি	১৪,০২৫টি



স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মহড়ার স্থিরচিত্র



মহড়া শেষে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়ের বক্তব্য

১৭. বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল/বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদানঃ অগ্নিনিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শর্তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত বহুতল ভবন বা বাণিজ্যিক ভবনের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা গ্রহণকারীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সেফটি প্লান যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নির্ধারিত নিরাপত্তা শর্তপূরণের শর্তে এসব ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রদানকৃত ছাড়পত্রের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	বিষয়	আবেদনের সংখ্যা	ছাড়পত্র প্রদানের সংখ্যা
১	বিদ্যমান বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	১৩১৮টি	৮৫৪টি
২	প্রস্তাবিত বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন	১২৯৫টি	৯৬৪টি

১৮. মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ, গণসংযোগ ও পরিদর্শন: ২০২১-২২ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনা রোধে সারা দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে মোট ৪,৮৭,৯২৬ জন সাধারণ নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ১৯,৫৫১টি গণসংযোগ ও টপোগ্রাফি সম্পন্ন করা হয়েছে। ১২৯৯টি বহুতল ভবন এবং ৪,৮০৮টি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৯. পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ, মহড়া ও সার্ভে: পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সেখানে কর্মীদের সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা চালু করেছে ফায়ার সার্ভিস। বেশ কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। নামমাত্র সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে পেশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে ২৯৫০টি কোর্সের (প্রতিটি কোর্স ২ দিনব্যাপী) মাধ্যমে মোট ১,১১,০০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এই সেবা সুবিধার আওতায় মোট ১৯৫৮টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে মহড়া পরিচালনা করা হয়েছে এবং অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে ৬৬টি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের ভবনে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

২০. কমিউনিটি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ ও ভলান্টিয়ার্স ডে পালন: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে ৬২ হাজার ভলান্টিয়ার প্রস্তুতের অংশ হিসেবে এ পর্যন্ত ৪৯,৪৪৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরেও ২,২১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২২৭ জন পূর্বে প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারকে সতেজকরণ কোর্স করানো হয়েছে। বিভিন্ন দুর্যোগে ভলান্টিয়ারদের অনেকেই ফায়ার সার্ভিসের সাথে অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ করছেন। ৫ ডিসেম্বর ২০২১ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শোভাযাত্রাসহ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করা হয় এবং বিভিন্ন দুর্যোগে স্বঃতক্ষুর্ভাবে সাড়া প্রদান ও সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি হিসেবে সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ভলান্টিয়ারদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।



৫ ডিসেম্বর ২০২১ ফায়ার সার্ভিসের উদ্যোগে মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক ভলান্টিয়ার্স ডে পালন করা হয়

২১. ফায়ার সেফটি ম্যানেজার ও ফায়ার সায়েন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্স: দেশে অগ্নিনিরাপত্তা বৃদ্ধিতে দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের ৬ মাস ব্যাপী “Fire Safety Manager Course” এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে “Fire Science & Occupational Safety Course” নামের দুটি ট্রেনিং কোর্স চালু করা হয়েছে, যেখানে বিপুল সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে এ দু ধরনের কোর্স চলমান আছে। যেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ৫৫৬ জন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

২২. জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯-এর কার্যক্রম: জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। এ সেবার সুবিধা ব্যবহার করে সাধারণ মানুষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৭,৬২৯টি কলের মাধ্যমে বিভিন্ন জরুরি সেবা গ্রহণ করেছেন। এসব কলের মধ্যে ২১,১১৪টি ছিল অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে, ৮,৭৩০টি ছিল সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত এবং ৮,৬৯৫টি কল ছিল অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত। এর বাইরে ফায়ার সার্ভিসের অন্যান্য নানা ধরনের আরো ৩৯,০৯০টি কল ৯৯৯-এ রিসিভ করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের সাথে ফায়ার সার্ভিসের ৮ জন ফায়ারফাইটারকে জাতীয় জরুরি সেবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পালাক্রমে সার্বক্ষণিক ডিউটিতে নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

২৩. অ্যাম্বুলেন্স সেবা: বর্তমান সরকারের সময়ে ইতোমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা ৫০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫টি করা হয়েছে। এই ১৯৫টি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ৩টি অচল এবং ৮টি অ্যাম্বুলেন্স মেরামতের জন্য কারিগরি কারখানায়

রয়েছে। বাকি ১৮৪টি সচল অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে দেশব্যাপী জ্বরুরি রোগী হাসপাতালে স্থানান্তরের সেবা দেয়া হয়েছে। দুর্যোগকালীন ও শান্তিকালীন দুই সময়েই এই সেবা ২৪ ঘন্টা দেয়া হয়ে থাকে। প্রতি কি.মি. ৯ টাকা হিসেবে ১ম ০৮ কি.মি. ১০০/- এবং ১ম ১৬ কি.মি. ১৫০/- সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অ্যাম্বুলেন্স কল হয়েছে সর্বমোট ১৫,৫৭০টি; রোগী পরিবহণ করা হয়েছে ১৪,৭৪৪ জন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ আদায় হয়েছে ৩৮,৮৬,৭৭৭/- (আটত্রিশ লাখ ছিয়াশি হাজার সাত শত সাতাত্তর) টাকা।

২৪. নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন: বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে ফায়ার লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ১১,৫৬৬টি ও নবায়ন করা হয়েছে ৪৮,৬৮৫টি এবং এ বাবদ মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ৯,৭৩,০৪,৫০৯ টাকা। এর মধ্যে নতুন লাইসেন্স ইস্যু বাবদ আদায় হয়েছে ১,৩১,৭৬,৪৩৮ টাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন বাবদ আদায় হয়েছে ৮,৪১,২৮,০৭১ টাকা।

২৫. অনলাইনে ই-ফায়ার লাইসেন্স আবেদন গ্রহণ কার্যক্রম: শিল্প প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও জোরদার করার লক্ষ্যে ফায়ার লাইসেন্স প্রদানের যে প্রচলিত পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে প্রযুক্তি সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডিজিটলাইজেশনের অংশ হিসেবে নাগরিক সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে গতানুগতিক পুরানো পদ্ধতির পরিবর্তে ই-ফায়ার লাইসেন্স চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাইলট প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় এই পদ্ধতি চালু করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরেও ঢাকা জেলার অধীনে সরবরাহকৃত ফায়ার লাইসেন্স-এর ১০০% আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হয়েছে। ই-ফায়ার লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়াও পর্যায়ক্রমে সারাদেশে শতভাগ চালু করে তা চলমান রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

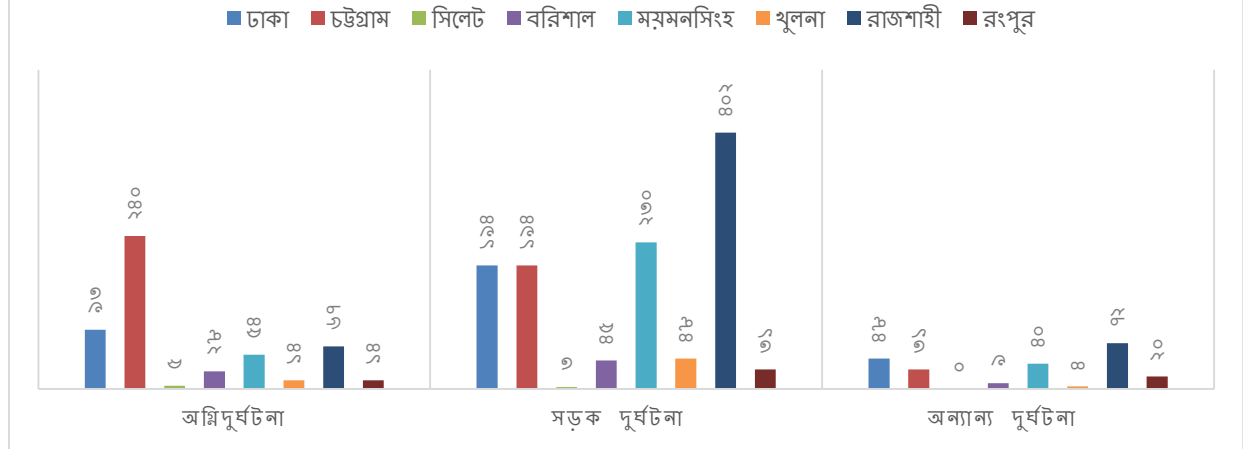
২৬. অনলাইন সেবা কার্যক্রম: সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই গভর্নেন্স অধিশাখার নির্দেশনা অনুসরণে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিভিন্ন ধরনের সেবাকে সহজিকরণ ও অনলাইন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ই-ফায়ার অ্যান্ড সেফটি সেবা, বহুতল ভবনের অনাপত্তি সনদ প্রদান সেবা, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, ফায়ার সেফটি ম্যানেজার কোর্সে ভর্তি, ফায়ার সাইন্স অ্যান্ড অকুপেশনাল সেইফটি কোর্সে ভর্তি, প্যাকেজ সেলের মাধ্যমে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদন ও তথ্যসেবা প্রাপ্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফায়ার সার্ভিসের অপারেশনাল সেবার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য এখন আর কাউকে অধিদপ্তরে বা বিভাগীয় অফিসে যেতে হয়না, আমাদের ওয়েবসাইটে এসব তথ্য হালনাগাদ আকারে দেয়া আছে বিধায় দেশের যেকোনো প্রান্তে বসে সবাই এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

২৭. ন্যাশনাল হাইওয়ে টহল ইউনিট মোতায়েন: দুর্ঘটনায় বিশেষ করে সড়ক দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৯০টি স্থানে ফায়ার সার্ভিস এর র‍্যাপিড রেসকিউ ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে, যা সংক্ষেপে টহল ইউনিট নামে পরিচিত। দ্রুততম সময়ে অগ্নিকাণ্ড/দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরেও এ ইউনিটের কার্যক্রম সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছে। শুধু সড়ক দুর্ঘটনা নয়, বরং বিভিন্ন সময় অগ্নিদুর্ঘটনাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনায়ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব ইউনিট থেকে রেসপন্স করা হয়ে থাকে। সার্বক্ষণিক গাড়ি-পাম্প ও জনবল নিয়ে প্রস্তুত এবং স্টেশন থেকে গ্যাপ এরিয়াগুলোতে নিয়োজিত থাকার কারণে দুর্ঘটনার সময় সাড়া প্রদানে সময়ক্ষেপণ হয় না। আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত অগ্নিনির্বাপণ যান, উদ্ধার যান, টু-হিলার ওয়াটার মিস্ট ও অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে টহল ডিউটির ব্যবস্থা করায় অগ্নিকাণ্ড/দুর্ঘটনায় সাথে সাথেই এই ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

২৮. ২০২১-২২ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

বিষয়	ঢাকা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	ময়মনসিংহ	খুলনা	রাজশাহী	রংপুর
অগ্নিদুর্ঘটনা	৯৩	২৪০	০৫	২৮	৫৪	১৪	৬৭	১৪
সড়ক দুর্ঘটনা	১৯৪	১৯৪	০৩	৪৫	২৩০	৪৮	৪০২	৩১
অন্যান্য দুর্ঘটনা	৪৮	৩১	-	০৯	৪০	০৪	৭২	২০

২০২০-২১ অর্থবছরে টহল ইউনিটের কার্যক্রম চার্ট



২৯. বিএম কন্টেইনার ডিপো, কদমরসুল, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এ অগ্নিদুর্ঘটনা : গত ৪-৬-২০২২ খ্রিঃ ২১-২৫ ঘটিকায় বিএম কন্টেইনার ডিপো, কদমরসুল, শীতলপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম-এ আগুন লেগেছে বলে সংবাদ পায় ফায়ার সার্ভিস। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এবং মোবাইল নম্বর ০১৮৩০-৫২৭৪৭৪ হতে সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে কুমিরা ফায়ার স্টেশন ও সীতাকুন্ড ফায়ার স্টেশন ঘটনাস্থলে গমন করে। ২১-৩০ ঘটিকার সময় আগুনে পৌঁছে এর ভয়াবহতা দেখে সাহায্য চাওয়ায় পর্যায়ক্রমে মিরসরাই, আগ্রাবাদ, বন্দর, নন্দনকানন, চন্দনপুরা, বায়েজীদ, কালুরঘাট, লামারবাজার, হাটহাজারী, খাগড়াছড়ি, রাজ্জামাটি, বান্দরবান, ফেনী, ফুলগাজি, মাইজদী ও কুমিল্লা ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় জনবল ও গাড়ি-পাম্প অগ্নিকান্ডস্থলে পাঠানো হয়। পরের দিন সকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গত ৫-৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ৭-৩০ ঘটিকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এ ঘটনায় হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের কন্টেইনার বিস্ফোরণের ফলে ১০ জন বিভাগীয় কর্মী নিহত হন ও ৩ জন নিখোঁজ হন এবং ১৫ জন আহত হন। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুরোধে সেনাবাহিনীর প্রধান সদয় হয়ে আহতদের চট্টগ্রাম সিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের এবং সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারযোগে গুরুতর ২ জনকে ঢাকায় এনে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করার সুযোগ দেন। বিভাগীয় কর্মীর বাইরে এ ঘটনায় ৯৯ জন আহত হন এবং ৩২ জন নিহত হন। পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি গঠন করার মাধ্যমে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য ও প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করা হয়।



বিএম কনটেইনার ডিপোর আগুন নির্বাণে কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়



মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিএম কনটেইনার ডিপোর আগুনের বিষয়ে ব্রিফ দিচ্ছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

৩০. নীলক্ষেত বই মার্কেট, নিউমার্কেট, ঢাকার অগ্নিকান্ড : গত ২২-২-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ঢাকার নিউ মার্কেট এলাকার নীলক্ষেতে অবস্থিত হযরত শাহজালাল বই মার্কেট, ইসলামিয়া বই মার্কেট ও বাবুপুরা ক্ষুদ্রশিল্প বই মার্কেটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এবং মোবাইল নম্বর ০১৭১২-৮৪১৬২২ হতে ১৯-৪৩ ঘটিকায় সংবাদ পেয়ে পলাশী ফায়ার স্টেশন, লালবাগ ফায়ার স্টেশন, খানমন্ডির টহল ইউনিট, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন ও সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশন হতে ১০টি ইউনিট ও প্রয়োজনীয় জনবল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয় ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিনির্বাপণে নেতৃত্ব দেন। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২০-৫০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২৩-২-২০২২ খ্রিঃ তারিখ রাত ০৩-০০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাণ করা হয়। অগ্নিকান্ডে সেমিপাকা ৪০টি বইর দোকান এবং আসবাবপত্র পুড়ে যায়। তবে ফায়ার সার্ভিসের কার্যকরী পদক্ষেপে মার্কেটের সহস্রাধিক দোকান রক্ষা পায়। অগ্নিকান্ডে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।



নীলক্ষেত বই মার্কেটের আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস



অগ্নিনির্বাপণ শেষে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এর প্রেস ব্রিফিং

৩১. ইউনাইটেড লেদার, মইকুলি, রূপগঞ্জ, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ-এর অগ্নিদুর্ঘটনা : গত ৪-৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১২-১৪ ঘটিকার সময় ইউনাইটেড লেদার, মইকুলি, রূপগঞ্জ, রূপসী, নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। মোবাইল নম্বর ০১৭১১-৫৩৯১৫২ হতে সংবাদ পাওয়ার পর ডেমরা ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। ঘটনার ভয়াবহতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, হাজীগঞ্জ ফায়ার স্টেশন, আদমজী ইপিজেড

ফায়ার স্টেশন, সোনারগাঁও ফায়ার স্টেশন এবং কাঞ্চন নদী ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় গাড়ি-পাম্প ও জনবল পাঠানো হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৪-৩০ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১৮-৪০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপন করা হয়। আগুনে প্রতিষ্ঠানটির ২য় তলা পাকা ভবনের নিচতলায় এবং ভবনের সাথে সংযুক্ত ৩০০০ বর্গফুট পরিমাপের টিনশেডে মজুদকৃত লেদার রোল, রেক্সিন ফিনিশড পণ্য ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের সঠিক পরিমাণ তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। আগুনে কোনো প্রকার হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।



ইউনাইটেড লেদার কারখানায় অগ্নিনির্বাপন ও পরবর্তী প্রেস ব্রিফিং

৩২. সেজান জুস কারখানা, ভুলতা, গাউছিয়া, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ-এ অগ্নিকান্ড : গত ৮-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১৭-৪৪ ঘটিকার সময় হাশেম ফুডস লিঃ-এর সেজান জুস কারখানা, ভুলতা, গাউছিয়া, নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। মোবাইল নম্বর ০১৭১৩-০৫৮৬৪১ হতে সংবাদ পাওয়ার পর ডেমরা ফায়ার স্টেশন হতে ৩টি ইউনিট অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করে। ঘটনার গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে কাঞ্চন নদী ফায়ার স্টেশন, আড়াইহাজার ফায়ার স্টেশন, পূর্বচল ফায়ার স্টেশন, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, আদমজী ইপিজেড ফায়ার স্টেশন, নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশন এবং কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিনির্বাপণে পাঠানো হয়। ওই দুর্ঘটনায় অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয় নেতৃত্ব প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৯-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ রাত ১২-৩৫ মিনিটের সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ১০-৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখ ১৭-২০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপন করা হয়। আগুন লাগার পরও কর্মীদের একটি রুমে আটকে রাখায় প্রতিষ্ঠানের মোট ৫২ জন কর্মী নিহত হন এবং ৩১ জন কর্মী আহত হন। আগুনে ৬ তলা ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে থাকা জুস তৈরির মেশিনারিজ ও মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।



হাশেম ফুডস-এর সেজান জুস কারখানায় ফায়ার সার্ভিসের অগ্নিনির্বাপণ (বোঁয়ে) এবং ঘটনাস্থলে গণমাধ্যম কর্মীদের উদ্দেশে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি

৩৩. সিটি গ্রুপ, ওয়ার্ড-৬৪, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকার অগ্নিকান্ড : গত ৩০-৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখ সিটি গ্রুপ, ওয়ার্ড নং-৬৪, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। মোবাইল নং ০১৭৫৫-৬৩২৬৮০ হতে ২১-১২ ঘটিকার সময় সংবাদ পেয়ে ডেমরা ফায়ার স্টেশন, পোস্তুগোলা ফায়ার স্টেশন, খিলগাঁও ফায়ার স্টেশন এবং সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন হতে গাড়ি-পাম্প ও জনবল অগ্নিকান্ডস্থলে পাঠানো হয়। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় অগ্নিকান্ডস্থলে গমন করেন এবং তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২৩-২০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ৩১-৫-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ১০-১০ ঘটিকার সময় আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। অগ্নিকান্ডস্থলে সিটি গ্রুপের ৩০,০০০ বর্গফুট পরিমাপের টিনশেড গোড়াউন ও তাতে থাকা প্লাস্টিকের চটের বস্তা, ধান, সরিষা, বাদাম, পোল্ট্রি খাবার ও বিভিন্ন কার্টন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগুন লাগার কারণ, ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।



ডেমরার সিটি গ্রুপের অগ্নিকান্ডে আগুন নেভানোর কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস



অগ্নিনির্বাপণ শেষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রেস ব্রিফ

৩৪. রেলওয়ে আয়রন মার্কেট, পোস্তুগোলা, শ্যামপুর, ঢাকায় অগ্নিকান্ড : গত ২৭-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ রেলওয়ে আয়রন মার্কেট, পোস্তুগোলা, শ্যামপুর, ঢাকায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ ও মোবাইল নম্বর ০১৯৪৪-৬৬৩৯১৬ হতে ৪-২৫ ঘটিকার সময় সংবাদ পাওয়ার পর পোস্তুগোলা ফায়ার স্টেশন, সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশন, সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, সদরঘাট ফায়ার স্টেশন ও ডেমরা ফায়ার স্টেশন হতে জনবল ও গাড়ি-পাম্প ঘটনাস্থলে প্রেরণ করা হয়। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৬-২০ ঘটিকার সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ২৮-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ১২-২০ ঘটিকার সময় উক্ত আগুন সম্পূর্ণভাবে নির্বাপণ করা হয়। অগ্নিকান্ডে সেমিপাকা

১৬টি জুতার সোল তৈরির কারখানা ও গুদাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের বিস্ফোরণ থেকে এই আগুনের ঘটনা ঘটে। ক্ষতি ও উদ্ধারের পরিমাণ তাৎক্ষণিক নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকান্ডে কোন আহত-নিহত নেই।



পোস্টগোলার রেলওয়ে আয়রন মার্কেটের ভয়াবহ আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ফায়ার সার্ভিসের (বীয়ে)। নিয়ন্ত্রণে আসার পর আগুন নির্বাপনের কাজ (ডানে)।

৩৫. সৈয়দপুর, আলামিন নগর, নারায়ণগঞ্জ-এর শীতলক্ষ্যায় লঞ্চডুবি : গত ২০-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ সৈয়দপুর, আলামিন নগর, নারায়ণগঞ্জ-এর শীতলক্ষ্যা নদীতে মালবাহী কার্গো এমভি রূপসীর সাথে ধাক্কা লেগে এমএল আফসার উদ্দিন নামের একটি যাত্রীবাহী ছোট লঞ্চ ডুবে যায়। মোবাইল নম্বর ০১৯৭৬-৪১৫৪৫৯ হতে ১৪-৪০ ঘটিকার সময় সংবাদ পাওয়ার পর নারায়ণগঞ্জ ফায়ার স্টেশন হতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ ডুবুরি টিম পাঠানো হয়। পরে সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন, বন্দর ফায়ার স্টেশন, মুন্সিগঞ্জ ফায়ার স্টেশন ও সদরঘাট নদী ফায়ার স্টেশন হতে জনবল ও জলযান দুর্ঘটনাস্থলে গমন করে। পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ডুবে যাওয়া লঞ্চ থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি কর্তৃক ২ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা, ২টি শিশুসহ মোট ৮ জন এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ২২-৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখ ১৮-১০ ঘটিকায় উক্ত উদ্ধারকার্য সমাপ্ত করা হয়।



শীতলক্ষ্যা নদীতে ডুবন্ত লঞ্চ থেকে ডুবুরিদের উদ্ধারকাজ (বীয়ে) এবং গণমাধ্যমের উদ্দেশে পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ) এর ব্রিফিং

৩৬. দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান: ২০২১-২২ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

আগুনের সংখ্যা	আনুমানিক ক্ষতি (কোটি টাকায়)	আনুমানিক উদ্ধার (কোটি টাকায়)	নৌদুর্ঘটনা	সড়ক দুর্ঘটনা	অন্যান্য দুর্ঘটনা	আহত (জন)	নিহত (জন)
২৪,২৩৩	২৮৭.৯৪	১৪৪০.০৩	২০৮টি	৮,২১৪টি	১,৬১৫টি	১১,৯৪৫	১৭৮

৩৭. বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু টেলি ও বেতার যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল। টেলিফোনের মাধ্যমেই জনসাধারণ এ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া উন্নতমানের বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে এ বিভাগের অপারেশনাল কর্মকাণ্ডের তথ্য আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। বেতার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ ও আধুনিকীকরণ করতে নামুখী পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সারাদেশে বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোকে মোবাইল ফোনের আওতায় আনা হয়েছে। ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণ এখন ফায়ার সার্ভিসের সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিসের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো :

সরঞ্জামের নাম	বিভাগের নাম							
	ঢাকা	চট্টগ্রাম	রাজশাহী	খুলনা	বরিশাল	সিলেট	রংপুর	ময়মনসিংহ
রিপিটার	১৬	৩	৬	৪	৩	৩	৪	১
বেইজ ওয়্যারলেস	৮০	৩৭	৬০	৫০	৩২	১৫	৫৩	২৫
কার মোবাইল	৩১৩	৭৩	১২৮	৬১	৩৭	৩০	২৫	৫০
ওয়াকিটকি	৫০০	১০৮	৯৮	৫৪	৪৩	৪৫	৯০	৫০
মোবাইল	১৬৮	৮৬	৬৪	৫০	৫৩	২৫	৫১	৪৪
জনবল	২	২	১	২	৩	৩	-	-

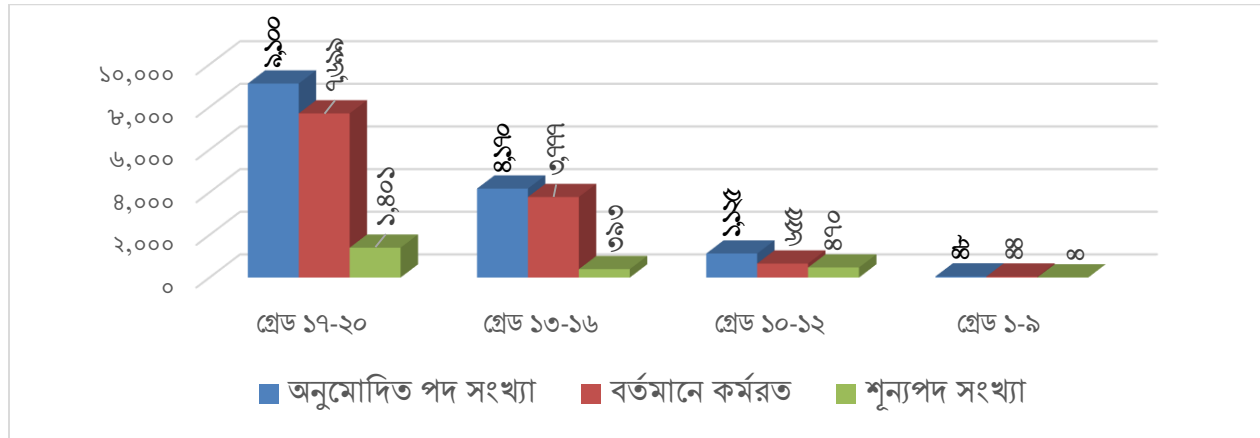
৩৮. ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠন: ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীদের বিপদ-আপদে ও পারিবারিক কল্যাণে মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ফায়ার সার্ভিস ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের অনুকূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা সিডমানি প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের অন্যান্য বাহিনীর ট্রাস্টের ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আত্মনির্ভর ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে এই ট্রাস্টের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. টাংগাইল জেলায় ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ (নির্মাণ কাজ চলমান)।
২. আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পকারখানা ভবনের ফায়ার সেফটি প্লান প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ।
৩. অপারেশনাল কাজে দায়িত্ব পালনকালে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের আহত-নিহত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান (১৪ লক্ষ টাকা)
৪. ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে ক্রাউড কন্ট্রোল টিমের সদস্য এবং ফায়ার ফাইটার-কাম-ডুবুরিদের জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে মাসিক সম্মানী প্রদান।
৫. ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের স্বল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের ঈদ উৎসব উপলক্ষ্যে আর্থিক অনুদান প্রদান (৭ লক্ষ টাকা)।
৬. ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসন প্রকল্প গ্রহণ (ফায়ার পল্লী-এর কার্যক্রম চলমান)।
৭. ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর অর্থায়নে ২০২২ সালে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৭ জন অবসরগামী কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওমরাহ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৮. যৌথ অংশীদারির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ফায়ার সার্ভিস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাথে অনিক কনস্ট্রাকশন লিঃ এবং ঢাকা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিঃ-এর মধ্যে MOU সম্পাদন।
৯. অগ্নিকাণ্ডসহ যে কোন দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে নিকটবর্তী ফায়ার স্টেশনে দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ডিজিটাল ব্যবস্থা Instant Response System (IRS) উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৩৯. জনবল সংক্রান্ত কার্যক্রম

৩৯.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে জনবল নিয়োগের বিবরণী: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ ও চালু করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করার সাথে সাথে জনবল নিয়োগ দিয়ে তা চালু করা হয়। এ জন্য এ অধিদপ্তরের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলমান। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৪৫৪টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণিভিত্তিক পদ সৃজন এবং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত সৃজিত পদসংখ্যা, কর্মরত জনবল এবং শূন্যপদের সংখ্যা নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হলো:



৩৯.২ পদোন্নতি ও অবসর: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়মিত কাজের মধ্যে রয়েছে পদোন্নতি ও অবসর। প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান এবং স্বাভাবিক চাকরি শেষে নিয়মিত অবসর প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির পদে ৩০ জন, ২য় শ্রেণির পদে ১০৯ জন, ৩য় শ্রেণির পদে ১৩৬ জনসহ অধিদপ্তরের মোট ২৭৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। গত ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ থেকে মোট ১১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গেছেন। ১৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসরজনিত পেনশন কেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১ম শ্রেণির ৫ জন, ২য় শ্রেণির ১৪ জন, ৩য় শ্রেণির ৭৪ জন এবং ৪র্থ শ্রেণির ৩৭ জন।

৪০. উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪০.১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমির জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য একাডেমি নির্মাণের কাজ ২০২১-২২ অর্থবছরেও চলমান রয়েছে। একাডেমির নাম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি’ করার অনুমতি দিয়েছে ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’। ৯ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখে মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে এই একাডেমির জন্য ১০০.৯২ একর জমির হস্তান্তর বুঝে নিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। প্রকল্পের ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) করার জন্য গত ১৫-১২-২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের খসড়া ডিপিপি ও সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণয়নকৃত ডিপিপি যাচাই কাজ চলমান রয়েছে।

৪০.২ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতির বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্বমানের সেবা বাহিনীতে পরিণত করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

৪০.৩ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ৩ (তিন)টি উন্নয়ন প্রকল্প (১৫৬ প্রকল্প, ১১ মডার্ন প্রকল্প, ৪৬ প্রকল্প) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ৩ (তিন)টি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প মিলিয়ে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪৮৯টি ফায়ার স্টেশন চালু করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো হলো:

৪০.৪ দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ১১১০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-৪টি, বি শ্রেণির-১৩৯টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। ১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প-এর আওতায় জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১০৬১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৬২% এবং ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। নির্মাণ শেষে চালু করা হয়েছে ১০৯টি ফায়ার স্টেশন। ৩৪টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ৩০ জুন-২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।



মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চালু কিশোরগঞ্জের মিঠামইন ফায়ার স্টেশন



কালুখালী, রাজবাড়ী

১৫৬ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া রাজবাড়ীর কালুখালী ফায়ার স্টেশন

৪০.৫ প্রকল্প : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ৬১৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির ২য় সংশোধন প্রস্তাব একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের ৫টি জেলার ৭টি উপজেলা/থানায় ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা হবে। ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৪৫ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা; অগ্রগতি ৭২.২১%। জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ১১টি ফায়ার স্টেশনের। ৬টি স্টেশনের নির্মাণকাজ চলমান, ৪টির পূর্তকাজ সম্পন্ন হয়েছে।



অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ফায়ার স্টেশন পরিদর্শন



১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রূপপুর গ্রীনসিটি-পাবনা ফায়ার স্টেশন



১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন গাজীপুরের সারাবো ফায়ার স্টেশন

৪০.৬ ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প: সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি স্টেশনে ডুবুরি ইউনিট এর সাজসরঞ্জাম এবং ২১ জন ডুবুরিসহ স্কুবা ডাইভিং-এর জন্য সর্বমোট ১১৯টি পদ সৃজনের সংস্থান রয়েছে। এসব ডুবুরি ইউনিট-এর ৩৩ ধরনের সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৩ ধরনের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। জুন, ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৭ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ৯৫.৯২% এবং ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি জুন-২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের ডুবুরি সংখ্যা ২৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫১টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

৪০.৭ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প: ২৮৯ কোটি ১৭ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮টি স্টেশন নির্মাণের সংস্থান রেখে প্রকল্পটির একনেক কর্তৃক ৩য় সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে এ শ্রেণির-১৪টি, বি শ্রেণির-৩২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের সংস্থান রয়েছে। ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন (সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় স্টেশন নির্মাণ খাতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৬১ কোটি ৯৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা; যার আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৫৯% এবং

ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। নির্মাণ শেষে চালু হয়েছে ৩৩টি ফায়ার স্টেশন। ৫টির ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, যা চালুর অপেক্ষায় আছে। প্রকল্পটি জুন-২০২২ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।



২৫ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া গাজীপুরের কাপাসিয়া ফায়ার স্টেশন



২৫ প্রকল্পের আওতায় চালু হওয়া মুন্সীগঞ্জ সদর ফায়ার স্টেশন

৪০.৮ স্ট্রিংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমারজেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট: ৮০ কোটি ৬২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল অক্টোবর, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা। জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৪৮ কোটি ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় KOICA-এর অর্থায়নে ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরে একটি Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণসহ Hardware/Software, Software development/Localization/Customization, Field video System, Operation System Inspection এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ-এর সংস্থান রয়েছে। ERCC ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি ৫৯.৭৫%।



ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টারের (ইআরসিসি) ভেতরের দৃশ্য



নির্মাণসম্পন্ন ইমারজেন্সি রেসপন্স কন্ট্রোল সেন্টার (ইআরসিসি) ভবন

৪০.৯ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নাম ও কাজের অগ্রগতির ছক :

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি
১	১৫৬টি (সংশোধিত-১৪৩টি) ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই-১২ হতে জুন-২২	১১১০৪৭	৯৬%	১০০%
২	২৫টি (সংশোধিত ৪৬) ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি-১১ হতে জুন-২২	২৮৯১৮	৯১%	১০০%

৩	১১ মডার্ন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারি-১৯ হতে জুন-২৩	৬১৭১৯	৭২%	৭০%
৪	ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প	জুলাই-১৮ হতে জুন-২২	৪৯৯৮	৯৬%	১০০%
৫	স্ট্রিংথেনিং এবিলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রকল্প	অক্টোবর-১৮ ডিসেম্বর-২২	৮০৬২	৬০%	৯৮%

৪০.১০ অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের জন্য সাজ-সরঞ্জামাদি ক্রয়: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজ-সরঞ্জাম প্রাধিকার কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে ১৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৯ ধরনের বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম এবং ১১ মডার্ন প্রকল্পের আওতায় গত অর্থবছরে ১২৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৮ প্রকারের অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধারকাজের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া ডুবুরি প্রকল্পের আওতায় ১২ কোটি ৫৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ে ৯ ধরনের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

৪০.১১ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফায়ার স্টেশন ও সংগৃহীত সাজ-সরঞ্জামের ছবি:

		
২৪ এপ্রিল ২০২২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪০টি ফায়ার স্টেশনের শুভ উদ্বোধন করেন	রাজবাড়ীর কালুখালী ফায়ার স্টেশন	খুলনার দাকোপ ফায়ার স্টেশন
		
টিটিএল, ৬৮ মিটার	পানিবাহী গাড়ি	ক্যামিক্যাল ফায়ার সুট (সিপিএস)
		
কেমিক্যাল টেন্ডার	ডুবুরিদের ডাইভিং অ্যাপারেটাস	পোর্টেবল পাম্প

		
এয়ার কমপ্রেসার	চেইন স	রোটরি রেসকিউ স

৪১. ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

৪১.১ পিজিডি কোর্স ও ফায়ার সিমুলেটরের শূভ উদ্বোধন : মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে ২০২১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পেশাগত দক্ষতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পিজিডি কোর্স এবং অপারেশনাল কাজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বাস্তবমুখী করার লক্ষ্যে ফায়ার ফাইটিং সিমুলেটর-এর শূভ উদ্বোধন করা হয়। পিজিডি কোর্সের শূভ উদ্বোধন করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ মশিউর রহমান এবং সিমুলেটরের শূভ উদ্বোধন করেন অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক মহোদয়।



অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ফায়ারফাইটিং সিমুলেটরের শূভ উদ্বোধন (বোঁয়ে) এবং সিমুলেটরে ফায়ারফাইটারদের প্রশিক্ষণ মহড়া

৪১.২ আন্তর্বিভাগীয় পেশাগত প্রতিযোগিতা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অপারেশনাল কাজে পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে আন্তর্বিভাগীয় পেশাগত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ফায়ার সার্ভিসের সকল বিভাগের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। পেশাগত কাজের দক্ষতা যাচাইয়ের এই প্রতিযোগিতা ৫ দিনব্যাপী পূর্বাচলে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস মাল্টিপারপাস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।



বিভাগীয় প্রতিযোগিতার সমাপনী দিবসে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের ভাষণ (বামে) এবং বিজয়ীদের ফটোসেশন

৪২. সেবামূলক বিশেষ কার্যক্রম

৪২.১ রোহিঙ্গা ক্যাম্পের অগ্নিনিরাপত্তা : উখিয়া ফায়ার স্টেশনের নিয়মিত জনবলের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে বর্ধিত জনবল ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণ করা হয়েছে, যাতে অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিয়ে রেসপন্স করা যায়। উল্লেখ্য, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ২০২১-২২ অর্থবছরে সংঘটিত ৫৯টি অগ্নিদুর্ঘটনায় অংশ নিয়ে উখিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে ৯৪ লাখ ৪০ হাজার টাকার সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২৯ লাখ ৮৩ হাজার টাকা। এসব অগ্নিকাণ্ডে ১ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছে। ১০টি অন্যান্য দুর্ঘটনায় অংশ নিয়েছে উখিয়া ফায়ার সার্ভিস, এতে ৩ জনের মৃতদেহ ও ৯ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ৪৪টি মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে এবং ৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৬২১ জন রোহিঙ্গাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪২.২ মেলা ও প্রদর্শনীতে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন: ২০২১-২২ অর্থবছরে অমর একুশে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অগ্নি নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসহ চাহিদার পিরপেক্ষিতে নিয়মিতভাবে পুরো অর্থবছরব্যাপী বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী ও সভা-সেমিনারে অগ্নিনিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন রাখা হয়েছে।

৪২.৩ ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ নিয়মিত আপডেটকরণ: সকল সেবা সম্পর্কে সকলকে নিয়মিত অবহিত করার উদ্দেশ্যে এবং সেবা গ্রহণের সুবিধা সৃষ্টির অংশ হিসেবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং ফেইজবুক পেজ খোলা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিয়মিতভাবে এই ওয়েবসাইট ও ফেইজবুক পেজ আপডেট করা হয় এবং সর্বশেষ তথ্য তাতে সন্নিবেশ করা হয়। অধিদপ্তরের পদায়ন, বদলি, আদেশ-নির্দেশসহ সকল অফিসিয়াল পত্র সারা দেশের সব জায়গা থেকে দেখার ও সংগ্রহ করার সুবিধার্থে নিয়মিতভাবে এই সাইট দুটিতে আপলোড করা হয়েছে। ফলে সকলের পক্ষে স্বল্প সময়ে ও সহজেই সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ওয়েবসাইট ও ফেইজবুকের ঠিকানাঃ <http://www.fireservice.gov.bd> এবং <https://www.facebook.com/fscd.bd>



ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ওয়েবসাইট



ফায়ার সার্ভিসের নিজস্ব ফেইসবুক পেজ

৪২.৪ প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত করার লক্ষ্যে পানি ছিটানো: মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসরণে ২০২১-২২ অর্থবছরেও ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ধুলামুক্ত রাখার জন্য পানি ছিটানো হয়। শহরকে ধুলা-বালুমুক্ত ও বসবাস উপযোগী রাখার ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বিভিন্ন ফায়ার স্টেশন নিয়মিত পানি ছিটানোর এই কাজ সম্পাদন করেছে।

৪২.৫ উৎসবে-আয়োজনে ঘরমুখো মানুষকে নিরাপত্তা সেবা প্রদান: প্রতিবছরের মত ২০২১-২২ অর্থবছরেও ঈদ ও বিভিন্ন উৎসব-আয়োজনে শহর থেকে ঘরে ফেরার সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স লঞ্চ টার্মিনাল ও নৌ পারাপার এলাকায় ডুবুরিসহ নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন করেছে। শিশু, বৃদ্ধ ও সাহায্য প্রয়োজন এমন মানুষকে তারা নৌযানে উঠতে-নামতে সহায়তা করেছে। প্রতিবছরই এ সময় নৌ-দুর্ঘটনা ঘটে। মহিলা, প্রতিবন্ধী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠার ক্ষেত্রে যাতে দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয় সে জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।

৪২.৫ ডিজি কাপ ফুটবল খেলার আয়োজন : প্রতিবছরের মতো ২০২১-২২ অর্থবছরেও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের মধ্যে ডিজি কাপ মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। মানসিক প্রশান্তি ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার লক্ষ্যে অপারেশনাল ও ননঅপারেশনাল কর্মীদের ৮টি দলে ভাগ করে এ খেলার আয়োজন করা হয়। চূড়ান্ত খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের হাতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয় ট্রফি তুলে দেন।



ডিজি কাপ মিনি ফুটবল খেলার চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী দল ও চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেয়ার দৃশ্য

অষ্টম অধ্যায়

“রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ”



কারা অধিদপ্তর

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পটভূমি : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে কারাগারের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে গ্রাম্য প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসামূলক মামলায় বঙ্গবন্ধুর প্রথম কারা জীবন শুরু এবং ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি করাচির মিনওয়ালি কারাগার হতে মুক্তি লাভের মাধ্যমে তার কারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বঙ্গবন্ধু তার জীবন ও যৌবনের গুরুত্বপূর্ণ ৩০৫৩ দিন কাটিয়েছেন কারাগারের চার দেয়ালের ভিতরে। তিনি বাংলাদেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কারাগারের ভিতরে বসেই। “অসমাপ্ত আত্মজীবনী” এবং “কারাগারের রোজনামচা” নামক গ্রন্থ দুটিতে বঙ্গবন্ধুর কারা জীবন এবং কারাগারের বিষয়াবলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

শুধু বাংলাদেশ নয়, ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছু সাক্ষী এই কারাগার, মাস্টারদা সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদেদার প্রমুখ রাজনৈতিক বন্দির নামের সাথেও কারাগারের নাম জড়িয়ে আছে। এই কারাগারেই নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারী এবং বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামিদের সাজা কার্যকর করা হয়েছে কারাগারে। এভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস এবং কারাগারের নাম একসাথে মিশে আছে। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের পর ০৪টি কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৩টি জেলা কারাগার এবং ৪৩টি উপ-কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশে কারাগারের সংখ্যা ৬৮টি, তন্মধ্যে ১৩টি কেন্দ্রীয় কারাগার ও ৫৫টি জেলা কারাগার নিয়ে বাংলাদেশ জেল কাজ করে চলছে।

ক্রমবিকাশ :

- ১৭৮৮ : পুরাতন ঢাকার চকবাজারে ক্রিমিনাল ওয়ার্ড নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কারাগারের যাত্রা শুরু।
- ১৮৬৪ : কারাগার সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য জেলকোড প্রণীত হয়।
- ১৮৯৪ : প্রথমবারের মত প্রিজন এ্যাক্ট প্রণীত হয়।
- ১৯০০ : প্রিজনারস এ্যাক্ট প্রণীত হয়।
- ১৯৪৭ : ২টি কেন্দ্রীয়, ১২ টি জেলা এবং ৩৭টি মহকুমা কারাগার নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান কারা বিভাগের যাত্রা শুরু।
- ১৯৫০ : পাকিস্তানী স্বৈরাচারী সরকার রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে খাপড়া ওয়ার্ডে বন্দিদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ৭ জন বন্দিকে হত্যা করে। এতে আরো ৩১ জন বন্দি গুরুতরভাবে আহত হয়।
- ১৯৭১ : মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ কারা বিভাগের ৫ জন সদস্য শহীদ হন। কুড়িগ্রাম জেলা কারাগারে কর্মকালীন সময়ে পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল তারা নির্মমভাবে নিহত হন। ৪টি কেন্দ্রীয়, ১৩ টি জেলা এবং ৪৩ টি উপ-কারাগার নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কারা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।
- ১৯৭৮ : কারাগারগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য বিচারপতি মুনিম হাসানের নেতৃত্বে মুনিম কমিশন গঠন করা হয়।
- ১৯৯৭ : উপ-কারাগারগুলোকে জেলা কারাগারে রূপান্তর করে কারাগারকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সিনিয়র জেল সুপারের পদ সৃষ্টি হয়।
- ২০১৬ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কেরাগীগঞ্জে নির্মিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধন এবং ৬,৫১১ জন বন্দিকে স্থানান্তর।

- ২০১৮: কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদীকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৯: (১) সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার, কিশোরগঞ্জ, ফেনী, পিরোজপুর ও মাদারীপুর জেলা কারাগার নতুনভাবে নির্মাণ এবং বন্দি স্থানান্তর। এতে কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৩৯৫০ জন বৃদ্ধি পায়। বন্দিদের সকালের নাস্তার মেন্যু পরিবর্তন করে সপ্তাহে ৪ দিন সবজি-রুটি, ২ দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া-রুটি প্রদান।
- (২) কারাবন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের প্রতি দর্শনের (Per Visit) সম্মানী ৫০/- টাকার স্থলে ২০০/- (দুইশত) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে;
- ২০২০: (১) বিশেষ দিবস/উৎসব উপলক্ষ্যে কারা বন্দিদের উন্নত মানের খাবার সরবরাহের নিমিত্ত জনপ্রতি বরাদ্দ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০/- টাকা উন্নতকরণ।
- (২) আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের পরিবর্তে শূকনা খাবার সরবরাহের নিমিত্তে দৈনিক মাথাপিছু ২৬/- টাকা হারে বরাদ্দ প্রদান।
- (৩) সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত লঘু দণ্ডে দণ্ডিত সাজাভোগরত ২৮৮৪ জন কয়েদীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা।
- (৪) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ২০ বছর বা তদুর্ধ্ব সময়কাল সাজাভোগরত কয়েদীদের মধ্যে ৩২৯ জন কয়েদীকে কারা বিধির ১ম খন্ডের ৫৬৯ ধারায় এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক তাদের অবশিষ্ট সাজা মওকুফ করে কারাগার হতে মুক্তি প্রদান করা হয়।
- ২০২১: (১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ ও উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারাবন্দি পোষ্য ১,০০০ (এক হাজার) জনকে বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান।
- (৩) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ‘মুজিববর্ষ কারা বার্তা বিশেষ সংখ্যা’ প্রকাশ করা হয়েছে।
- (৪) পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের কারাগারসমূহে আটক বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

রূপকল্প : রাখিব নিরাপদ, দেখাব আলোর পথ।

অভিলক্ষ্য : বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ, তাদের মাঝে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তাদের প্রতি মানবিক আচরণ সমুন্নত রাখা, কারাগারে কঠোর নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, যথাযথভাবে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও আইনজীবীর সাথে সাক্ষাৎ নিশ্চিতকরা এবং একজন সুনামগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মোটিভেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সাধারণ কার্যাবলি :

১	বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ
২	বন্দিদের আইন সহায়তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

৩	বন্দিদের স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন, খাদ্য ও চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ
৪	বন্দিদের স্বাক্ষরতা, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্তকরণ
৫	বন্দিদের নথি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ
৬	নির্ধারিত তারিখে যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বন্দিদের বিচারিক আদালতে হাজিরা নিশ্চিতকরণ
৭	বিধি মোতাবেক বন্দিদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থাকরণ
৮	মাদকাসক্ত বন্দিদের কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে নিরাময়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টিকরণ
৯	মহিলা বন্দিদের সাথে অবস্থানরত শিশুদের মানসিক বিকাশ ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ
১০	বন্দিদের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ
১১	বন্দি পরিচালনায় বিজ্ঞ আদালতের যাবতীয় নির্দেশনা প্রতিপালন
১২	কারা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ
১৩	কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বন্দিদের মানসিক বিকাশের সহায়ক ভূমিকা পালন
১৪	নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ
১৫	বন্দি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
১৬	কারাশিল্প এবং কারাবাগানে উৎপাদন বৃদ্ধিকরতঃ সরকারি অর্থসাশ্রয় ও রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ
১৭	কারাগারে বন্দি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ হতে লভ্যাংশের ৫০% হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দিকে পারিশ্রমিক প্রদান
১৮	সকল কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থাকরণ।

২০০৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তরের অর্জন/সমৃদ্ধির তুলনামূলক বিবরণীঃ

দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২	মন্তব্য
কারা অধিদপ্তর	রাজস্বখাতে সৃজিত পদ	৮৩৬৫ টি	১২১৭৮ টি	নতুন ৩৮১৩ টি পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	রাজস্ব বাজেট	২৯৮,৫৬,২৫,০০০/-	৯৩৯,০৪,২৫,০০০/-	বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৪০,৪৮,০০,০০০/- টাকা
	কয়েদী বন্দিদের শ্রমের	পূর্বে ছিলনা	১২৭৪০ জন বন্দিকে	--

	বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% পারিশ্রমিক প্রদান		৩৪,৪৫,২০৭/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।	
	বন্দিদের জন্য ফোনবুথ স্থাপন	পূর্বে ছিলনা	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারা বন্দিরা প্রতি সপ্তাহে একদিন নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনী সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
	সকালের নাস্তা	বৃটিশ আমল হতে বন্দিদের সকালের নাস্তায় রুটি-গুড় প্রচলিত ছিল	বন্দিদের সকালের নাস্তায় প্রচলিত রুটি-গুড়ের পরিবর্তে খিচুড়ি, সবজি, রুটি ও হালুয়া প্রদান করা হচ্ছে।	--
	বালিশ ও কম্বল	বৃটিশ আমল হতে কারাগারে বন্দিদের জন্য ৩ টি কম্বল বরাদ্দ ছিল	বৃটিশ আমল হতে প্রচলিত কারাগারের আটক বন্দিদের প্রাপ্য ৩ টি কম্বলের মধ্যে ১ টি কম্বলের পরিবর্তে ১ টি শিমুল তুলার বালিশ প্রদান করা হচ্ছে।	--
	ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয়	পূর্বে ছিলনা	কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি ও মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের গুরুত্বপূর্ণ মামলার আসামিদের আনা-নেওয়ার জন্য একটি ১০ আসন বিশিষ্ট (ভি আই পি) ও অপর একটি ৪০ আসন বিশিষ্ট (সাধারণ) ডিজিটাল প্রিজন ভ্যান ক্রয় করা হয়;	--
	ক্রয় প্রক্রিয়া	পূর্বে ই-জিপিআর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া ছিল না, সাধারণ প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করা হতো।	বর্তমান সরকারের ডিজিটাল উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ই-জিপিআর মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের প্রায় ১০০% ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে TSP চুক্তি স্বাক্ষর	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে চালু রয়েছে	--
	বন্দিদের এক কারাগার হতে	১৬/- টাকা	১০০/- টাকা	মাথাপিছু ৮৪/-

	অন্য কারাগারে স্থানান্তরকালে খোড়াকী ভাতা মাথাপিছু বরাদ্দ			টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২	মন্তব্য
	কারাগারে আটক বন্দিদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের প্রতি ভিজিটে সম্মানি	৫০/- টাকা	২০০/- টাকা	১৫০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	বন্দিদের ইফতারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	১৫/- টাকা	৩০/- টাকা	মাথাপিছু ১৫/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	কারাভ্যন্তরে কয়েদি পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক বেতন	২০/- টাকা	৫০০/- টাকা	৪৫০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	৩০/- টাকা	১৫০/- টাকা	মাথাপিছু ১২০/- টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।
	আদালতগামী বন্দিদের দুপুরের খাবারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ	পূর্বে ছিল না	বর্তমানে ২৬/- টাকা করা হয়েছে	--
	কারাগারে আটক বন্দিদের সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের ৩৮ টি কারাগারে ৩৯ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছে	পূর্বে ছিল না	জুলাই/১৪ হতে জুন/২২ সময়ে ৬৪,৪৯২ জন বন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	--
	নতুন জায়গায় কারাগার নির্মাণ (ক) গোপালগঞ্জ, বিনাইদহ, মেহেরপুর, চাঁদপুর, নাটোর, নীলফামারী, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফেনী, পিরোজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ এবং মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ	কারাগারগুলো ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন, এবং জরাজীর্ণ।	পূর্বের অবস্থান থেকে সরিয়ে বৃহৎ পরিসরে নতুন আধুনিক কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
	(খ) হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ	পূর্বে কোন কারাগার ছিল না।	হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণের ফলে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, মৃত্যুদন্ডদেশপ্রাপ্ত এবং দীর্ঘ মেয়াদি সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের নিরাপদে আটক রাখা	--

			সম্ভব হচ্ছে।	
	(গ) চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগার সম্প্রসারণ	কারাগার দুটি ছিল অনেক ছোট, অতি পুরাতন এবং জরাজীর্ণ।	চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর কারাগারকে পূর্বের অবস্থানে রেখে সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এর ফলে বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ আবাসন সমস্যা লাঘব হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি	বন্দি ধারণক্ষমতা ছিল ২৮,৬৬৮ জন।	বন্দি ধারণক্ষমতা ১৩,৭৮২ বৃদ্ধি করা হয়েছে, মোট ধারণক্ষমতা হয়েছে ৪২,৬২৬ জন। ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন্দিদের আবাসন সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।	--

দপ্তরের নাম	বিষয়	২০০৮-২০০৯	২০২১-২০২২	মন্তব্য
কারা অধিদপ্তর	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন	পূর্বে জাদুঘর ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ চলমান আছে। কাজ সম্পন্ন হলেই জাদুঘর দুটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।	--
	বিডিআর বিচারের জন্য অস্থায়ী আদালত ভবন নির্মাণ	পূর্বে কোন স্থাপনা ছিল না।	২০০৯ সালে বিডিআর হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের জন্য কারা অধিদপ্তর প্যারেড মাঠে মাত্র ৩২ দিনে অস্থায়ী আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বর্তমানে উক্ত আদালত ভবনে বিভিন্ন মামলার বিচার কার্য চলছে।	--
	কারাগারে যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ	কারা সদর দপ্তর এবং বিভাগীয় দপ্তরে মাত্র ৬টি গাড়ী ছিল। কারাগারসমূহে কোন যানবাহন ছিল না।	কারা বিভাগের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১৮১টি যানবাহন ও ৬০৭টি বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া রংপুর ও বরিশাল বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শকদ্বয়ের ব্যবহারের জন্য রাজশ্রী খাত হতে ০২টি জিপ গাড়ি ক্রয় করা হয়;	--

	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক কোন আবাসন ছিল না।	৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।	--
	কারা বেকারী চালু	কোন কারা বেকারী ছিল না।	কারা বেকারী চালুর মাধ্যমে বেকারীতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী বন্দি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।	--
কারা অধিদপ্তর	কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তামূলক যন্ত্রপাতি সংযোজন	কারাগারে উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছিল না।	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২টি কারাগারে আধুনিক নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংযোজনের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।	--
	কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালুকরণ	কোন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ছিল না।	কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়াতে সরকারের অনুমোদনক্রমে কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে।	--
	অফিসার্স মেস নির্মাণ	কোন অফিসার্স মেস ছিল না।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	এখানে কারাগার ছিল।	২২৮ বছরের পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঢাকার কোরাণীগঞ্জে স্থানান্তরের পর পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী ‘পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে। ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হবে। এখানে উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা যাবে এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে। সবুজে ঘেরা একটি দৃষ্টিনন্দন এবং ঐতিহাসিক এলাকাটি হবে ঢাকাবাসীর জন্য হবে পরিবার পরিজন নিয়ে বেড়ানোর একটি সুন্দর ও আদর্শ জায়গা।	--
	ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালু	রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে অনেক পুরাতন একটি প্রেস ছিল।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস চালুর ফলে কারাগারের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফর্ম ও প্রিন্টিং সামগ্রী সহজে ও স্বল্প মূল্যে	--

			সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।	
	ওয়েব বেজড প্রিজন ভ্যান সংযোজন	কারা বিভাগে কোন প্রিজন ভ্যান ছিল না।	০২ টি প্রিজন ভ্যান সংযোজনের ফলে জজী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	--
	ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন	ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল ২টি	বর্তমানে ডে-কেয়ার সেন্টার ৮টি।	নতুন ৬টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
	চলমান প্রকল্প	-	বর্তমানে কারা অধিদপ্তরের নিম্নে বর্ণিত ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে- (ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (খ) কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (গ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (ঘ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (ঙ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (চ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প (ছ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জ) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প	--
	নতুন প্রকল্প গ্রহণ	-	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ, কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন, সকল কারাগারে অ্যান্ডুলেন্স সরবরাহ, দেশের সকল কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপন এবং ঠাকুরগাঁও, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ফরিদপুর, কুড়িগ্রাম, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি কারাগার নির্মাণ/পুনঃ নির্মাণসহ মোট ১৮টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।	--
কারা অধিদপ্তর	“বন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল” স্থাপন	কারা বিভাগে কোন “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল” ছিল না।	বন্দিদের সাজাভোগ শেষে অপরাধ মুক্ত থেকে ভবিষ্যতে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বন্দিদের জন্য “বন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল” স্থাপন করা হয়েছে।	
	২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ	কারা বিভাগে বন্দিদের জন্য কোন ছিল না।	বন্দিদের উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে কাশিমপুর কারা কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।	

জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্যপদ সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১	২য় গ্রেড হতে ৯ম গ্রেড	৩০৬	১৩৫	১৭১
২	১০ম গ্রেড হতে ১১ তম গ্রেড	২৯২	১৬৬	১২৬
৩	১২তম গ্রেড হতে ১৯ তম গ্রেড	১১৩০২	১০০৭৬	১২২৬
৪	২০ তম গ্রেড	২৭৮	২৩	২৫৫
সর্বমোট=		১২১৭৮	১০৪০০	১৭৭৮

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) : প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা পদ্ধতি চালুর পর ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে কারা অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কারা অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়নে এ অধিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে ৪র্থ স্থান অর্জন করে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কৌশলগত উদ্দেশ্যে আওতায় ২৩টি কর্মসম্পাদন সূচক অন্তর্ভুক্ত করে গত ২৩.০৬.২০২২ তারিখ চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট টিম গঠন করা হয়েছে এবং সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (উন্নয়ন)-কে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।



সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

উদ্ভাবনী কার্যক্রম: কারা অধিদপ্তরের কার্যক্রম জনবান্ধব করার লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্ভাবনী চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকাকে প্রধান করে একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- ইনোভেশন অফিসার - জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কারা উপ-মহাপরিদর্শক, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী কার্যক্রমের সংখ্যা - ১০ টি।

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা

ক্রম.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	মন্তব্য
১	সাজাপ্রাপ্ত বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপ (পিডিআর ক্যালকুলেটর/বন্দি ক্যালকুলেটর) যার মাধ্যমে বন্দির মুক্তির তারিখ নির্ধারণে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন।	সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির যেকোন প্রমোশন দেয়া, বদলী দেয়া, বিশেষ রেয়াত প্রদান সহ বিভিন্ন কাজে উক্ত হিসাবসমূহ সময়ে সময়ে করতে হয়। এছাড়া, সকল সাজাপ্রাপ্ত বন্দির উক্ত হিসাব সমূহ করে মুক্তির জন্য প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন করার জন্য পিডিআর অ্যাপস অর্থাৎ বন্দিদের মুক্তির তারিখ নির্ধারণী অ্যাপস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। উক্ত অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে বন্দির আত্মীয়-স্বজন কম সময়ে সুফল ভোগ করতে পারবে।	--
২	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	--
৩	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।	--
৪	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহন, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	--
৫	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।	--

ক্রম.	উদ্ভাবনী উদ্যোগের বিষয়	অর্জিত ফলাফল	মন্তব্য
৬	এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন	অনলাইনে এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।	--
৭	ডিজিটাল প্রিজন্স ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ	প্রিজন্স ভ্যান সংযোজনের ফলে জঞ্জী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	--
৮	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দি ও স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি দূর হচ্ছে।	--
৯	আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল	কারাভ্যন্তরে ডিজিটর ও বহিরাগতদের প্রবেশের ক্ষেত্রে সাধারণ কালি দিয়ে যে সিল দেয়া হয় তা সহজে মুছে ফেলা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কারসাজির মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা সম্ভব কিন্তু আলট্রাভায়োলেট হিডেন সিল ব্যবহৃত হলে ডিজিটর/বহিরাগত এবং বন্দির নিরাপত্তা প্রদান সহজ হয়েছে।	--
১০	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।	--

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবা

ক্রমিক	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	ফোনবুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন।	একটি সেবা সহজীকরণের বিপরীতে ফোন বুক অ্যাপ প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপটি কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে ব্যবহার করা যাবে।	
২.	এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপ এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।	
৩.	ওকালতনামা স্বাক্ষরের	ওকালতনামা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে যার	

	ক্ষেত্রে স্টেপ কমানো হয়েছে।	ফলে সেবাগ্রহণকারী স্বল্প সময়ের মধ্যে উক্ত সেবা গ্রহণ করতে পারছে।	
৪.	এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন	অনলাইনে এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।	
৫.	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।	
৬.	কারাগারসমূহের ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুকরণ	বন্দির আত্মীয়-স্বজন ও সেবাপ্রার্থীদের সেবা প্রদান সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। উক্ত সার্ভিস সেন্টারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ সংগ্রহ, পিসিতে টাকা জমা, ওকালতনামা জমা গ্রহন, বন্দিদের প্রয়োজনীয় বৈধ দ্রব্যাদি (যেমন পোশাক) জমা, জামিন ও খালাস সম্পর্কিত তথ্য, মোবাইল ফোন ও ব্যাগ জমা, বন্দি সম্পর্কিত বৈধ তথ্য আনুসন্ধান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ইত্যাদি সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	
৭.	ইন্টারকমের মাধ্যমে বন্দিদের সাক্ষাতকরণ	জনাকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে কোলাহলের কারণে স্বজনদের সাথে বন্দির সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। উক্ত সেবার মাধ্যমে কোলাহলবিহীন পরিবেশে অর্থবহ সাক্ষাত সম্ভব হয়েছে।	
৮.	Standard Leave Form এর মাধ্যমে কারা কর্মচারীদের ছুটির আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ	ছুটির আবেদন সহজে করার ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের জন্য আবেদনগুলো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।	
৯.	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।	

ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবা

ক্রমিক	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত ডিজিটাইজকৃত সেবার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৭
১.	My Gov Platform বাস্তবায়ন।	সেবা ডিজিটাইজেশনের বিপরীতে বন্দির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অনলাইনে প্রদানের জন্য কারা অধিদপ্তরের My Gov Platform এ সেবাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট হতে উক্ত সেবাটি গ্রহণ করা যাবে।	

২.	কারাগারে বন্দিদের জন্য মোবাইল ফোনবুথ (স্বজন) স্থাপন।	কারাগারে ফোনবুথ ‘স্বজন’ স্থাপন বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম যুগোপযোগী পদক্ষেপ যার ফলে কারাবন্দিরা প্রতি সপ্তাহে এক দিন নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের সাথে পারিবারিক ও আইনি সহায়তা বিষয়ে যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছে।	
৩.	এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন।	অনলাইনে এসএমএস এর মাধ্যমে কারারক্ষীর নিয়োগ প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজ হয়েছে।	
৪.	ডিজিটাল প্রিজন্স ভ্যান সার্ভিস চালুকরণ।	প্রিজন্স ভ্যান সংযোজনের ফলে জজী, টপটেরর ও ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের নিরাপদে আদালতে এবং এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে।	
৫.	বিকাশের মাধ্যমে বন্দির পিসিতে টাকা প্রেরণ।	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিকাশ/নগদ এ কারাগারে না এসে সুবিধাজনক সময় ও স্থান থেকে বন্দিদের ক্যাশে প্রয়োজনীয় অর্থ (মাসে সর্বোচ্চ ২০০০/-) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।	
৬.	অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দিদের অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান।	বন্দি এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে বদলি হলে অথবা বন্দির জামিন/খালাস হলে সহজে তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে এসএমএস ও অ্যাপস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে বন্দির অবস্থান সংক্রান্ত যে কোন তথ্য তার স্বজন সহজে জানতে পারছে।	
৭.	জামিনের তালিকার ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে।	জামিন প্রাপ্ত বন্দিদের তালিকা এলইডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত হচ্ছে, যা সহজে সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এক্ষেত্রে তথ্য আপডেট করা হচ্ছে। এতে কারাবন্দিদের স্বজনদের দুর্ভোগ লাঘব ও বিভ্রান্তি হচ্ছে।	

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনঃ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের লক্ষ্যে ১৬.৩.২ নং বৈশ্বিক সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারা অধিদপ্তর লিড এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে :

16.3.2: Un-sentenced detainees as a proportion of overall prison population.

উক্ত বিষয়ে কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়া) ডাটা অনুমোদনকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে ডাটা প্রদান করার জন্য ডেপুটি জেলার, আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা ডাটা প্রদানকারী এবং ডেপুটি জেলার, প্রিজন্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা বিকল্প ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ডাটা প্রদানকারী কর্মকর্তা এসডিজি ট্রাকার সিস্টেমে নিয়মিত ডাটা প্রদান করে আসছেন।

উল্লেখ্য, জার্মানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় ০১ জুলাই ২০০৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে কারা অধিদপ্তর এবং দেশের ৪০টি কারাগারে “ইম্প্রুভমেন্ট অব দি রিয়ারাল সিচুয়েশন ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন

বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে “এক্সেস টু জাস্টিজ থ্রু প্রিজন্স রিফর্মস” প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৭,৫১৬ জন কারাবন্দিকে মুক্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ১,৮১,৮৫২ জন বন্দিকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল বন্দিদের সহায়তার ক্ষেত্রে প্যারালিগ্যালগণ উক্ত সময়কালে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৪৬১টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (যেমন: আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ, সরকারি আইনজীবী নিয়োগে সহায়তা, ওকালতনামা সংগ্রহে সহায়তা, মামলার নথিপত্র সংগ্রহ, জামিনদার সংগ্রহ প্রভৃতি)। এছাড়াও ৩,৬১,৮৯৫ বিচার প্রত্যাশীদের আদালত ও থানায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কারাবন্দিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০,৩০৮ জন বন্দিকে বিভিন্ন ট্রেড কোর্স ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি ৭১৩ জন কারা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুষ্ঠু কারা ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল নিরাপত্তা, মাদক চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা, কোভিড-১৯ এর প্রস্তুতি ও মানসিক চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন: সেবা গ্রহীতাদের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল কারাগারে দর্শনীয় স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরের সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (অর্থ) ও কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিঃ দাঃ) জনাব সুরাইয়া আক্তারকে প্রধান তথ্যপ্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হককে আপীলকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ০৬ (ছয়) জন আবেদনকারীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদন সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সংখ্যা	মন্তব্য
০৬টি	০৬টি	--	--

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা: কারা অধিদপ্তরে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

- অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আপিল কর্মকর্তা - কর্নেল মোঃ আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক।
- অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা - জনাব সুরাইয়া আক্তার, কারা উপ-মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।
- মাঠপর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা - সংশ্লিষ্ট বিভাগের কারা উপ-মহাপরিদর্শকগণ।
- মাঠপর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা - জেল সুপার/সিনিয়র জেল সুপার।

২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ সংখ্যা	মন্তব্য
৯৪টি	৯৪টি	০	--

উত্তম চর্চা: কারা অধিদপ্তরে যে সকল উত্তম চর্চা পালন করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

(১) স্বজন লিংক প্রকল্প বাস্তবায়নঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী কারা বন্দিদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন এবং বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মোবাইল ফোনে কথা বলার জন্য টেলিফোন বুথ প্রকল্প “স্বজন” টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে ২৮ তারিখে ২০১৮-০৩-উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফোনবুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক

অনুমোদন করা হয়েছে। বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা বলার সুবিধার্থে সকল কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপনসহ অবকাঠামোগত কাজ কারা অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের এবং অডিও ভিডিও কলের সুবিধা স্থাপনের কারিগরি সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারি টেলিফোন সংস্থা টেলিটক এর মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। সে মোতাবেক পাইলট কার্যক্রম হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে ফোন বুথ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

(২) কারা বন্দিদেরকে ৫০% লভ্যাংশ প্রদান: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ২০২১২০২-২ অর্থবছরে কারাগারে বন্দিদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ হতে ৫০% হিসেবে দেশের %৯টি কারাগারে ১২,৭৪০ জন বন্দিকে ৩৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ২০৭ টাকা পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়েছে।

(৩) কারা বন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি: কারাবন্দিদের পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির জন্য National Telecommunication Monitoring Centre (NTMC)-এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর এবং NTMC এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৪) কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন: কারাগারে বিদ্যুৎ চলে গেলে বন্দিদের চরম ভোগান্তি রোধকল্পে দেশের ৪৪টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ৬টি কারাগারে ডাবল ফেইজ বিদ্যুৎ সংযোগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৮টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য করা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ডে-কেয়ার সেন্টার চালু: মায়ের সাথে অবস্থানরত শিশুদের নিরাপদ প্রতিপালনের জন্য কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ ৮ টি কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(৬) ধর্মীয় শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি: কারাগারে আটক বন্দিদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো। এখন হতে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণের সম্মানী দৈনিক ৫০/- টাকা হতে ন্যূনতম ২০০/-টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন দায়িত্ব পালন করছেন। শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের জন্য কারা মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অত্র অধিদপ্তরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির ৪টি সভা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া কারা অধিদপ্তরে সকল প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন বিষয়ক মডিউল চালু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে ২টি। শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প: কারা অধিদপ্তরে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন	৬০৭৩৫.৮৫	১৩%	

	সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	(প্রস্তাবিত ৯৮৫৭৩.০০)		
২	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩)	২৮৮২৬.৪১	৮০%	
৩	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩)	৭৩৪২.৩৬	৭০%	
৪	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৩)	১২৭৬০.৬৪ (প্রস্তাবিত ২৩৪১৬.০০)	৮০%	
৫	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৪৯৯৮.২৪	৬০%	
৬	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২) প্রস্তাবিতঃ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫	৬২৪৯৮.২০ (প্রস্তাবিত ৬১৬১৭.০০)	১৭%	
৭	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	৩২৬৯৮.৪৩	৪১%	
৮	জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২১০০২.৭৫	৪%	
সর্বমোট=		২৩০৮৬২.৮৮		

১. পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প : বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত “পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১১-০৯-২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৭৩৫.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয় ৯৮৫৭৩.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন কাল-জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। প্রস্তাবিত মেয়াদ জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। এ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১৩%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস তথা বঙ্গবন্ধু কারা স্মৃতি জাদুঘর, জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকার মধ্যযুগের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা; কারা অধিদপ্তরের আওতায় সরকারি জমির পরিকল্পিত ব্যবহার; উন্মুক্ত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চায়ন করা; গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং পুরাতন ঢাকার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা।



কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক ১৩.১০.২০২২ বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার স্মৃতি বিজড়িত “পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করেন

২. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০১.১১.২০১১ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ২৮৮২৬.৪১ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০২৩। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত অতি পুরাতন জরাজীর্ণ খুলনা জেলা কারাগারকে বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তর করে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৩. কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৯-৬-২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৭০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা।

৪. ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২২-১২-২০১৫ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়-১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয় ২৩৪১৬.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২। প্রস্তাবিত মেয়াদ জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৮০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রায় ২০০ বছরের পুরাতন ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারকে বর্তমান স্থানে রেখে আরও বৃহৎ পরিসরে নির্মাণের মাধ্যমে বন্দি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের নিরাপদ আটক নিশ্চিত করা।

৫. কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প : প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৪-০৫-২০১৬ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০২২। প্রস্তাবিত মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২২। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কারা অধিদপ্তর-কে শক্তিশালীকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে কারা নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

৬. কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প : প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২৩-১০-২০১৮ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয়- ৬২৪৯৮.২০ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১৬১৭.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল- জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২২। প্রস্তাবিত মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৫। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ১৭%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি আবাসন, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা বৃদ্ধি করা; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি করা; নিরাপদ ও যুগোপযোগী আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ০৩.০৯-২০১৯ তারিখে। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৬৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৪১%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ও নতুন জেলা কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ।

৮. জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প: প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ২১-০৬-২০২০ তারিখে। প্রকল্পটির ব্যয় ২১০০২.৭৫ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি ৪%।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য : আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন কারাগার নির্মাণ এবং কারা বন্দিদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদ আটক নিশ্চিতকরণ। কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একক ও পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নত করা।

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ:

- প্রত্যেক কারাগারের মূল ফটকে সাবান/হ্যান্ডওয়াশ/হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। যেন নবাগত বন্দিরা হাত ও মুখ ধোত করে জীবানুমুক্ত হয়ে কারাগারে প্রবেশ করতে পারে;



- কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে কারাগারে প্রবেশ
- দৃশ্যমান স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
 - সকল কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বন্দিদের হাঁচি, কাশির পর হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলার এবং হাঁচি, কাশির সময় নাক ও মুখ ঢেকে রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;

কারাগারে নবাগত বন্দিদের অন্তত: ১৪দিন পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য ০১টি আমদানি ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা এবং কোয়ারান্টাইন সময় নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও সিভিল সার্জন এর সাথে সমন্বয়পূর্বক কারাগারসমূহে নিরবচ্ছিন্ন প্রেষণা প্রদান ও সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;
 - কোনো কারা কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বন্দির করোনার লক্ষণ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে পৃথক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
 - বন্দি ও কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের করোনা আক্রান্ত/চিকিৎসা/মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
 - কারাগারে সম্ভাব্য যেকোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য প্রত্যেক বিভাগের কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ৬ সদস্য বিশিষ্ট ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে;
 - কারা ফটকে দর্শনযোগ্য স্থানে করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণ সংক্রান্ত জাতীয় হটলাইন নম্বরসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে;
 - বন্দিদের জন্য ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার তথা ভিটামিন সি এর দৈনিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
 - করোনা আক্রান্ত সন্দেহাধীন কোনো বন্দির জামিননামা আসলে তাকে জামিন ছাড়ার পূর্বে স্থানীয় সিভিল সার্জনকে অবগত করা হচ্ছে;
 - কারা আবাসিক এলাকায় রোলকলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে সকলকে অবগত করা হচ্ছে;
 - প্রত্যেক কারাগারে সরবরাহকৃত স্প্রে মেশিন দ্বারা প্রতিটি কক্ষ দিনে একবার করে জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে;
 - কারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ ফেরত আত্মীয়-স্বজনকে কারা এলাকায় আসা থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে;
 - করোনা পরিস্থিতির ভবিষ্যত ভয়াবহতা মোকাবেলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে ১টি করে করোনা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে ;
 - দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কারাবন্দিদের জন্য কারাগারসমূহে জরুরি ফোন বুথস্থাপন ও ফোনে কথা বলার অনুমতি (শর্ত সাপেক্ষে) প্রদান করা হয়েছে;
 - কারা বন্দিদের ফোনে কথোপকথনের বিস্তারিত তথ্য (যেমন-কথা বলার সময়, কোন নম্বরে কথা হয়েছে, কার সাথে কথা হয়েছে ইত্যাদি তথ্য) রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে;
 - সরকারের নির্দেশনার আলোকে সীমিত পরিসরে সকল ধরনের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক কারাগারে আটক বন্দিদের সাথে তাদের আত্মীয় স্বজনের দেখা সাক্ষাত পুনরায় চালু করা হয়েছে।
 - জামিনযোগ্য বন্দিদের জামিন প্রদান/মামলা নিষ্পত্তির জন্য সরকার কর্তৃক ভার্সুয়াল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;
 - সরকার কারাগারের বন্দি সংখ্যাধিক্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে ২৮৮৪ জন বন্দিকে মুক্তি প্রদান করেছেন;
 - কর্মকর্তা কর্মচারীর মোট কর্মরত সংখ্যা=১০,৪১৬, ১ম ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=১০,৪৩১, ২য় ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=১০,৩২০ এবং বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=৬,১২৫ জন।
 - ভ্যাকসিন গ্রহণকারী বন্দি সংখ্যা=৮৪,৩৩৫ জন, ১ম ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=৮৪,৩৩৫ জন এবং ২য় ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=৪৫,০৭০ জন। বুস্টার ডোজ গ্রহণকারীর সংখ্যা=১০,৪৪০ জন।
- এছাড়াও সরকারের স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সকল কারাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে।



কারাগারে বন্দিদের ভ্যাকসিন প্রদান



কারাগারে বন্দিদের ভ্যাকসিন প্রদান

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

- ১। কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
- ২। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা কনভেনশন সেন্টার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকায় বিশেষ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।



বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ১৭-৩-২০২২ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন



১৭-৩-২০২২ তারিখে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা আয়োজন

৪। ২৬ মার্চ, ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর শিশুদের বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ এস এম আনিসুল হক।



২৬ মার্চ, ২০২২ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন



ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

৫। কারা অধিদপ্তরে ২ টি ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, লক্ষ্মীপুর, নেত্রকোণা, নারায়ণগঞ্জ, শরীয়তপুর, সিলেট, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারসমূহে ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনী, কারা জীবন, মতাদর্শ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন করা হচ্ছে। অন্যান্য কারাগারসমূহে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।



বঙ্গবন্ধুর জীবনী এবং ৭ মার্চ এর ভাষণ ডিজিটাল বিলবোর্ডে প্রদর্শন।

৬। সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম অংশ হিসেবে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের উদ্যোগে কারা সদর দপ্তরে প্রথম বারের মত ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে শোকাবহ আগস্টের শোকবার্তা প্রদর্শন করা হয়।

৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা বন্দি পোষ্যদের বঙ্গবন্ধু বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের ‘শেখ রাসেল স্মৃতি বৃত্তি’ প্রদান করা হচ্ছে।

৯। দেশের কারাগারসমূহে চিত্রাঙ্কন, রচনা, গল্প ও কবিতা পাঠ, হামদ, নাথ, নাচ, গান, অভিনয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ কারা কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে কারারক্ষীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে।

১১। কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও তার জেল জীবন নিয়ে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়েছে।

১২। কারা অধিদপ্তর, ৮ টি বিভাগীয় দপ্তরসহ ৬৮ টি কারাগারে মুজিববর্ষের শুরুর দিন থেকে পর পর তিন দিন আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

১৩। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ‘মুজিববর্ষ কারা বার্তা বিশেষ সংখ্যা’ প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪। দেশের সকল কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারসমূহে দোয়া মাহফিলের আয়োজনসহ কারা বন্দিদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে।

১৫। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কারা অধিদপ্তরসহ দেশের সকল কারাগারে ফলজ, বনজ এবং ওষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

১৬। ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নির্ধারিত সময়ে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারা মহাপরিদর্শক মহোদয়ের নেতৃত্বে অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও শহীদ জাতীয় চার নেতার স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সকল কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার জীবনী নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভা, মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতীয় চার নেতার অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।



কারা অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন।





১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বিশেষ দোয়ার আয়োজন।

১৭। ঐতিহাসিক ৭মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মাননীয় সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মোকাম্মির হোসেন। এ সময় সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন সকল দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।



ঐতিহাসিক ৭মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন



ঐতিহাসিক ৭মার্চ, ২০২২ জাতীয় দিবসে বিশেষ দোয়ার আয়োজন

প্রশিক্ষণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ :

কারা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কারাগারসমূহকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭২৮ জন কর্মকর্তা এবং ১৫২৪ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



২৭-০২-২০২২ তারিখে ১২তম ডেপুটি জেলার এবং ৫৯তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি



২৭-০২-২০২২ তারিখে ১২তম ডেপুটি জেলার এবং ৫৯তম কারারক্ষী ও মহিলা কারারক্ষী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি

বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

১। কারা বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের কারাগারসমূহে আটক সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা সাজা ভোগ শেষে অপরাধমুক্ত থেকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩৮ টি কারাগারে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক ৩৯টি ট্রেডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০২১-২০২২ মেয়াদে ১০,৩০৮ জন কারাবন্দিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০১ জুলাই, ২০১৪ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত দেশের ৩৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৬৪,৪৯২ জন বন্দিকে ৩৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি কারাগারে বন্দি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।



কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থান মূলক কাজের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।



কারাগারে বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৪। বন্দিদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, গাজীপুরে “কারাবন্দি প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন স্কুল” প্রশিক্ষণ স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেস, আধুনিক বেকারি, পাওয়ার লুম, পার্টিকেল বোর্ড এর আসবাবপত্র তৈরি, জুতা তৈরি, এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ, মোজা তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করা হয়েছে। এছাড়া বন্দিদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ ও বিদেশের শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের ৩০টি কারাগারে হস্তশিল্পের পাশাপাশি ডিজিটাল প্রিন্টিং, পাওয়ারলুম পরিচালনা, জুতা ও চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, বুক বাইন্ডিং, মেশিনারি, গার্মেন্টস, হাউজহোল্ড ইলেকট্রিক ওয়ারিং, এমব্রয়ডারি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।



বন্দিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।



বন্দিদের চিত্রশিল্পের কার্যক্রম



বন্দিদের কাপড় তৈরীর কার্যক্রম

৫। কারাগারে আটক মাদকাসক্ত বন্দিদের মোটিভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের পৃথক ওয়ার্ডে রেখে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিমাসে দেশের সকল কারাগারে নিয়মিত মাদক বিরোধী সভা আয়োজনের মাধ্যমে বন্দিদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। কারাগার হতে মুক্তির পর সমাজে পূর্ববাসন/প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে সমাজসেবা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;

৭। কয়েদীদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে লভ্যাংশের ৫০% সংশ্লিষ্ট কয়েদিকে পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা হচ্ছে।
জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১২৭৪০ জন বন্দিকে ৩৪,৪৫,২০৭/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৮। ২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ জেল এর কারাগার 3rd best general pavilion পুরস্কার অর্জন করে।



২৬ তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বানিজ্য মেলা ২০২২ এ বাংলাদেশ জেল এর কারাপণ্য
3rd best general pavilion পুরস্কার অর্জন

অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ :

(১) আবাসিক সংকট নিরসন এবং কারাগারের বন্দিদের জীবনমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, জামালপুর কারাগার সম্প্রসারণ ও পুনঃনির্মাণ এবং খুলনা ও নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে।

(২) ৪০টি কারাগারে মহিলা কারারক্ষীদের জন্য ৩৯৯ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

(৩) কক্সবাজার জেলার উখিয়ায় দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে ১৬০.০০ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৪) ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩২ টি কারাগারে লাগেজ স্ক্যানার, বডি স্ক্যানার, আর্চওয়েমেটাল ডিটেক্টর, ওয়াকিটকিসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। এর সাথে প্রতিটি কারাগারে একটি করে নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

(৫) কারা অধিদপ্তরের খেলোয়াড় কারারক্ষীদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ জেল দল জাতীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে।

(৬) নিয়মিত কৃতি খেলোয়াড়দের প্রণোদনা এবং সংবর্ধনা প্রদান করা হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণঃ বাংলাদেশের কারাগারগুলোকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ-

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বি-বাড়িয়া এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার-এর ধারণ ক্ষমতাবৃদ্ধি।

(২) কারা কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও গ্রেড উন্নীতকরণ।

(৩) যেসকল কারাগারে পেরিমিটার দেয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুট এর কম সে সকল কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের উচ্চতা ১৮ ফুটে উন্নীত করণ।

(৪) যে সকল কারাগারে ওয়াচটাওয়ার এবং সার্চলাইট নেই, সেগুলোতে ওয়াচটাওয়ার নির্মাণ এবং লাইট সংযোজন।

(৫) কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি।

(৬) কারা অধিদপ্তর, বিভাগীয় কারা উপ-মহাপরিদর্শক এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে জনবল বৃদ্ধিকরণ।

(৭) কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনকরণ।

(খ) মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা:

(১) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে কারাগার চালুকরণ।

(২) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণকাজ সম্পন্ন করণ।

(৩) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আলোর কাজ সম্পন্ন করণ।

(৪) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৫) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ।

(৬) ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার নির্মাণ।

(৭) ২ পার্বত্যজেলা (খাগড়াছড়ি, রাজশাহী) কারাগার পুনঃনির্মাণ।

(৮) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ।

(৯) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ।

(১০) দেশের সকল কারাগারে বন্দিদের জন্য ফোন বুথ স্থাপন।